

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

শরণং

কলিকুতূহলনামক গ্রন্থ ।

অধ্যায়

বর্তমান কলিযুগের প্রারম্ভাবধি অদ্যপর্যন্ত

লোকসকলের যেরূপ আচার ব্যবহার হইয়াছে

তাহা সংশোধনার্থ পরিহাসরূপে

অনুবাদপুস্তক

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধিকর্তৃক

দ্বাদশপদো রচিত হইল ।

সন ১২৬০ সাল ।

শ্রীশ্রীব্রজগোপাল

জয়তি ।

অথ বন্দনা ।

ত্রিপদী ।

অষ্টাশ্বে যুড়ি কব, প্রণমামি সুবিস্তর, শ্রীব্রজগোপাল তব
পায় । তুমি সকলের হেতু, ধর্মরক্ষা মূলসেতু, অখান্নিক ধূম-
কেতু প্রায় ॥ বৃন্দচিন্তা শক্তি বল, কত কে জানে কৌশল, অটল
নিয়মে যার দ্বারে । কিত্তি আদি পঞ্চভূত, ক্রমেতে হয়ে সমুৎপত্ত,
শক্তিয়ুত হয়েছে সংসারে ॥ অগম্য তোমার তত্ত্ব, ইচ্ছা বিষয়ে
মল্ল, তত্ত্ব করি কে কোথা পেয়েছে । লভিতে তোমারে যত,
আগম নিগম কভ, উচ্চ নীচ পথেতে ধেয়েছে ॥ বিটপির বীজ
যাহা, অঙ্কুরিত হৈল তাহা, কে বা কোথা পায় দেখিবারে ।
বিষবীজরূপ তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি, ব্যক্ত হইয়াছে
তব দ্বারে ॥ কাবণের গুণচয়, কার্যোতে প্রকাশ রয়, দেখি-
য়াছি চাহিয়া সংসার । অতএব আত্মারূপে, প্রবেশিয়া দেহকূপে,
প্রকাশ রয়েছে অনিবার ॥ তব কৃপা হয় বারে, সেই সে জা-
নিতে পারে, তোমার মহিমা অবিকল । আমি মুঢ় অতি দীন,
ভজন সাধনহীন, তবে কিসে জানিব সকল ॥ তুমি কালরূপী
হয়ে, ব্যাপ্ত থাকি বিশ্বচয়ে, অবিরত কর নিয়মন । সকলের
পরিণাম, জিয়ার অনন্যধাম, তুমি সর্ব বস্তুর কারণ ॥ তব নিয়-
মন দ্বারে, ক্রমেতেছে এসংসারে, সত্ত্ব রজস্তমোগুণচয় । তাহে
সভ্য জ্ঞেতা আর, দ্বাপর কলি দুষ্কার, প্রবর্তিত যুগ চতুষ্টয় ॥
তার মধ্যে সুবিশাল, তয়ানক কলিকাল, সমাগত হইয়েছে জগতে ।

ভ্রমোবৃদ্ধিহেতু, যোক, ঘেষ দত্ত ভয় শোক, ভোগ করিতেছে
নানা মতে ॥ কুর্কর্ষেতে সদা সক্তি, করে ভেজে তব ভক্তি, মন
হইয়াছে মোহাকুল। নিজগুণে কৃপা করি, যদি রক্ষা কর
হরি, তবে পদাশ্রিত পায় কুল ॥ বিবিধ পুস্তকচয়, প্রকাশে
সরসায়, জ্ঞানোদয় হয় যার দ্বারে। তাহা করি সুবিস্তার,
স্বকীয় মহিমাচার, সুবিপুল করেন সংসারে ॥ অতএব মম
প্রতি, করিলেন অমুমতি, বিরচিত্তে কলিকুতূহল। বাহাতে
কৌতুকলেশ, বাঞ্জে বহু উপদেশ, প্রকাশ রহিয়াছে অদিকল ॥

দৌড়দেশে বিদ্যামান, খ্যাত গ্রাম বহুভান, মনোহরসাহি
সুপ্রদেশ। স্বর্গদীপশিখ তটে, কাঁটোয়ার গরিকটে, বীরভূম
জেলায় বিশেষ ॥ সেই গ্রামস্থনিবাসী, অশেষ গুণের রাশি,
শ্রীব্রহ্মপোদ্ভিদ চট্টরাজ। তাঁর পুত্র এই জন, নামেতে শ্রীনারা-
য়ণ গুণনিধি বিদিত সমাজ ॥

শ্রীশ্রীব্রজগোপালঃ

শরণং ।

প্রভাকরে শ্রীমন্নরাজা পরীক্ষিতের
যশোবর্ণনা ।

ত্রিপদী ।

পাণ্ডুকুল প্রভাকর, হস্তিনার অধীশ্বর, একেশ্বর
ভারত ভুবনে । সর্বযজ্ঞে সুদীক্ষিত, মহারাজ পরী-
ক্ষিত, সুশিক্ষিত নৃপগুণগণে ॥ যার কীর্তিসুধা-
কর, ব্যাপি বিশ্ব চরাচর, ত্রক্ষাণ্ডবিবর পরকাশে ।
স্বর্গে স্থর নিকেতনে, স্থরনারী সযতনে, যার গুণ
গানে সুখে ভাসে ॥ পাতালেতে নাগরাজ, সমা-
জ্ঞে তেজিয়া লাজ, ভুজগ যুবতীগণ বত । যার
গুণ করি গান, আনন্দে নিমগ্নমান, নাগগণে তো-
ষে অবিরত ॥ বীর্য্যে কার্তবীর্য্যোপম, শৌর্য্যেতে

অৰ্জুনসম, গান্ধীৰ্য্যে জলধি পরিমাণ । যুদ্ধে দাশ-
 রথি যেন, ক্রুদ্ধে রিপুকাল হেন, শুদ্ধে গঙ্গাসলিল
 সমান ॥ দানে শিবিরাজপ্রায়, মানে দুৰ্য্যোধন তায়,
 জ্ঞানে রাজা জনকসোসর । বিক্রমে সিংহসমান,
 আক্রমে হতাশতান, প্রক্রমে প্রভাতজলধর ॥ ষাঁর
 ভুজদণ্ডস্থিত, কোদণ্ডনিভ্রাসিত, প্রচণ্ড শত্রুব সৈ-
 নাচয় । ভয়ে ভীত অতিশয়, হয়ে সমুদ্বিগ্নাশয়,
 লয়ে প্রাণ সতত সংশয় ॥ মহামান্য মহীতলে,
 অন্যতবে বলে, গণ্য পুণ্য গীর্ধাণ নিলয়ে । ষাঁর
 শুণ ভাগবতে, বিস্তারিত বিধি মতে, আমি কি বর্ণিব
 মূঢ় হয়ে ॥ যে রাজার রাজ্যকালে, জলদে বর্ষিত-
 কালে, অকালে না মরিত মানব । ধর্ম্মে রত ছিল
 লোক, নাহি ছিল কোন শোক, দাস্তভাবে আছিল
 দানব ॥ স্তুর ঋষি বিপ্রগণ, স্মৃখে ছিল সর্বক্ষণ,
 দক্ষ্যজন না ছিল ভুবনে । আপনার বাহুবলে, সমা-
 গর ভূমণ্ডলে, শাসন করিল অযতনে ॥ নৃপগণ যুভি-
 কর, ষাঁরে সমর্পিত কর, কেহ আজ্ঞা নারিত লজ্বিতে ।
 ষাঁর যশে সবিশেষ, পরিপূর্ণ সব দেশ, রাজাগণ গা-
 ইত সঙ্গীতে ॥ এক্রপ প্রভাববান, ভাবে ইন্দ্র সম-
 তান, পুণ্যবান রাজাধিরাজন । বিষ্ণুরাত অন্য নামে,
 খ্যাত এই তিন ধানে, কহিতেছে এ শ্রীনারায়ণ ॥

অথ মুনিগণের নিকট রাজার প্রশ্ন ।

পদ্মার ।

এক দিন নৃপমণি নিজ নিকেতনে । বসিয়া আ-
ছেন রত্নময় সিংহাসনে ॥ পাত্র মিত্র বন্ধু পুরো-
হিত ভূতাগণ । মুনি ঋষিসমূহে সেবিত সর্বক্ষণ ॥
পুরট সুন্দর-দ্রুতি অতি শোভমান । সুর সিদ্ধগণে
বৃত যেন মরুত্বান ॥ শিরে শোভে খেত আতপত্র
মনোহর । পূর্ণচন্দ্র উদয়েতে যেনন অম্বর ॥ যাহা
দেখি অন্য নৃপছত্র শতদল । তখনি অমনি হয়
আপনি কুটুহল ॥ ধবল চামর যুগ্ম মুছরান্দোলয় ।
স্বমেরু শিখরে যেন চরে হংসদ্বয় ॥ স্তুতি বন্দিগণে
ঘন করে স্তুতি পাঠ । সম্মুখে স্থল্লোক গান করিতে-
ছে তাট ॥ কালান্তকালের প্রায় যত বীরগণ ।
নিকটে নৃপতি আজ্ঞা করে প্রতীক্ষণ ॥ নানাदिग
দেশহৈতে রাজাগণ আসি । পুরস্কার করে নৃপে
দিয়া রত্নরাশি ॥ হয়েছে তখন কলিযুগ সমাগত ।
প্রজার আচার ক্রমে করেছে ব্যাহত ॥ তাহে নানা
বাদ প্রতিবাদে যুক্ত জন । নিজ অভিযোগ নৃপে করে
বিজ্ঞাপন ॥ নৃপমণি জানি সেসবার সেই রীত ।
ভাবেন কি জন্যে হেন হেঁয় বিপরীত ॥ মম রাজ্যে
প্রজাগণ ছিল ধর্ম্মে রত । অকস্মাৎ কেন এবে দেখি

অন্যমত ॥ আমাতেও নাহি কোন দোষের সঞ্চার ।
 তবে কি কারণে হেরি হেন ব্যবহার ॥ বিহিত অঞ্জলি
 পুটে করিয়া বিনতি । ঋষিগণে জিজ্ঞাসা করেন
 নরপতি ॥ ঋষিগণ আপনারা সবে বিচক্ষণ । জানেন
 ভবিষ্য ভূত আদি বিবরণ ॥ এই দেখ পৃথিবীর যত
 প্রজাচয় । আছিল সকলে প্রায় সুনির্মলাশয় ॥
 ক্রমে সে সবার মন পাইল বিকৃতি । অন্যায় বিবাদে
 কেন দেখি তিন্ন রীতি ॥ দ্বিজগণ পূর্বমতে স্বধর্ম আ-
 চার । করিতে তাদৃশ অঙ্ক না করে প্রচার ॥ রাজনা
 দাক্ষিণ্য ভাব তেজেছে রণেতে । বৈশ্য শস্য জীবী
 হয়ে কাতর ধনেতে ॥ শূদ্রে নাহি করে তেন দ্বিজ
 শুশ্রূষণ । কালেতে না বৃষ্টি করে জলধরগণ ॥ সর্পির
 সৌরত নাহি দেখি পূর্বমত । গোব্রাহ্মণগণে দুঃখী
 হেরি অবিরত ॥ কামী লোভী কপটী হয়েছে বহু-
 জন । কাগিনী না করে কেন স্বপতি সেবন ॥ কুধায়
 তুষার লোক কি জন্যে পীড়িত । বিবেচনা তেজে
 কেন সবে হিতাহিত ॥ শুনেছি রাজার পাপে রাজ্য
 পায় নাশ । আমাতেও নাহি কোন দোষের প্রকাশ ॥
 দেব দ্বিজ গুরু বৃষ্টি কখন না হরি । অদণ্ডোতে দণ্ড
 কদাচিৎ নাহি ধরি ॥ পরধন পরদারা প্রতি নাহি
 লোভ । অন্যায় বিচারে চিত্ত সদা পায় ক্ষোভ ॥
 অশাসন নাহি মোর রাজ্যে লবলোশ । তবে কেন
 হৈল তাহে অধর্ম প্রবেশ ॥ কহে ঋষিগণ তার বি-

বরণ। মার্জিত হউক মম মনের অঞ্জন ॥ তোমা সব
বিনা ইহা সকল বিস্তার। কহিয়া মান্তনা করে হেন
নাহি তার ॥ অতএব কহি সবে সেসব কারণ। আ-
মার মনের স্থল করহ বারণ ॥

অথ মুনিদিগের মুখে রাজার কলিবৃত্তান্ত শ্রবণ।

পয়ার।

নৃপবাক্য শুনিয়া কহেন মুনিগণ। কেন রাজা
কর নিজ দোষসম্ভাবন ॥ পাণ্ডুকুল চুড়ামণি তুমি
হে নরেশ। তোমাতে কি হয় কভু দোষের প্র-
বেশ ॥ পদ্মরাগ-আকরে কি জন্মে কাঁচ মণি। কম-
লে গরল কোথা সম্ভবে না শুনি ॥ বিশেষে বিনাস্ত
তব মন ক্লমপদে। তবে কিসে স্পর্শিবে কলুষ মহা-
পদে ॥ সূর্য্যে কি স্পর্শিতে পারে নিশা-অন্ধকার।
পারদে কি হয় কভু ধূলির সঞ্চার ॥ ভারতে আগত
হইয়াছে ঘোর কলি। সেই হয় অশেষ কলুষরক্ষ
কলি ॥ তাহাতে বিকৃত হইয়াছে লোকচিত। করি-
য়াছে সেই সর্ব্ব ভাব বিপরীত ॥ এই কলিযুগে
রাজা সব প্রজাগণ। ক্রমশঃ হইবে নানা অধর্ম্ম
ভাজন ॥ মোহ নিদ্রা বিষাদ দৈন্যেতে লোক সব।

শোক দুঃখ সম্ভাপে পাইবে পরাতব ॥ দয়াশূন্য
 ছুরাচার দান্তিক তুর্জ্জন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়োধ্বগে
 হইবে মগন ॥ ক্ষুদ্রদৃষ্টি বিস্ত্রহীন কামী ক্রিয়াকৃত।
 নানা দুঃখভাগী হবে দৌৰ্ভাগ্যবশতঃ ॥ বিপ্রগণ
 বেদপথ তেজি অনাপদে। বিহরিবে শিশ্নোদর
 তরণ আমোদে ॥ না করিবে বিধিমত ধর্ম-আচরণ।
 শূদ্রসেবী হইবে কলিতে দ্বিজগণ ॥ মদ্য মাংসলোভে
 কেহই বামপথে। প্রবিক্ট হইবে তন্ত্রবর্গ অভি-
 মতে ॥ পাষণ্ড ধর্মেতে সবে হয়ে অনুকূল। সনাতন
 বেদশাস্ত্রি নাশিবে সমূল ॥ দন্তে শূদ্র অধ্যয়ন করি-
 বেক বেদ। ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেক অজ্ঞাতনির্বেদ ॥
 রাজন্য জঘন্যরূপ্তি অবলম্ব করি। কলিতে শূদ্রের
 প্রায় হবে যুদ্ধে ডরি ॥ বৈশ্য কূটবাণিজ্য করিবে
 আচরণ। গব্যা লাক্ষ্য লবণ বেচিবে বিপ্রগণ ॥ তপ-
 স্ত্রির বেশ উপজীবী শূদ্র হবে। নিজে অধার্মিক কিন্তু
 অন্যে ধর্ম কবে ॥ নিজে শুদ্ধ মানি দ্বিজের তেজিবে
 আদর। আপনি হইবে দান প্রতিগ্রহ গর ॥ সেই
 ধনা কলিতে যাহার রবে ধন। ধনির আচার গুণ
 পূজিবেক জন ॥ ধর্ম ন্যায় ব্যবস্থাতে হেতুমাত্র বল।
 দাম্পত্যেতে অভিরূচি কারণ কেবল ॥ আশ্রমের
 চিহ্ন ব্যবহারমাত্র হবে। বিপ্রের বিপ্রতা শুদ্ধ যজ্ঞ
 সূত্রে রবে ॥ যে জন বাচাল বড় সে হবে পণ্ডিত।
 সেই সে হইবে সাধু দন্তে যে মণ্ডিত ॥ স্নানমাত্র

হইবেক অঙ্গপ্রসাধন । লাবণ্যে কেবল কেশ করি-
বে ধারণ ॥ দূরে বারি আনয়ন তীর্থ যাত্রা হবে ।
উদর ভরণমাত্রে স্বার্থ জ্ঞান রবে ॥ কুটুম্ব পালনমাত্র
ক্ষমতার সীমা । সন্তোষে কেবল ধার্ম্য ধনেতে গরি-
মা ॥ পতি জায়া-প্রীতিহেতু রতিনিপুনতা । বিত্ত-
ব্যয় বিহীনের ন্যায়ে দুর্বলতা ॥ পুরুষসকল হবে
রমণীর বশ । তাদিগে ভূষণদান মানিবে স্ন্যশঃ ॥
নির্ধন পতিরে ত্যাগ করিবে কামিনী । পরনিন্দা
রত লোক দিবস যামিনী ॥ অকারণে কলহ করিবে
বন্ধুসনে । কলিতে কাকিনী জন্যে মরিবে জীবনে ॥
পিতা মাতা সেবা সবে দূরেতে তেজিবে । সুরত
সম্বন্ধিগণ বান্ধব হইবে ॥ কলিতে তেজিবে দেব-
প্রতিমাপূজন । অতিথি শুভ্রাষা নাহি করিবেক জন ॥
গৃহে কুলটা হইবে কলিকলে । যার উপার্জনজী-
বী হইবে সকলে ॥ সুরত হইবে পরমার্থের সাধন ।
পাষণ্ডে করিবে বেদপথ বিনিন্দন ॥ পশু পিশাচের
সম করিবে আচার । স্বজাতি বিজাতি কিছু নারবে
বিচার ॥ তাহে রাজাগণ সব হবে মুচ্ছপ্রায় । গো-
বিপ্রদেবতাজোহী যারা সমুদায় ॥ ছলে বলে পরধন
করিবে হরণ । করপীড়া ভয়ে প্রজা প্রবেশিবে বন ॥
আহার বিহার বাস ভূষণ ভাষণ । মুচ্ছপ্রায় সকলে
করিবে আচরণ ॥ শুষ্ক তর্ক হেতুবাদে বেদবর্জ-
ছাড়ি । হইবে উৎপথগামী এই বর্ণ চারি ॥ এইরূপ

অধর্মের মজিবে সব দেশ । রোগ শোক অভিজবে
পাই বহু ক্লেশ ॥ কত না কহিব আর বিস্তার বর্ণন ।
লিখিতে কম্পিত যাহা এ শ্রীনারায়ণ ॥

অথ কলিনিগ্রহার্থ রাজার দিগ্বিজয়োদ্যম ।

পয়ার ।

এইকপ মুনিবাক্য শুনিতে২ । হইল দুর্জয় ক্রোধ
নৃপতির চিতে ॥ প্রভাততপন হেন যুগল নয়ন ।
দশনে সমন দংশে রতন ছদন ॥ ঙ্গকুটী ক্রান্তজে অঙ্গ
হইল কম্পিত । করেছে কার্ম্মুক লয়ে করেন লুম্বিত ।
কহিছেন ঋষিগণে ক্ষুরিত অধর । কহ কোথা আছে
এবে সে মূঢ় পামর ॥ কেমন আকৃতি তার কোন
স্থানে থাকে । পাইলে উচিত শাস্তি দিব আমি
তাকে ॥ ধিক২ ধিক মম থাকিতে জীবন । আমার
রাজ্যেতে কলি করে আক্রমণ ॥ বৃথা মোর পাণ্ডবের
কুলেতে জনম । বৃথা আমি ধরিয়াছি রাজন্যবিক্রম ॥
বদি আমি তারে দণ্ড করিতে না পারি । ধরাতে
কেমনে তবে হব দণ্ডধারী ॥ মুনিগণ কন নৃপ শুন
বিবরণ । প্রত্যক্ষেতে হওয়া তার তাহার দর্শন ॥
নৃপদেহ অবলম্ব করিয়া সে থাকে । কিন্তু কভু স্পর্শি-

তে না পারয়ে তোমাকে ॥ তুমি হও ধার্মিক সুশীল
শান্তমতি । তোমার শরীরে তার না হয় বসতি ॥
মহারাজ যদি তারে করিবে দমন । দিগ্বিজয় করি
নিজ স্থাপন শাসন ॥ যাহে কেহ অধর্ম্মেতে না করে
প্রবেশ । হেন অনুমতি দিয়া উদ্ধারহ দেশ ॥ ভাল
বলি ভূপতি ভাষেন ভৃত্যগণে । অদ্যই বাইব আমি
ছুকের দমনে ॥ সেনাগণে সাজিতে করহ অনুমতি ।
রথ সজ্জা করি শীঘ্র আনুক সারথি ॥ অশ্ব গজ
পদাতিপ্রভৃতি সৈন্যচয় । সম্বরে সাজক সবে বি-
লম্ব না সয় ॥ রাজআজ্ঞা পেয়ে দূত চলিল ধা-
ইয়া । সেনাপতিগণেরে সম্বাদ কহে গিয়া ॥ সার-
থিরে সাজিতে করিল অনুমতি । সাজায় স্যন্দন
সেহ সুশোভিত অতি ॥ রণভেরি বাজিল সাজিল
বীরগণ । নানা অস্ত্রে পূর্ণতৃণ করিল ধারণ ॥ কেহ
অশ্বে কেহ গজে কেহ পদব্রজে । যুদ্ধে যাত্রাকারী
সেনা গভীর গরজে ॥ এখানে নৃপতি নিজের করে
রণবেশ । কঠিন কবচ অঙ্গে করয়ে নিবেশ ॥ মস্তকে
মুকুট পরে শ্রবণে কুণ্ডল । প্রচণ্ড কোদণ্ড করে যেন
আখণ্ডল ॥ লইল শানিত শর নিশিত কুঠার । কোশ
আচ্ছাদিত অসি স্তমার্জিতধার ॥ পৃষ্ঠে তণ নতন
লইল চর্ম্ম করে । বাহাতে শত্রুর অস্ত্র নিবারণ করে ॥
নারায়ণ বর্ম্ম ধরে স্বহৃদয়দেশে । এ শ্রীনারায়ণ দ্বিজ
ভাষে রসাবেশে ॥

অথ রাজার দিগিজয়ে যাত্রা ।

বরু চতুস্পদী ।

রাজার অনুমতি, পাইয়া সেনাততি, সজ্জিত হয়ে
অতি, আইল সবে । সারথি সুশোভন, সাজায়ে সু
সান্দন, করিল আনয়ন, তখনি তবে ॥ অতীব সুনি-
শ্চল, তোজ্জতে সমুজ্জল, জিনিয়া স্বর্ণাচল, রথের
নিভা । বাহার কান্দিভর, ব্যাপিল দিগন্তর, নাশিল
মহন্তর, তিমির কিবা ॥ রতন মণিগণ, সারেতে সুগ-
ঠন, শোভিছে সূতোরণ, বাহাতে অতি । বিতান
মনোহর, শোভাতে নিরন্তর, প্রকাশে গৃহান্তর, কিরণ
ততি ॥ কনকে সুকলিত, মণিতে সুখচিত, পেতেছে
সুলালিত, আসন তায় । বাহার সুমাধুর্য্য, রচন সুচা-
তুর্য্য, রচিতে হেন ধূর্য্য, নাহিক প্রায় ॥ রথ উপরি-
ভাগে, মনের অনুরাগে, রঞ্জিত নানা রাগে, পতাকা
ততি । করেছে বিরচন, বাহার শোভাকণ, নিরখিয়া
নয়ন, না করে গতি ॥ কলস সন্নিধানে, শোভিছে সুবি-
ধানে, ধরিয়া সুনিশানে, কেশরী হয় । কনক বিরচিত,
হেরিলে হরে চিত্ত, বাহাতে অতিভীত, বিপক্ষে হয় ॥
রথেতে ঘণ্টাগণ, বাজিছে ঠনং, সমর সুভীষণ, বাদের
রব । বাহার বেগভরে, সমীরমান হরে, এমন অশ্ব-
তরে, যুড়েছে সব ॥ সজ্জিত সেই রথ, হেরিয়া

অভিমত, নৃপতি বিধিমত, আদর করি । পাইয়া শুভ-
ক্ষণ, তাহাতে আরোহণ, করিল সে রাজন, ধনুক
ধরি ॥ তখন সেনাসব, বিরোধিস্থ ভৈরব, করিয়া
ঘোর রব, সঙ্কেতে চলে । আগেতে অগণন, প্রমত্ত
করিগণ, করিতেছে গমন, স্বদলে দলে ॥ চড়িয়া
অশ্ববরে, মনের মোদতরে, চলিল থরে সেনানীগণ ।
রথেতে আরোহিয়া, কেহ বা সুখিহিয়া, চলিছে
সে ধাইয়া, কতেক জন ॥ সৈন্যের কোলাহল, ব্যাপিল
ধরাতল, তাহাতে অবিকল, বাজিছে ভেরি । পটহ
পরিকর, দামামা সুদগড়, বাজিছে ঘোরতর, সমর
টেরী ॥ সাহিনী সুসারঙ্গ, মৃদঙ্গ অনুবঙ্গ, পাইয়া সে
মোচঙ্গ, প্রভৃতি বাজে । যাহার নাদতরে, আবারি
দিগন্তরে, প্রলয় জলধরে, ফেলয়ে লাজে ॥ যেদিগে
নরপতি, লইয়া সেনাততি, করেন সমাগতি, বিজয়
আশে । সেদিগে নৃপগণ, ভয়তে নিমগন, দ্বিজ
শ্রীনারায়ণ, হরিষে ভাবে ॥

অথ কলির সহিত রাজার সাক্ষাৎ ।

পর্যায় ।

এই মতে চতুরঙ্গ বল সঙ্কে লয়ে । দিগ্বিজয়ে যান
রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে ॥ সপ্ত অক্ষৌহিনী সৈন্য

সঙ্কেতে ভাষার । দেবতা দানব বন্ধ রন্ধে চমৎকার ॥
 সৈন্য কোলাহলে ব্যাপ্ত দিগন্ত গগন । প্রলয়েকলোহ-
 মান সমুদ্র যেমন ॥ যেদিগে সসৈন্যে রাজা করেন
 প্রস্থান । সেদিগে সভয়ে সবে হয় কম্পবান ॥ রাজা-
 গণ ভীতমনে তেজিয়া তবন । শরণ লভয়ে লয়ে
 নানা উপায়ন ॥ ভূপতি স্মৃতি অতি সেনাব রাজনে ।
 স্বরূপে শাসন আজ্ঞা করেন আপনে ॥ প্রজাগণ
 যেন ধর্মপথ উপেক্ষণ । করিয়া উৎপথে কেহ না
 করে গমন ॥ আমার বচন সবে যতনে রাখিবে ।
 কখন কুপথ নাহি নয়নে দেখিবে ॥ এই হেতু হই-
 য়াছে মম আগমন । অন্যথা করিলে তারে করিব
 নিধন ॥ নৃপতির এই আজ্ঞা অবধান করি । লইল
 ভূপালগণ নিজ শিরে ধরি ॥ তদ্র-অশ্ব কেতুমাণ
 আদি বর্ষগণে । ক্রমশঃ প্রবেশ করে নিজ সৈন্য
 সনে ॥ সেনাব দেশেতে যত ছিল রাজাগণ । পূর্ষ-
 মতে সকলোরে করিল শাসন ॥ তথা তথা নিজ
 পূর্ষ বংশের চরিত । শুনিয়া নৃপতি বহু হৈল আন-
 ন্দিত ॥ কৃষ্ণ-অনুকম্পা নিজ পিতামহগণে । আপ-
 নারে গর্বে কৃষ্ণ রাখিলা যেমনে ॥ সেনাব সম্রাট
 শুনি নৃপতিপ্রধান । বসন ভূষণে সবে করিলা
 সন্মান ॥ ক্রমেতে ভারতবর্ষ আগমন করি । স্থাপিল
 শাসন বহু দুইপ্রাণ হরি ॥ অক বন্ধ কলিকপ্রভৃতি
 দেশগণ । কর করি কুরুক্ষেত্রে করিল গমন ॥

স্বরস্বতী নদী পূর্ববাহিনী বথায় । পাণ্ডুকুলচূড়া-
 মণি উত্তরে তথায় ॥ 'দেখেন আশ্চর্য্য এক সেখানে
 নৃপতি । গাবীকপ ধারণ করেছে বসুমতী ॥ বৃষকপী
 ধর্ম্ম পাদত্রেয়েতে আঁহিত । এক পদে ধরাপাশে হয়ে
 সমাগত ॥ দেখেন তাহারে অতি বিবলবদনা ।
 বৎসহারা গাবীমত পূর্ণাক্রন্দননা ॥ জিজ্ঞাসা করেন
 ধর্ম্ম বৃষকপধারী । কিহেতু মা তব নেত্রে বহে উষ্ণ
 বারি ॥ কি তব হয়েছে বল অন্তরে বেদনা । হয়েছে
 গো কেন এত মলিনবদনা ॥ কি নিমিত্ত শোক তব
 হয়েছে উদয় । জিজ্ঞাসি তোমারে তাহা বল
 সমুদয় ॥ আমারে দেখিয়া কি মা পাদত্রেয়হীন ।
 তোমার স্বরূপ এত হয়েছে মলিন ॥ কিহা বৃষ-
 লেতে ভোগ করিবে তোমারে । এহেতু রোদন
 করিতেছ বারে ॥ অথবা অযজ্ঞভাগ-প্রাপ্ত দেব
 দলে । ভাবিয়া তোমার বক্ষঃ ভাসে নেত্রজলে ॥
 কলিতে হইবে শূদ্র-ভোগ্য বেদধ্বনি । এলাগি
 ক্রন্দন নাকি কর গো জননি ॥ কিহা অধর্মেতে রত
 হবে জীবলোক । তাহার কারণে তব হইরাছে শোক ॥
 কহ গাতা কিবা তব ব্যাধির নিদান । যাহা নিরুখিয়া
 মমবিদরিছে প্রাণ ॥ ধরণী কহেন ধর্ম্ম জানহ সকলি ।
 তব পদত্রেয় তগ্ন করিল যে কলি ॥ যার আগমনে
 হরি নৃলোক তেজিয়া । স্বলোকে গেলেন মোরে
 অনাথা করিয়া ॥ অলৌকিক গুণগণ যার সমুদয় ।

তাহার বিরহ বল কিসে সহ্য হয় ॥ ভারতে হইলে
অন্ত ক্লেশপ্রতাকর । আগত হইল কলি নিশা ঘোর-
তর ॥ গাৰী বুধ দৌহে করে আলাপ একপ । হেন-
কালে তথা উপস্থিত কলিভূপ ॥ নৃপ বেশধারী শূদ্র
মহাদণ্ড করে । ধৰ্ম্মধরে প্রহার করে আসি দেগ
তরে ॥ পদাঘাতে ধরণীয়ে করিল কাতরা । ভয়ে
অপমানে সশঙ্কিত ধৰ্ম্ম ধরা ॥ এ শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ
দ্বিজ কর । হইবে কলির শাস্তি তেজ মনে ভয় ॥

অথ রাজাকতৃক কলির নিগ্রহ ।

দূরে থাকি দৃষ্টি করিলেন নররায় । নৃপ বেশ-
ধারী এক জন শূদ্রপ্রায় ॥ দণ্ডিতে দণ্ডিছে বুধকপী
ধৰ্ম্মপ্রতি । পদাঘাতে পৃথিবীর করিছে ভুগতি ॥
ক্রোধেতে কম্পিত তাহে নৃপ কলেবর । আরোপণ
করিয়া কান্দুকে তীক্ষ্ণ শর ॥ রথে থাকি জিজ্ঞাসা
করেন কলিরাজে । কেরে দুৰ্জয়মতি তুই মম রাজ্য
মাঝে ॥ ধরিয়া নৃপের বেশ করিম্ কুনীতি । ভাবে
নীচ বোধ হয় হেরি তোঙ্গ রীতি ॥ ওরে মুঢ়মতি অতি
পামর স্বভাব । গোমিথুনপ্রতি দণ্ড করা একি ভাব ॥
ক্লেশসহ গাণ্ডীবী তেজেছে ধরাতল । তাই বুঝি
হইয়াছে এত তোর বল ॥ ওহে বুধ কেন তবপ্রতি

এ অধম । ক্রুদ্ধ হয়ে করিতেছে দণ্ড সুবিধম ॥
 পাদতরু ভগ্ন করিয়াছে দণ্ডাঘাতে । কে বটে এ
 দুঃখ বল আমার সাক্ষাতে ॥ আকার প্রকারআদি
 যে দেখি তোমার । তাহাতে দেবতা বোধ হইছে
 আমার ॥ গাবি তুমি পরিত্যাগ কর মনে ভয় ।
 রোদন না কর আর তেজহ সংশয় ॥ আমি খল
 সকলের প্রতি শাস্তি দিতে । ধরেছি কার্মুক এই
 দেখহ অঙ্কিতে ॥ কহ রূষ এই কি ভাঙ্গিল তব
 পদ । অন্যে বা করিল হেন তোমার বিপদ ॥
 পাণ্ডুকুল-কীর্ত্তিহারী এই বাবহার । কহ কে করিল
 করি দমন তাহার ॥ ধর্ম কন মহারাজ পাণ্ডুর
 নন্দন । যোগ্য বটে নিজ কুলোচিত এবচন ॥ এত
 গুণ তোমাদের যদি নাহি রবে । তবে ক্লেশ তোমা-
 দের বশ কেন হবে ॥ কি জনোতে ক্লেশভাগী হয়
 প্রজাগণ । মহারাজ নাহি জানি আমি সে কেমন ॥
 কেবা দুঃখ দেয় জীবের কিসের কারণে । বাক্যভেদ
 মোহে বোধ নাহি হয় মনে ॥ কেহ বলে নিজে নিজ
 দুঃখহেতু হয় । দুঃখের কারণ দৈব অপরেতে কয় ॥
 কেহ কহে কহে দুঃখের কারণ । দেহের স্বভাব
 ইহা বলে অন্য জন ॥ কেহ বলে অপ্রতর্ক্য ঈশ্বর-
 হইতে । সুখ দুঃখ পায় জীব এই পৃথিবীতে ॥
 নৃপবর তুমি নিজে সুবুদ্ধিআলয় । বিবেচিয়া দেখ
 মনে বাহা সত্য হয় ॥ রূষবাক্য শুনিয়া কহেন নৃপ-

মণি । জামিনাম - মিজে ধর্ম রটহ আপনি ॥ অধা-
 শ্মিকরুত কর্ম যে করে কীর্তন । সেই তার মত হয়
 অধর্মভাজন ॥ এই লাগি তুমি নাহি কহিছ বিশেষ ।
 পাছে স্পর্শ হবে দেহে অধর্মের লেশ ॥ তপস্যা
 শুচিতা দয়। সত্য এই চারি । ধর্মের চরণ হয় দে-
 খেছি বিচারি ॥ তাহাতে অধর্ম অংশে গেছে পদ
 ত্রয় । অবশিষ্ট পদ এই যাহা দুষ্ট হয় ॥ তাহাও
 সংপ্রতি নাশ করিবারে কলি । উপস্থিত হইয়াছে
 দেখিলু সকলি ॥ এই আমি তার দণ্ড করিব এখন ।
 ভয় তেজ ধরা ধর্ম না কর রোদন ॥ এত কহি
 কোপেতে কম্পিত নরপতি । রথহেতে নামি-
 লেন অতি শীঘ্রগতি ॥ স্তূপর্ণ যেমন সর্প ধরিবারে
 যায় । কানন দহিতে দাবানল যেন যায় ॥ লক্ষ
 দিয়া কলিকেশে করি আকর্ষণ । শানিত স্তূধার
 খড়্গ করিল ধারণ ॥ নৃপতির ক্রোধ দেখি ভয়েতে
 বিহ্বল । করযুগে ধরে কলি নৃপপদতল ॥ বলে
 মহারাজ রক্ষা কর এই জনে । শরণ নিলাম রাজা
 তোমার চরণে ॥ হাঁসিয়া কহেন অভিমন্যুর নন্দন ।
 তোমারে শরণ দেওয়া অযোগ্য করণ ॥ তথাপি
 পাণ্ডবকুলে আছে এই রীত । পাদানত জন বধ্য
 নহে কদাচিত ॥ অতএব না বধিব তোমার জীবন ।
 মম অধিকার তেজি কর পলায়ন ॥ কলি কহে কর-
 পুট করি মহাশয় । তব অধিকার সব ভুমণ্ডল হয় ॥

তবে বল কোথা আমি করিব নিবাস । রূপা করি
সেই স্থান করহ প্রকাশ ॥ নৃপ কহে ওহে কলি কর
অবধান । কহি আমি এবে তব নিবাসের স্থান ॥
দ্যুত ক্রীড়া সুরা পান-রমণী মণ্ডল । অপর অবৈধ
প্রাণিহিংসার দে স্থল ॥ এই স্থান চতুষ্টয় করি
অতিক্রম । যদি অধিকার তুমি করিবে অধম ॥
তবে তব তখনি করিব প্রতিকার । শরণ আগত
বলি না মানিব আর ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া কলি নৃপে
প্রণমিয়া । চলিল আপন স্থান দ্ব্যধিত হইয়া ॥
কলির নিগ্রহ করি রাজা পরীক্ষিত । গেলেন হস্তিনা-
পুরে হয়ে হরষিত ॥ কিছু কাল স্বধর্ম্মেতে রাজা
অধিকার । শাসন করিয়া নৃপ নীতির আধার ॥ পরে
বিপ্রঅভিশাপ ব্যাজে নরপতি । জনমেজয়েরে রাজ্য
দিয়া শুদ্ধমতি ॥ সুরধুনীতীরে করি প্রায়োপ-
বেশন । শুকনুখে ভাগবত করিয়া শ্রবণ ॥ তেজি-
য়া আপন তনু তক্ষকদংশনৈ । শেষেতে গেলেন
রাজা বৈকুণ্ঠধবনে ॥ ভূদেব শ্রীনারায়ণ চউরাজ
কয় । কৃষ্ণভক্তগণের একপ পরিচয় ॥

অথ কলির অনুতাপ ও অধর্মের

সহিত প্রথম মন্ত্রণা।

পয়ার।

এখানেতে কলিরাজ পেয়ে পরাভব। হুঃখিত
হইল চিন্তমাঝে অসম্ভব ॥ অনুতাপ করি কহে কি
হইল আমার। কিকপে পাইবে রক্ষা মম অধিকার ॥
বিধি মোরে প্রতিকূল হইল কি করি। কেমনে
ভারতে আর অধিকার খরি ॥ নৃপতি যে দিল মোরে
স্থান চতুর্কর। তাহাতে কিকপে অধিকার সিদ্ধ
হয় ॥ অন্তরে যে বীজসব আছিল রোপণ। বিশুদ্ধ
করিল তাহা তুর্দৈব ভগন ॥ এইরূপ ভাবি কলি
নিজমনে। অধর্ম মন্ত্রিরে কান্দি কহেন গোপনে ॥
হায় কি হইল মম ওহে মন্ত্রিবর। অধিকার গেল
এই অবনীতিতর ॥ কিকপে কেমনে কোথা করিব
নিবাস। বিধাতা করিল মোরে কলেতে নিরাশ ॥
আজি নৃপ পরীক্ষিৎ পাণ্ডুকুলধর। আমায় না দিল
স্থান অবনীতিতর ॥ যে দেখি তাঁহার ক্রোধ কাল-
নল প্রায়। প্রাণেতে পেয়েছি ভ্রাণ খরিমাত্র পায় ॥
দয়া করি এই স্থান দিগ দণ্ডধারী। দ্যুত মদ্য পর
দারা হিংসা এই চারি ॥ তাহাও সম্মীর্ণ হয় এমহী-
নগলে। কই এই সব সেবা করে সভ্য দলে ॥ বেদ-

রূপ ভয়ানক শত্রু যে আমার। করিতে না দিবে সে কা-
 রেও সে আচার ॥ কর্ণে কহিয়া বেড়ায় সে ভবনে ।
 হিংসা মদ্য পরদার তেজ সবজনে ॥ তবে কিপ্র-
 কারে বল কোথায় রহিব । কেমনে ভুবনে অধিকার
 প্রকাশিব ॥ মন্ত্রী কহে মহারাজ চিন্ত কি কারণ ।
 হইবে তব বাসনা পূরণ ॥ কাম ক্রোধ আদি সৈন্য
 সহায় থাকিতে । শত্রুগণে কি তোমার পারিবে
 করিতে ॥ যখন বসন্ত সঞ্জে লয়ে পঞ্চশর । সাজিবে
 সংগ্রামে তবে রবে কে অপর ॥ তার কুলশর বরি-
 যণের বৈতবে । জপ যজ্ঞ সমাধি সাধন কোথা
 রবে ॥ অবশ্য হইবে সবে পরনারীরত । মহা-
 রাজ কেন হুও চিন্তায় নিবৃত্ত ॥ ক্রোধ যদি দ্বেষ
 দত্ত সৈন্যসঞ্জে সাজে । হিংসা তার পাদানত হবে
 কাষে ॥ লোভ যদি অনুকূল রাগ আদিসনে ।
 সাজিয়া সমরে যাত্রা করয়ে ভুবনে ॥ তবে কি
 বারুণীপান না করিবে লোক । তেজ মহারাজ
 হৃদয়ের শোক ॥ জানি আমি মোহ যেন পরাক্রম
 ধরে । তাহে দ্যুতপ্রিয় নাহি হবে কোন নরে ॥
 কলি কহে মন্ত্রী যে কহিলে সমুদয় । সে সব আমার
 ভাল বোধ নাহি হয় ॥ দোষদৃষ্টি মন্ত্রিসহ বিবেক
 থাকিতে । কামের বিক্রম কভু নারে প্রকাশিতে ॥
 ক্ষান্তিরূপ আছে যেই শত্রু ভয়ঙ্কর । যাইতে কি
 পারে ক্রোধ তাহার গৌচর ॥ সন্তোষ স্বভার্য্যা

ভূপ্তিসহিত থাকিতে । লোভের বিক্রম কিছু না
 পারে করিতে ॥ জ্ঞান আশ্রয়ের হর শক ঘোরতর ।
 মোহ কি করিতে পারে তাহার উপর ॥ তবে না
 হইল মোর অধিকার করা । ইহা বলি নেত্রজলে
 ভাসাইছে বরা ॥ মন্ত্রী কহে কলিরাজ তেজহ
 বিষাদ । দৈব বিনা দূর নাহি হয় অবসাদ ॥ দে-
 বের পরম দেব হরেন মক্বেশ । তাঁর উপাসনা কর
 বিনাশিবে ক্লেশ ॥ আশুতোষ হন শিব তাঁর সেবা
 করি । অনেকে পেরেছে সিদ্ধি ভুবন তিতরি ॥
 অতএব কব তুমি শিবের সেবন । অবশ্য তোমার
 আশা হইবে পূরণ ॥ ইহা বিনা উপায় না দেখি
 কিছু আর । যাহাতে বিপুল হয় তব অধিকার ॥
 কলি কহে ভাল পরামর্শ এই হয় । আছুয়ে আগার
 মনে ইহাই নিশ্চয় ॥ তাহার বিলম্ব আর আমি না
 করিব । অদ্যই তপস্যাহেতু কাননে যাইব ॥ তোমা
 নবে বিধিগতে করিবে যতন । যাহে ধর্মপথে কেহ
 না করে গমন ॥ এতেক কহিয়া কলি করিল প্রস্থান ।
 কহিছে শ্রীনারায়ণ ভাল এবিধান ॥

অথ মহাদেবের তপস্যার্থ কলির হিমালয় যাত্রা ।

তপসী

এইরূপ কলিরাজ, স্থির করি হৃদিমাক, মহাদেব
উপাসকবেশে । তেজি গৃহ পরিবার, বৈরাগ্য করিয়া
সার, চলিতেছে উত্তর প্রদেশে ॥ পুরণাম ব্রজা-
কর, নন্দনদী সরোবর, নানা দেশ করি অতিক্রম ।
ব্যাগ্ন গণ্ড পিরিত্রাজে, নিবিড় অরণ্যমাঝে, ভ্রমণ
করিল তেজি ভ্রম ॥ মান তাম্রাঙ্গি তরু, লতাতে
আবৃত গুরু, অন্ধারময় সব দেশ । ভয়ানক জল-
গণ, সিংহ ব্যাঘ্র অগণন, ঘোর রব করে সবিশেষ ॥
পশুপক্ষি পতঙ্গম, ভীমরূপ ভুজঙ্গম, ভ্রমণ করিতে
বনমাঝে । নেমবার ভয়াবেশে, দ্বিপদ নাহি প্রবে-
শে, নির্জনে সে বন কায়ে ॥ ছেন সব দিবি বন,
ক্রমে করি উপেক্ষণ, কলিরাজ করিল গমন । হিমা-
লয় সুম্নিনটে, অমরতটিনীতটে, উপনীত হইল
তখন ॥ কিবা সেই হিমাচল, বর্ণনে বর্ণ বিকল,
অটিল সৌন্দর্য্য যাহার । কর্পূরের রাশি প্রায়, বাদ
কাস্তি দেখা যায়, হায় শোভা কি বর্ণিব তার ॥ নানা
তরু লতাজাল, ব্যাগ্ন অতি সুবিশাল, আছে তাহে
কত শৃঙ্গগণ । মৃগ খগ পতঙ্গম, না তেজে যার

সঙ্কম, হেন শোভাময় সুরঙ্গম ॥ প্রফুল্লিত পুষ্পবন,
 পরিশ্রী সমীরণ, ভ্রমণ করিছে দিগন্তরে । যাহার
 সৌগন্ধিলবে, মুগ্ধ হয়ে আলসবে, গুঞ্জর স্বরে গান
 করে ॥ প্রমত্ত কোকিলগণ, করে কল কল স্বন,
 শিশী শাশিশাখাতে নাচয় ! নানা মণিখণ্ড তায়,
 তেজেতে প্রকাশ গায়, হেরে মনোমুগ্ধ কার নয় ॥
 তাহে করি কোলাহল, বহে সুরধুনীজল, কলরব
 করে জলচরে । সুরমিহুবধুগণ, তাহে স্নানাবগা-
 হন, সকলে করিছে মোদতরে ॥ কলিরাজ সেপকত,
 নিকটেতে গিবিমত স্নান কারি সুররদেহলে । পবি
 ত্যপসেন বেশ, দিগন্ত চাঁচর বেশ, বনি হিমগিরি
 শিলাতলে ॥ আপন ইন্দ্রিয়গণ, ভ্রমে করি আহরণ,
 বিদম কুবির হইতে । আসবাস্ত্র রোধ করি, জনয়ে
 সমাপি পরি, নিরবধি রহে শুদ্ধ চিতে ॥ অহোর
 বিহার ভোগ, নিদ্রালস্য যোগাযোগ, তেজে যোগ
 পরিয়। সকল । অনিমেদ চুনয়ন, নাহি অন্য আ-
 লোচন, তরু শৈল সমান অচল ॥ এইরূপে কত-
 কাল, তেজিয়া বিবর জাল, ভবে ভাবে ভাবের সহিত ।
 কড়ু ~~কড়ু~~ ভাসে ধ্যান, করে স্তুতি সুবিধান, এলীনা-
 রায়ণ সুবিদিত ॥

অথ কলিকুত মহাদেবের স্তব

চোড়ক

জয় শঙ্কর শম্ভু শশাঙ্কধর । ত্রিপুরাস্তক ত্রাফ-
ত্রিশূলকর ॥ পরমেশ্বর পাপ প্রণাশন হে । মদনা-
স্তক মস্ত্র প্রকাশন হে ॥ ভবশীলনশ্রান্তি বিনাশ তরো ॥
স্বর দানব মানব সিদ্ধগুরো ॥ মুনিমানস সারস
হংসবর । করুণা কর হে হর হৃৎ হর ॥ নিজ ভক্ত
স্বরক্ষণ দক্ষ বিভো । সুরপক্ষ বিপক্ষ পরোক্ষ প্রভো ॥
ভব ঐতব কৈতব কারি জনে । ভব ভ্রান্ত অশান্ত জনে
কি জানে ॥ নাহে মোহে অপোহে দোহান্তবাণী ।
কে কবে হে তবে বগ অন্য প্রাণী ॥ সুবিশুদ্ধ শব্দট
সিক্তনীরে । পড়িয়ে কাতরে ডাকি হে তোমারে ॥
কোথা হে রক্তচালশৃঙ্গমণে । পরিপালয় নাথ
এদীনজনে ॥ বিষয়চ্যুত লাগ্নাত আমি এবে । হের
হে হর নেত্রকটাক্ষ সবে ॥ তব অমৃত নেত্রকৃপা
বিহনে । পরমাপদ ঘাত হনে কেমনে ॥ শ্রীনারা-
য়ণ চটু বিভূত বলে । কর ভক্তি বিভক্তি স্বপাদ
তলে ॥

অথ মহাদেবের নিকট কলির

বরপ্রার্থি ।

পদ্য ।

একপ কলির তপস্কৃতির প্রভাবে । আশ্রতোষ
 আশ্র ভুক্ত হইয়া সে ভাবে ॥ নন্দিরূপ উপরিভে
 করি আরোহণ । দেব প্রদেব তারে দিলা দরশন ॥
 রক্ত শিখরিধার প্রকাণ্ড শরীর । বিভূতি ভূষণ
 তাহে শিরে গজানার ॥ অঙ্গশরী শোভে ভালে
 শরণে কুণ্ডল । পঙ্ক বস্ত্র ত্রিনয়ন পরম উজ্জল ॥
 ত্রিশূল উন্নত করে নিগম বসন । ব্যাল বজ্রহস্তে
 দেক অতি সুশোভন ॥ চুলং চন্দ্রন সমাধিআ-
 নেশে । বিকীর্ণ বিপুল জটাজুট বক্ষ দেশে ॥ জলদ
 গজীর দরে কন কলিপ্রতি । নয়ন মীলন কর তেজ
 দ্ব্যংগ ততি ॥ জানি আমি তব তপসারে বিবরণ ।
 ভয় নাই মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ ॥ পরীক্ষিৎ দিল
 তোমাপ্রতি যেই স্থান । তাহা হইতেই তব
 হইবে কল্যাণ ॥ বিষ্ণুঅনুমতি মোরে আছে পূর্বা-
 বধি । বেদবাহু আগম রচিতে নিরবধি ॥ তব অধিকার-
 কালে তাহা প্রকাশিবে । তাহে বেদ পথ অনায়াসে
 বিনাশিবে ॥ আপনিও বিষ্ণু করিবারে দেবহিত । বুদ্ধ-
 রূপে অবতীর্ণ হবেন তুরিত ॥ ইতিপূর্বে দেবগণ

জীৱোদেতে গিয়া । জানাইল নারায়ণে বিনয়
করিয়া ॥ ওহে ত্ৰিভুবন প্রতিপালক মুরারি ।
স্বতন্ত্র বৎসল ভবভ্রান্তি ধিনিবারি ॥ নানা ভয়-
হেতে হরি আশ্রয়াকাশে । রক্ষা করিবাছ মানা
মতে বায়ে ॥ সংপ্রতি অস্বরভাব-প্রাপ্ত প্রজা-
গণ । বেদ বিধিমেতে করে তপ আচরণ ॥ যদি তাহা
সেই সব তপসার ফলে । জনম লভয়ে আমি
নানবের দলে ॥ তবে সে সবারনাশ করা স্কন্ধিন ।
ধনুৰ্বত মোক বধ্য নহে চিরদিন ॥ এখন তাহদের
যদি হয় ধনুনাশ । আপনি সে ফলে তাহা পাইবে
দিনাশ ॥ অতএব আগাসবে রূপা প্রকাশিয়া । যে
হয় উচিত কর মনে বিবেচিয়া ॥ শুনি নারায়ণ
কহিলেন দেবগণে । ভয় মাঠ তোমাসনে বাও
নিকেতনে ॥ ভারত মণ্ডলে আমি মগধপ্রদেশে ।
একাংশেতে প্রকাশ পাইব বুদ্ধবেশে ॥ নাস্তিকের
মত তাহে করিয়া প্রচার । বিনাশ করিব বেদনিষ্ঠা
স্বাকার ॥ এত শুনি দেবগণ তাঁরে প্রণমিয়া ।
আপনং গৃহে রহিলেন গিয়া ॥ সেই বুদ্ধ অবতার-
কাল উপস্থিত । তাহাতেও হইবে তোমার বহু
ফলিত ॥ পরে আমি কল্কিত আগম প্রকাশন ।
করিয়া করিব তব শুভ আচরণ ॥ তব অধিকারকালে
বিষ্ণুভগবান্ । প্রতিমাকপেতে বর্ষ অযুত প্রমাণ ॥
থাকিয়া ভূমিতে পরে অন্যদেবসনে । পৃথিবী

ভেজিয়া স্বর্গে যাবেন আপনে ॥ তুমি তাহে সাহায্য
 করিবা আচরণ । যাহে এককালে সিদ্ধ হয় সে
 করণ ॥ বিষ্ণুস্থিতি সময়ের অর্ধেক ব্যাপিয়া । থাকি
 বিষ্ণুপদী যাবে ভারত ভেজিয়া ॥ তদর্জ সমস্রমাত্র
 গ্রাম্য দেবগণ । পৃথিবীতে রহি পরে করিবে গমন ॥
 বিষ্ণু ববে ভেজিবেন অবনীমণ্ডল । তখন পাষণ্ড
 ধম্মা হইবে প্রবল ॥ তাহে তুমি অনায়াসে কৃত
 কাষ্য হবে । চিন্তা তেজ কলি ভব দুঃখ নাহি হবে ॥
 অন্য এক উপদেশ শুনিহ শ্রবণে । আখ্যাবর্তে তুমি
 না রহিবে এইক্ষেণে ॥ এইদেশ হয় বহু ধর্ম্মিক
 সেবিত । এখানে রহিলে শীঘ্র না হইবে হিত ॥
 এলাপি ভারতপূর্ব-দক্ষিণ প্রদেশে । গমন করহ
 তুমি মম উপদেশে ॥ তথা আভিমত স্থানে আপনার
 নাম । প্রকাশিয়া বিনির্মাণ কর এক ধাম ॥ সেই
 স্থানে তুমিহ করিয় অবাধিতি । যেনপন প্রকাশিবে
 রীতি নীতি ॥ সেই অনুসারে অন্য প্রদেশীয় জন ।
 অবশ্যই করিবে ক্রমেতে আচরণ ॥ এইরূপ কলি
 প্রতি করি আশ্বাসন । মহাদেব তখনি হইলো অদ-
 র্শন ॥ তাহে আনন্দিত অতি কলিযুগরাজ । পুনরপি
 আইলেন ভারত সমাজ ॥ এহেতু শ্রীনারায়ণ চট্ট-
 রাক্ত কহে । দৈব বল তুল্য অন্য বল কিছু নহে ॥

অথ শ্রীবিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের বিবরণ ।

পয়ার :

এবে বন্ধুগণ লহি করহ শ্রবণ , যেনপ্রকারে বুদ্ধ-
রূপী হৈলা নারায়ণ ॥ বর্ষারণ্য নামে পূর খাত
গয়াদেশে । তাহে বিনহস্ত কলিবর্ষ অবশে-
ষে ॥ অঞ্জননন্দিনী নারাদেবীর অঠরে । শুক্লো-
দন পূত্ররূপে ভারত ভিতরে ॥ পিতৃমাতৃ নম্রত
গৌতম নাম ধরি । অবশীতে অবতীর্ণ হইলা শ্রীহরি ॥
বিবস্ত্র নগ্নিত কেশ শিখিপুচ্ছ করে । নন্দাদা নন্দীর
তটে প্রদেশ শুভ্ররে ॥ উপনীত হৈলা যথা অশ্ব-
রিক জন । মহাযত্নে করিতেছে তপ আচরণ ॥ তা-
সবারে সম্ভাবি কহেন ভগবান ! কি কর হো-
মরা সব কহ সে বিধান ॥ কোন্ অভিমানে
কর গৃহুস্তর কৰ্ম ! ইহ কিন্না পরলোক বাঞ্ছা
তব মৰ্ম্ম ॥ কি ফল পাইবে সব এই তপ-
স্যার । মোরে বিবরিয়া তাহা কহ সমুদায় ॥ শ্রুতি
সে সকলে কহে গৌতমের প্রতি । পরলোকবাসী
নোরা হই মহামতি ॥ কি তব দ্বিজাস্য বল আছে এ
বিষয়ে । হাঁসিয়া কহেন হরি তাসবে প্রণয়ে ॥ যদি
পরলোক বাঞ্ছা আছে সবাকার ॥ তবে কেন মিছা
ক্লেশ পাও অনিবার ॥ বেদ মোহে ভুলি কেন

হারাও ছুকুল । ভ্রাম্ভি তেজি সত্যধর্মে হও অনু-
 কুল ॥ আমি তোমাসবে বাহা করি উপদেশ ।
 গ্রহণ করিলে তাহা বিনাশিবে ক্লেশ ॥ এই মহা-
 ধর্ম হয় সকলের সার । ইহাতে অর্হতা আছে
 তোমা সবাকার ॥ ইহা কহি অর্হত বলিয়া তাঁর
 প্যাতি । ইহল জগতে যাছে মুক্ত দৈত্য ছাতি ॥
 বিষ্ণুনারা প্রভাবেতে সেই দৈত্যগণ । অন্ধা করি
 তাঁর বাকা করিল গ্রহণ ॥ তবে কহিছেন সে সবারে
 ভগবান । শুনহ পরম ধর্ম হয়ে সাবধান ॥ জীব-
 জীব আশ্রয় সম্বর ও নির্জর । বন্ধ মোক্ষ এই সপ্ত
 পদার্থ প্রবর ॥ এই সংসারেতে হয় যে কোন ঘটন ।
 তাহাতে জীবাদি সপ্ত পদার্থ কারণ ॥ জীব বলি
 তারে যে জ্ঞানাদি গুণবান । সাবয়ব অহমর্থ কার
 পরিমাণ ॥ অজীব তাহার ভোগ্য সামগ্রী সকল ।
 আসুব ইন্দ্রিয়গণ জানিবে কেবল ॥ বাহাতে আরত
 করে বিবেকাদি ধর্ম । অবিবেকপ্রভৃতি সম্বর শব্দ
 মর্ম ॥ কামক্রোধপ্রভৃতিরে কহিয়ে নির্জর । বন্ধ
 মোক্ষ বিবরণ শুন অতঃপর ॥ পাপপুণ্য হেতু জন্ম
 মরণ প্রবাহ । বন্ধশব্দে এই অর্থ হয় সুনির্বাছ ॥
 যারে পাপ কহি তাহা করহ শ্রবণ । যাতে হয়
 জ্ঞানবীৰ্য্য সুখ বিনাশন ॥ একপ যে কোন কর্ম
 তারে পাপ কয় । জ্ঞানাদি প্রকাশে যাতে সেই
 পুণ্য হয় ॥ পাপপুণ্যে ঘটে জন্ম মরণ প্রবৃত্তি । তার

নিবারণমাত্র মোক্ষ-শব্দ-বৃত্তি ॥ চতুর্বিধ পরমাণু
 সৃষ্টির কারণ । কালে তার যোগাযোগে জন্মে কা-
 র্যগণ ॥ দিককাল আকাশ এসব নিত্য হয় । যে
 সবার আনুকুল্যে জন্মে বিশ্বচয় ॥ এককালে এক
 দ্রব্যে নানা বাপদেশ । সিক্তিহেতু হয় সপ্তভঙ্গী
 উপদেশ ॥ এইরূপে বহু বিধমতের প্রচার । করিয়া
 করিলা ধর্ম্য ভ্রষ্ট সে সবার ॥ তবে তথাহেতে হরি
 করিয়া প্রস্থান । করায় অরুণ বস্ত্র কৈলা পরিধান ॥
 নয়নে অঙ্গন লরে করেন ভ্রমণ । উপনীত হৈলা
 যথা অন্য দৈত্যগণ ॥ তথায় তাহার বেদবিধি
 অভিন্নত । অন্ধান্নিত হয়ে যজ্ঞাদি করে কত ॥
 সে সবারে সম্ভাষা করিয়া কন হরি । কেন সবে ক্লেশ
 পাও অধর্ম্ম আচরি ॥ মিছামিছি কেন পশুগণে
 হিংসা কর । নিজ হিত চাহ যদি মম বাক্য পর ॥
 তোমা-সবে দেখিতেছ যেই বিশ্বচয় । যথার্থতঃ
 শূন্যমাত্র ইহা সমুদয় ॥ ভ্রান্তিক্রান হেতু সব হয়েছ
 কল্পিত । স্বপ্ন বেন নিরাধারে হয় প্রকাশিত ॥
 অবিদ্যা কেবল হয় তাহার কারণ । এইরূপ বোধ
 কর সবে প্রতিক্ষণ ॥ ইহা বলি বুদ্ধনামে তথা ভগ-
 বান । প্রকাশিলা হয়ে সর্ব্ব মোহের নিদান ॥ ছেন
 মতে সে সবারে ধর্ম্মচ্যুত করি । স্থানান্তরে পুনঃ
 উপনীত হন হরি ॥ তথা পূর্ব্বমত ত্রিয়ানিষ্ঠ দৈ-
 ত্যগণে । সম্ভাষা করিয়া কন মধুর বচনে ॥ ওহে

দৈত্যগণ সব কিবা ধর্ম কর। অনর্থক কেন ভ্রান্তি-
 কাননে বিহর ॥ পশুহিংসা করিলে যে পুণ্য লাভ
 হয়। হেন অপলাপ বাক্য পাগলেতে কয় ॥ যজ্ঞেতে
 বিনষ্ট পশু স্বর্গ যদি পায়। তবে কেন লোকে
 নাহি বধে স্থপিতায় ॥ পিতৃস্বর্গ লাগি লোক নানা
 যত্ন করে। যজ্ঞে নাহি বধি তাঁরে মিছা যারে মরে ॥
 তোমাসবে বল ইন্দ্র বহু যজ্ঞ কলে। রাজহু পাইল
 স্বর্গে অমরমণ্ডলে ॥ যদি সত্য হয় ইহা তবে কি প্র-
 কারে। শুষ্ক কাষ্ঠ ঘূতে তার তৃপ্তি হইতে পারে ॥ পুণ্য-
 দেহ পেয়ে যার ঈদৃশ ভোজন। পশুসঙ্গে আছে
 তার কিবা বিলকণ ॥ কর্ত্তা-ক্রিয়া-দ্রব্য-নাশে যদি
 স্বর্গ হয়। তবে দন্ধরূক্ষে কেন নহে ফলোদয় ॥
 আন্ধ যদি হয় মৃত-পিতৃ-তৃপ্তি-কর। তবে কেন
 প্রবাসেতে দুঃখ পায় নর ॥ গৃহে থাকি পুত্র আন্ধ
 করিলে তাহার। অবশ্য হইতে পারে ক্ষুধার নি-
 স্তার ॥ আন্ধে যদি মৃত মানবের তৃপ্তি হয়। তৈল
 দানে মৃতদীপ দীপ্ত কেন নয় ॥ অগ্নিহোত্র বেদত্রয়
 ত্রিদণ্ড ধারণ। বুদ্ধি শক্তি বিহীনের জীবিকাধারণ ॥
 অতএব এইরূপ তেজি ভ্রম জাল। মম বাক্য শুন
 যদি স্মৃথে যাবে কাল। পরোক্ষ ঈশ্বর আছে জগত
 কারণ। কেন মিছামিছি ইহা কর সম্ভাবন ॥ দেহ
 নাশ হইলে কি থাকে পরলোক। তবে তার লাগি
 মিছা কেন পাও শোক ॥ বটবীজকণা যেন রূক্ষের

কারণ*। দেহপ্রতি রেতঃকণা জানিবে তেমন ॥
 বহুদ্রব্যযোগে যেন মাদকতা হয় । চারিভূত যোগে
 তেন চৈতন্য উদয় ॥ বীজাস্কুর প্রায় এই জগত
 সকল । অনাদিক্রমেতে আছে এমনি কেবল ॥
 কালে পৃথিবীতে যেন শমাগণ হয় । কালে নাশ
 হয় পুন তেন প্রাণিচয় ॥ ইহার কি কর্তা কেহ
 আছয়ে অপর । যে মানরে ইহা তার সম কে
 বর্ধর ॥ সে কর্তার কর্তা কেবা সুধাইলে ফলে ।
 অনবস্থাতয়ে তার আদি নাহি বলে ॥ একপকম্পনা
 ক্ষণে আবৃত হইবে । অকপরম্পরা নায়ে মরয়ে
 ভূমিয়ে ॥ তোমাসবে কেন কপ ভেজিয়া কুমত ।
 করহ বিষয় সুখ সবে অবিরত ॥ বাহাতে এইক ক্লেশ
 হয় সৃষ্টিতন । তারে পাপ কহি তাহা করিবা বর্জন ॥
 যাতে সুখ হয় সনা পুণ্য বলি তারে । তাই কর
 কেন মজ দুঃখ অকুপারে ॥ সব সুখহৈতে শ্রেষ্ঠ
 নারীসঙ্গ হয় । নিজনারা পরদারা বলি তেজ ভয় ॥
 অহিংসা পরম ধর্ম এই বাক্য সার । প্রাণিমান্ত্র
 হিংসা করা অসাধু আচার ॥ নিজ সুখ দুঃখ যেন
 অন্যের তেমন । এজন্যেতে করা নহে কাহারো
 হিংসন ॥ অন্য যাতে সুখ হবে তাই আচরিবে ।
 পরলোক আছে বলি মনে না করিবে ॥ এইমত
 উপদেশে সে সকল জনে । ধর্মভ্রষ্ট করি যান
 অন্যত্র আপনে ॥ ক্রমেতে সেসব মত হইয়া প্রবল ।

বাণ্ড প্রায় হইল এ অবনীমণ্ডল ॥ অদ্যাপি নে-
পাল ভোট বর্ষা চীনদেশে । লঙ্কাআদি দেশ
ব্যাপিয়াছে সুবিশেষে ॥ এ শ্রীনারায়ণ কহে তাবি
ভগবান । এখন কলির বহু হইবে কল্যাণ ॥

অথ মহাদেবের কল্পিত আগম প্রকাশ ।

ত্রিপদী ।

যখন এ ধরাতলে, ব্যাপিল বৌদ্ধের দলে, সকলে
তেজিল বেদ পথ । সেইকালে শ্রীমহেশ, কুলধর্ম
উপদেশ, প্রদানে করিল অভিমত ॥ দ্বিতীয় শঙ্কর-
বেশে, প্রবেশিয়া পুণ্ড্র দেশে, বহু তত্ত্ব লইয়া
সঙ্কেতে । সহ বহু শিষ্যগণ, স্থানেহ পয়াটন,
করিয়। বেড়ান স্বরঙ্গেতে ॥ কহেন সবার প্রতি,
তেজ সবে এ দুর্গতি, পরলোক গতি চিন্তা কর ।
কেন গিচ্ছা বৌদ্ধমতে, ভ্রমিছ সন্না কুপথে, শুদ্ধভাবে
শিব আজ্ঞা ধর ॥ বিবেচিয়া দেখ তাই, কে বলে ঈশ্বর
নাই, মহামায়া জগত জননী । সে বিচারে নাহি
কাষ, মম বাক্য হৃদি যার, রাখ যদি দেখাব এখনি ॥
যদি মহামন্ত্র তার, জপো হয়ে বীরাচার, তবে কিছু
অপেক্ষা না রবে । পাবে চতুর্ভুজকল, যাবে সন্দেহ
সকল, অনারাসে সুখলাভ হবে ॥ মারণোচ্চাটন

আদি, আছে কৰ্ম্ম অবিবাদি, তাহা যদি দেখ পরী-
ক্ষিয়া । ভ্রান্তি কিছু না রহিবে, শ্যামপদে বিকাইবে,
আপন কুমত উয়েক্ষিয়া ॥ ত্রিপুরা ত্রিগুণাকরা,
ত্রিলোক তারিণী তারা, ত্রিদেবজননী ত্রিনয়নী । ত্রি-
পুরদহন য়ার, চরণ করেছে সার, পরম পদার্থ
মনে গণি ॥ যিনি এই চরাচরে, ব্যাপ্ত সদা সুরনরে,
পশুপক্ষিপ্রভৃতি সকলে । যে শ্যামার শক্তিলবে,
শক্তিগান্ হৈল সবে, সে ঈশ্বরী নাহি কেবা বলে ॥
লোকের এবুদ্ধিতেদ, লাগি নিন্দা টেকল বেদ, বিষ্ণু-
বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্গীকরি । এজন্যে তাহার নাম, করা
নহে কোন যাম, তুলসী স্পর্শিতে ভয় ধরি ॥ অত-
এব সবে কই, বস্তু নাহি তারাবই, তারিতে সংসার
ঘোর ঘর । তারি মন্ত্র কর জপ, তেজ পশুচেতা-
তপ, পঞ্চ তন্ত্বে করিয়া আদর ॥ তব্ব প্রিয়া হন
তারা, পরতত্ত্ব সমাকারা, তত্ত্ব সেবা করহ যতনে ।
মদ্য মাংস মৎস্য আর, মুদ্রা ও মৈথুন তার, অঙ্গ-
কহে তারাপ্রিয় জনে ॥ এইরূপ উপদেশ, সে সবে
করিয়া শেষ, অপর প্রদেশে প্রবেশিয়া । কহিছেন
দ্বিজগণে, মিছা ক্লেশ পাও কেনে, পশুধর্ম্ম সাজন
করিয়া ॥ বেদ হয় মহাব, তাহাতে হইয়া অন্ধ,
নিরানন্দ করিছ সেবন । কলিতে কালিকাবই, নিস্তা-
রের হেতু কই, কেন তবে ভ্রম অকারণ ॥ হবিষ্যাশী
উপবাসী, হইলে কি রাশিহ, মোহমসী মার্জিত

হইবে । আনন্দ চিৎস্বরস, ব্রহ্ম নহে স্বকর্কষ, কুরসে
স্বরস না পাইবে ॥ চিদানন্দ উল্লাসিনী, কালিকাল
সীমন্তিনী, নিজঘোমিবস্ত্রে এসবল । আনন্দ মন্ত্রোগ-
রসে, প্রসবিতা অধিরসে, স্থল স্থল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥
ভগবৎপা ভগবত্তী, ত্রিকোণে ত্রিদেবগতি, ত্রিগুণা
ত্রিশক্তি স্বকপিণী । নিজকপী মহেশ্বরে, স্বসঙ্গমস্থ
তরে, স্থখী করে ত্রিকালকপিণী ॥ ভগলিঙ্গসমা-
যোগ, এই সে পরমবোগ, ভোগ মোক্ষ উভয়
কারণ । শুক্রনিঃসরণকাল, নির্বাণ স্থখ মিশাল,
নিজাগমে কহে ত্রিলোচন ॥ মহাকালনাঙ্গে শিবা,
বিপরীত রতা কিবা, নিজ স্থখানুভ আনন্দিত ॥ যদি
মোক্ষে থাকে মন, ধরহ শিববচন, শুণনিধিমনে
স্থখ দিতে ॥

অথ কৌলধর্ম্য বিবরণ

পয়ার ।

কুলকুণ্ডলিনী কালী তজ্জ কুলপথে । " অকুল সং-
সার পার হইবে যেমতে ॥ চরাচর বস্তু সবকুল
শব্দে বলি । বালিকা কারণরূপে ব্যাপ্ত এসকল ॥
বস্তুভেদ মানি জীব পশুভুল্য হয় । পশুমার্গে পর
তত্ত্ব প্রাপ্তি কভু নয় ॥ কহিলেন পশুশাস্ত্র অন্যরূপে

শিব । মহাপাপবশেষতাত্তে রত হুর জীব ॥ অত-
এব পশুসঙ্গে ত্রেজ আপান । পশুকাছে নিজমত
করহ গোপন ॥ ব্রহ্মবস্ত্র অধিচ্ছিন্ন সুখকপ-হয় ।
কামিনীর সঙ্গে তাহা ব্যাপ্ত সমুদয় ॥ সে নারীসঙ্গম
তেজি নিরানন্দকালে । সাধিলে শ্যামার গিচ্ছি নাহি
কোন কালে ॥ তার সাক্ষী দেখ সঙ্গে বারে কোট
নারী । শয়নারে সাধিয়া গিচ্ছি পান ত্রিপুরারি ॥
সাবিত্রী সঙ্গেতে সিদ্ধ স্বয়ম্ভু সেরূপ । সত্যাসঙ্গে সিদ্ধ
হরি ধরি কুমারূপ ॥ অতি সুগহন এই কুলধর্ম ইষ ।
মোগীন্দ্রজনার ইহা গম্য কভু নয় ॥ পূর্বেতে
বশিষ্ঠ তেজি কল উপদেশ । পশুমার্গে তারা সেদি
পায় নানা রেশ ॥ বহুকালে জপ করি সিদ্ধ নাহি
ভবে । ক্রোধে তারামনুপ্রতি শাপ দিল তবে ॥
তাহে দৈববাণী তথা হইল তখন । কেন মুনি নস্ত্রে
শাপ দিলে অকারণ ॥ পশুবুদ্ধি তব নাহি হরেছে
মোচন । পশুভাবে ভজি ক্লেশ পাও সে কারণ ॥
সিদ্ধি বাঞ্ছা থাকে যদি যাও চীন দেশে । চীনের
আচার সব সেবহ বিশেষে ॥ যোনি অন্ত বিচার তথায়
কিছু নাই । সিদ্ধিলাভ হবে যদি কর গিয়া তাই ॥
এত বাণী শুনি তবে বশিষ্ঠ স্মৃতি । সিদ্ধ হৈল চীন
দেশে করি সমাগতি ॥ এই হেতু কহি আমি শুন
সবিশেষ । রমণীসঙ্গমপ্রতি সবে তেজ ঘেষ ॥
যোনিক্রপা হন কালী লিঙ্গরূপী হর । মাতৃভাব

পিতৃভাব চিন্তা পরম্পর ॥ যেকালে যেখানে নারী
 দর্শন পাইবে । তখনি অমনি ভক্তিভাবে আলি-
 ঙ্গিবে ॥ অতাবেতে মনে২ চিন্তিবেক রতি । নতুবা
 অধমলোকে হইবেক গতি ॥ রমণে কুশলা রামা
 কর সহকার । নিজপর বলি মনে না কর বিচার ॥
 মদ্য মাংস মৎস্য মৃদা মৈথুন বিহনে । কলিতে
 কালিকা সিদ্ধি হইবে কেমনে ॥ শুদ্ধাশুদ্ধ ভদ্রাতদ্র
 একেবল ভ্রম । এক বিনা দুই নাই উচ্চ নীচ সম ॥
 কালাকাল বিবেচনা তেজ এপথেতে । কোটিগ্রহ
 তুল্য কাল নারীসঙ্গমেতে ॥ তাহে পুনঃ হয় যদি রাহ-
 গ্রহযোগ । তখনি করিবে শিব শক্তিতে সংযোগ ॥
 মাতৃমুখে পিতৃমুখ করি সন্নিবেশ । জপিবেক মহা-
 বিদ্যা পিয়া স্নানেশ ॥ বাবত না হবে মুক্ত গ্রহ উপ-
 রাগ । তাবত একপ করিবেক মহাবাগ ॥ মুক্তি-
 কালে পূণাহতি করিয়া প্রদান । মহাবিদ্যা জপন
 করিবে সমাধান ॥ ভগলিঙ্গামৃত সহ যোনি ধৌত-
 নীরে । তর্পণ করিবে পরে পরমাদেবীরে ॥ তাহে
 বিদ্যা সিদ্ধি হবে অবিদ্যা নাশিবে । মাতৃজার তুল্য
 ইহা নাহি প্রকাশিবে ॥ বাহিরে বিশুদ্ধাচার বৈষ্ণ-
 বের প্রায় । রহিবে লোকেতে যেন টের নাহি পায় ॥
 পশুসঙ্গে আহার বিহার সম্ভাষণ । তেজিবে সর্বদা বাহে
 নহে প্রকাশন ॥ পশুদুষ্ট স্পৃষ্ট কিছু বস্তু না লইবে ।
 হিতাহিত কিছু সেসবারে না কহিবে ॥ বীরসঙ্গে

কারণ সেবিবে সর্বক্ষণ । অকারণে রুখা কাল
অযোগ্য যাপন ॥ পিয়ে পুনঃ পিয়ে ভুতলে পড়িবে ।
উঠি পুনঃ পিয়ে মদ্য জন্ম না হইবে ॥ এইরূপে বহু-
তর উপদেশ করি । কুলধর্ম প্রকাশিল। ভুবন ভি-
তরি ॥ মদ্যমাংসলোভে কেহ মৈথুনলালসে । সক-
লে তাসিল কুলাচার মহারসে ॥ বেদপথে বড়
কেহ না করে আদর । আগম মোহেতে মুগ্ধ হৈল
বহু নর ॥ ক্রমে কলিস্থান হইল বিপুল । বিনা-
শিল কলির মনের দুঃখ শূল ॥ এ শ্রীনারায়ণ কহে
দৈব বল যার । সংসারে অলভ্য কিবা থাকয়ে
তাহার ॥

অথ কৌলধর্মরক্ষার্থ কলির দ্বিতীয় মন্ত্রণা ও প্রথম
দিগ্বিজয়ার্থ কন্দর্পের প্রতি অনুজ্ঞা ।

পর্যায় ।

এইরূপে বৌদ্ধ বাম মার্গে ধরাতল । যখন হইল
ব্যাপ্ত প্রায় এসকল ॥ লোকসব বেদপথে হইল
বিরত ।^১ তেজিল স্বকুল অগ্নি অগ্নিহোত্রি যত ॥ রুখা
হিংসা রুখা পান করে নিরন্তর । ক্রুর কর্মে ক্রিয়া-
বান্ হৈল বহু নর ॥ নিজ পর নারী কিছু না করে
বিচার । যাতে তাতে হয় রত হয়ে বামাচার ॥

কলির হইল যাতে অনুকূল বিধি । সেপথ রক্ষণে কলি
 চিন্তে সদা বিধি ॥ অধর্ম্য সহিতে কলি করয়ে মন্ত্রণ ।
 কিকূপে প্রবল হবে এই ধর্ম্যগণ ॥ কুল ধর্ম্য প্রচা-
 রেতে পাইয়াছি কুল । যতনে রাখিব যাতে না হয়
 নিম্নুল ॥ শিবআজ্ঞা আছে মোরে যাব বন্ধ দেশে ।
 কোলিন্য মর্যাদা আগে স্থাপিব বিশেষে ॥ যাহে
 শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সেই প্রজাগণ । করিতে না পারে
 কুলপথ উলঙ্ঘন ॥ তাহে বহুকালে স্ত্রীর না হবে
 বিবাহ । জার ভজি তারা কাম করিবে নিকাহ ॥
 পুরুষে করিবে বহুতর পরিণয় । কুলিনের কুল
 রক্ষা না করিলে নয় ॥ এক জনহৈতে বহু কামি-
 নীর কাম । কদাচ না পারিবেক হইতে বিরাম ॥
 তাহে সে রমণীগণ তেজি লাজ ভয় । পর পুরুষেতে
 রত হইবে নিশ্চয় ॥ যদি পুন তাহে বহুভার্যা পতি
 মরে ॥ তবেত হইবে সব বেশ্যা ঘরেত । অকুলীন
 পুরুষের বিবাহ না হবে । সেসবার দ্বারে সতীধর্ম্য
 নাহি রবে ॥ অর্থলোভে কেহ কন্যা করিতে বিক্রয় ।
 প্রোচা করি রাখিবেক তেজি লোকভয় ॥ তাহাতে
 সহিতে নারি যৌবনের জ্বালা । স্বেচ্ছায় ভজিবে
 যারে তারে কুলবালা ॥ এইসব মনোরূপ্তি করিতে
 সাধন । বঙ্গরাজ্যে এবে আমি করিব গমন ॥ আদি-
 স্তুর রাজা আছে বিক্রমনগরে । নিজাংশে জন্মিব
 তার মহিষীউদরে ॥ বল্লাল নামেতে খ্যাতি হই-

বেক তথা । সেই দ্বারে নিজমত সাধিব সৰ্ব্বথা ॥
 আর এক পরামর্ষ হয়েছে মনেতে । দিগ্বিজয়ে মদনে
 পাঠাব ভুবনেতে ॥ মোহ অবিবেক ছুই সেনাপতি
 লয়ে । বসন্ত সামন্ত সহ সুসজ্জিত হয়ে ॥ গমন
 করুক সেই ধরি ফুলশর । মম অনুগত করিবারে
 চরাচর ॥ তোমারে জিজ্ঞাসি তাহা কি বল এখন ।
 ভাল কিয়া মন্দ হয় একপ মন্ত্রণ ॥ অধর্ম্য কহেন
 রাজা তুমি মহাধীর । তব অভিমত যাহা তাহাই
 সুস্থির ॥ মানে ডাকিয়া তবে কর আজ্ঞাপন । দি-
 গ্বিজয়হেতু সেই করুক গমন ॥ এত শুনি মনমর্থে
 ডাকাইয়া কলি । নিজ অভিপ্রায় তারে কহিল
 সকলি ॥ বে আজ্ঞা বলিয়া তবে চলে রতিপতি ।
 গুণনিধি কহে উপযুক্ত এই অতি ॥

অথ কন্দর্পের দিগ্বিজয়াবসরে বসন্তবর্ণন ।

মায়ারূপে চতুঃপদী ।

ভূপতিসম্মতি মদন পাইয়ে, তখনি অমনি চলিল
 খাইয়ে, বসন্ত সামন্ত সঙ্গে সাজাইয়ে, করে ফুলশর
 ধরিয়ে । প্রকাশিয়ে বহুবিধ ফুলকুল, রসাল পল্লবে
 ধরারে মুকুল, মলয়পবন হানিতেছে শূল, মারত
 রব করিয়ে ॥ রণবার্তা আগে করিতে প্রচার, পিক

কুল ঘন করিছে ফুকার, তাহাতে পাপিহা করিছে
 আবার, পিনু কাঁহা কার রয়েছে । মল্লিকা মুকুলে
 বসি মধুকর, পুঞ্জের গুঞ্জে গুণের স্বর, সে যেন ভীষণ
 মদনসমর, শঙ্খ বাদ্যকর হয়েছে ॥ কেশর কুমুমে
 ধরে রাজদণ্ড, দণ্ডের চাহে সে করিতে দণ্ড, অতরুণ
 তরুচয়ে লাগু ভণ্ড, করে সে প্রচণ্ড সমীরে । বলে
 হেরে ছুঁই তরু লতাগণ, কি গৌরবে সবে আছি
 নিমগন, এখনো সুসজ্জ নহ সে কেশন, এমন কি বুদ্ধি
 কমিরে ॥ পাটল অটল রণ রম্যাবেশে, ধরে সে নৃতন
 তুণ পৃষ্ঠদেশে, কাঞ্চন লাঞ্জন করিতে বিশেষে, তীক্ষ্ণ
 তলোয়ার ধরেছে । কেতকীর করে কঠিন করণ্ড,
 অশোকেরে শোকে কেলে অচিরে, জাতি জাতিকুল
 করিতে আঘাত, শুভদৃষ্টিপাত করেছে । অরুণতা-
 শনে দক্ষ ভূধকণ, তরুতরু সদা করে বরিষণ, তাহে
 সুভীষণ করে কলস্বন, খগগণ অতি কপটে । সেই
 বজ্র সম কঠিন নিলাদে, বিরহিণীরূপ পড়িছে প্রমাদে,
 একান্ত স্বকান্ত বিরহ বিষাদে, ভাবে ভাগ্যে আজি
 কি ঘটে ॥ চৌদিগে কুমুমসৌরভ ছুটিল, বিরহির
 সুখ সম্পদ লুটিল, দুঃখ ছতাশন জ্বলিয়া উঠিল, ব্যা-
 কুল করিল সে সবে । যৌবনরথেতে করি আরোহণ,
 ধরি কুলময় দৃঢ় শরাসন, মদন করিছে সুদৃঢ় শাসন,
 হায় আজি যুদ্ধে কি হবে ॥ ধর্ম্য ধৈর্য্য বীর্য্য লজ্জা
 জাতি কুল, বিবেকাদি সবে ভাবিয়া আকুল, গেল

কুল একি শঙ্কুকুল, ঘোর প্রতিকূল হইছে। সাজোঃ
সেনাসমূহ সহস্র, আজি যুদ্ধ বুঝি হবে ভয়ঙ্কর।
এলা কাম করে ধরি ধনুঃশর, এ শ্রীনারায়ণ কহি-
ছে॥

অথ কন্দপের বিজয়।

পর্যায়।

এইরূপে সসৈন্যে সাজিয়া পঞ্চবান। গর্জভরে
চরাচরে করে কম্পবান॥ ভারতেতে বঙ্গরাজ
ভূমে অগ্রে আসি। বিপক্ষের লক্ষ্যে বান ছাড়ে
রাশিঃ॥ প্রতিবোধী বিবেক দেখিয়া সেই রীতি।
দোষদৃষ্টি মস্তিষ্কবরে পাঠান তুরিত॥ যাওঃ মস্তি
ভুমি শীঘ্র রণস্থলে। বিবাহই প্রতিপক্ষ পক্ষ সৈন্য
দলে॥ সঙ্গে লও লজ্জা ধৃতি ক্ষমা তিন জনে। শম
দম আদি সৈন্যে সাজাও যতনে॥ বিলম্ব আলম্ব
তাহে করা যোগ্য নহে। মজিল বিপক্ষকুল অকুল
কলহে॥ বিবেকআজ্ঞায় লজ্জা ধৃতি ক্ষমাসনে।
যুদ্ধেতে সাজিল মন্ত্রী লয়ে সৈন্যগণে॥ রক্তভূমে
দেখি কাম সৈন্যের তরঙ্গ। যুদ্ধে ক্রুদ্ধতার তেজি
ভাবিল আতঙ্ক॥ মনমুগ্ধ মহাবেগে মোহনাস্ত্র
ধরি। প্রহারে প্রথমে দোষদৃষ্টিসৈন্যেপরি॥ তাহে

পুনঃ কুসংস্কার চাঞ্চল্য মত্ততা । লজ্জা ধৃতি কমা
 প্রতিপ্রহারে সর্বথা ॥ একেতো মোহন বানে যুদ্ধী সর্ব-
 জন । অধিকন্তু পরস্পর করে আক্রমণ ॥ কুসংস্কার
 আগতে লজ্জার কেশে ধরি । নামায় নয়ন রথহেতে
 শীঘ্র করি ॥ তাহে সে কামিনীকুচকুস্ত করি তর ।
 কুসংস্কারসঙ্গে করে প্রচণ্ড সমর ॥ তবে সে শৃঙ্গার
 রুচি নামেতে রাক্ষসী । প্রহারে লজ্জারে আসি কা-
 মিনীবন্ধসি ॥ তাহাতে কল্পিতা হয়ে লজ্জা অতি-
 শয় । ভয়েতে প্রবেশে গিয়া মদনআলয় ॥ লজ্জার
 ভগিনী এক আছিল বামতা ॥ সহায় হইল রণস্থলে
 আসি তথা ॥ তাহে রতি শৃঙ্গাবরুচির পক্ষ হয়ে ।
 বিনাশে লজ্জারে পেয়ে পতির নিলয়ে ॥ একালে
 চাঞ্চল্য গিয়া ধৃতিসন্নিধানে । ঘোর যুদ্ধ করে দৌড়ে
 বিবিধ বিধানে ॥ চাঞ্চল্যের পরাক্রম সহিতে না
 পারি । তজ্জ দিল ধৃতিদেবী রণভূমি ছাড়ি ॥ সেই
 রূপে মত্ততা করিয়া আগমন । কন্মার তেজিয়া
 কমা করে সহারণ ॥ হস্তাহস্তী কেশাকেশী দস্তাদস্তি
 ভাবে । পরস্পরে যুদ্ধ করে আপন প্রত্যাবে ॥ কন্মার
 কমতা বাহা আছিল সঙ্গরে । নাশে তাহা মত্ততার
 উদ্ভট সমরে ॥ অতএব সনে বহু পাইয়া আতঙ্ক ।
 রণস্থল তেজি কমা ভরে দিল তর ॥ তবে কাম
 সৈন্যগণ করি রণ জয় । আনন্দে করিছে রব যবে
 কর ॥ নানা বাদ্য বাজে তাহে করি কোলাহল ।

উল্ফ জগন্মফ বেণু বীণা সুমঙ্গল ॥ শর আকর্ষণে
প্রাপ্ত আছিল মদন । পুষ্পনীরে সৈন্য তারে করিল
সিঙ্গন ॥ দোষদৃষ্টি মুগ্ধতাব তবে পরিহরি । একা
পলাইল পরে অনুতাপ করি ॥ পরে সে সমরজয়ী
দুর্দান্ত মদন । বিবেকে করিছে প্রতিস্থানে অশেষণ ॥
তাহাতে শঙ্কট ভাবি বিবেক সুমতি । বঙ্গরাজ্য
তেজিয়া পলার দ্রুতগতি ॥ দ্বিজ কহে মনসিজ
হরে অনুকূল । কলিরে অকূল চিন্তা গবে দিল কূল ॥

অথ বসন্ত আগমনে কামিনীদিগের কামোন্মত্তব ।

দীর্ঘ চতুঃপদী ।

নববসন্ত আগমন, হেরিয়া অবলাগণ, কামে হরে
অচেতন, বলে একি দায় গো । সখি গো কি হোলো
বল, বসন্ত কি আবা এলো, মদন নরে না মোলো,
সে কি পুনরায় গো ॥ ঐ দেখ বনে২, ছুটিল কুসুম-
গণে, সদা মল্লরপবনে, হানিতেছে শূল গো ।
দেখ২ কুলে২, ছুটিল অমরকুলে, করিল কামিনীকুলে,
অধিক ব্যাকুল গো ॥ ডালে২ পিকগণ, করে প্রিয়
অ্যুলাপন, প্রিয় বিনা কার মন, তাহাতে জুড়ায় গো ।
কান্ত ষার দেশান্তরে, বসন্তে সে হুঃখান্তরে, মদা বিরহ-
কান্তারে, কান্দিয়া বেড়ায় গো ॥ হরে কূল ধমুকর,

মদন চাহিছে কর, আমাদের প্রাণেশ্বর, হয়েছে বে-
 কার গো । আছিল যে পূর্বধন, সেধন হোলো
 নিধন, বাকি আছে প্রাণধন, তা চায় আবার গো ॥
 যৌবন নিবিড় বনে, বিচ্ছেদ দাবদহনে, দক্ষ হই
 ক্ষণে, তথাপি না ছাড়ে গো । সদা বলে দে না কর,
 আমাদের দেনা কর, হলো কি নৃপতিকর, কেবা
 কোথা পাড়ে গো ॥ মনে হয় কর লাগি, হই নিজা-
 করত্যাগী, কলঙ্কনিকরভাগী, হব বলো ডরি গো ।
 হেন কে আছে সুহৃত, কাহারে সুধাই হিত, হিতে
 হয় বিপরীত, সেই ভরে মরি গো ॥ এক রামা বলে
 সই, কেন এত জ্বালা সই, প্রাণ বিনা প্রিয় কই, আছে
 ত্রিলোকিতে গো । যদি দেহ ছাড়ে প্রাণ, কি করিবে
 কুল মান, কুলেতে অনল দান, করি ভাবি চিতে
 গো ॥ সদা করি লোকাপেক্ষে, নিবারি এ ব্যরি চক্ষে,
 কত বা বহিব বক্ষে, যক্ষের সম্পদ গো । যদি মনোমত
 পাই, তবে এজ্বালা নিবাই, সুখ পারাবারে বাই, তেজি
 এবিপদ গো ॥ বৃহৎ রূপে ভাসি, কহে আর রূপরাশি,
 চক্ষুর উপরে হাসি, শুন বলি তোরে গো । একে
 এপোড়া মদন, পোড়াইছে সর্বক্ষণ, তাহে যে দেখি
 স্বপন, আজি নিশিতোরে গো ॥ তোমারে কহিতে
 তাই, মুখে হাসি এসে ছাই, বেন ভাসুর বিজামাই,
 আসি মোর কাছে গো । মোর ছুটি পয়োধর, উপ-
 রেতে ধরি কর, দিয়া অধরে অধর, চেপে ধরে পাছে

গো ॥ আমি যত করি মানা, তবু কি গো মানে মানা,
 হৃদে তুলে লয়ে নানা, করয়ে কৌশল গো । লাজে
 উপজিল সুখ, প্রেমেতে পুরিল বুক, তখন তেজি বৈমুখ,
 দিনু তারে কোল গো ॥ সে কায হইল সাক্ষ, আবেশে
 অবশ অঙ্গ, শেষে হয়ে নিদ্রাভঙ্গ, আতঙ্কেতে মরি
 গো । তোর দিব্য কোরে কই, সেবধি গো প্রাণ সই,
 আমাতেতো আমি নই, বল কিবা করি গো ॥ তবে
 অনা নারী কয়, শুন মোর পরিচয়, বলিলে বলিতে
 হয়, তবু লাজ পায় গো ॥ কালি পরদেশে ছোতে, বনি-
 পো এলো বাটীতে, হয়েছে ভালো দেখিতে, থাকিয়া
 তথায় গো ॥ মুখে মৃদু হাসি, বলে এলো মাসি২,
 হেরে মুখ সুধারাসি, ভুলে গেল মন গো । নিশিতে
 করে মোহাগ, হেরি সে অধর রাগ, মনে২ অনুরাগ,
 ধরিয়া তখন গো ॥ অধরে চুম্বন আশে, তামূল লইয়া
 পাশে, মধুর ভাষে, সম্ভাষি তাহারে গো । আহা
 আমি মরে যাই, লয়ে তোমার বালাই, কতদিন
 দেখি নাই, বনিপো তোমারে গো ॥ করি এত আ-
 লাপন, সেচান্দ মুখ চুম্বন, করিতে হরিল মন, মদন
 অমনি গো । খর২ কাঁপে অঙ্গ, উথলে প্রেম তরঙ্গ,
 ভাগ্যে না ঘটিল সঙ্গ, সেকালে তখনি গো ॥ বলে
 আর রসবতী, এ নহে আশ্চর্য্য অতি, কামের কুটিল-
 গতি, বুঝা অতি ভার গো । যদি নিজবিবরণ, করি
 হবে প্রকাশন, জানিবে সব কারণ, এখনি তাহার

গো ॥ এনব বসন্তকাল, কামিনীকুলের কাল, মনে
 মানি স্নজঙ্গাল, একে তা সদাই গো । তাহে যত
 অলিকুল, নাশিবারে জাতিকুল, হয়েছে যে প্রতিকুল,
 তাহাতে ডরাই গো ॥ হয়ে দুঃখ পরাধীন, সে দিনে গো
 সারাদিন, যেন বারি ছাড়া মৌন, লুণ্ঠিত ধুলায় গো ।
 মদনমদ অলসে, প্রদোষে নিদ্রার রসে, শয়নে আছি
 বিরসে, দাদার শয্যায় গো ॥ দাদা গেছে স্থানান্তর,
 বধু করে ক্রিয়ান্তর, আমি তাপিত অন্তর, হইয়ে সজ-
 নি গো । আছি গৃহ অন্ধকারে, কেবা বল দেখে কারে,
 দাদা অবিজ্ঞাত সারে, শুভিল তখনি গো ॥ পেয়ে
 তার অঙ্গ সঙ্গ, আবেশে জাগে অনঙ্গ, হেগো সখি
 সেকি রঙ্গ, তথায় ঘটিল গো । বধুভ্রমে দাদা মোরে,
 চুষন করে অধরে, ধৈর্য্য কি তেজিয়া ধরে, অমনি ছু-
 টিল গো ॥ সে করে রস সস্তাষ, মোর মুখে নাহি ভাষ,
 করেছে পেতে আকাশ, বাকি নাহি ছিল গো । মন্ত
 হয়ে সে তাহাতে, দিল ফল হাতে, হৌক মেনে
 যাতে তাতে, প্রাণ তো বাঁচিল গো ॥ পূর্ণ হৈল
 অভিলাষ, ফুরাইল রতিরাস, লাজে উপজিল ত্রাস,
 দাদা পাছে জানে গো । তবে না জানি কি হয়,
 প্রাণ মান কিসে রয়, বিধাতা হয়ে সদয়, রাখেন মানেন
 গো ॥ সেবধি গিয়াছে শর্ম্ম, হয়েছে দারুণ কৰ্ম্ম,
 এমতে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম, কিছু রাখা যায় গো । শেষে বা
 করেন হরি, কিছু দিলো সুখ করি, মিছা কেন ভেবে

মরি, মদনের দায় গো ॥ একপে সে রামাগণ, কামে
হয়ে অচেতন, করে নানা অকরণ, করিতে মানস
গো । গুণনিধি হেঁসে কয়, কলির কলুষাশয়, ভাবিলে
কি কভু হয়, এমন সাহস গো ॥

অথ যুবাগণের বিবেকনাশ ।

পর্যায় !

কলির আদেশে কাম করিয়া যতন । বসন্ত সামন্ত
সঙ্গে করয়ে শাসন ॥ তরুতে মুঞ্জরী হয় গুঞ্জরে
ভ্রমর । কোকিলার কলরবে করয়ে কাঁপন ॥ বহিছে
সুগন্ধ মন্দ তাহে সমীরণ । মদনশাসনে কিসে
ধৈর্য্য হবে মন ॥ যুবাগণ প্রস্ফুটিত হেরি তরুলতা ।
প্রকাশিল সবে মনসিদ্ধ তরুলতা ॥ শিথিল হইল
জ্ঞান বিবেক সবার । কামেতে কামিনীময় দেখে
এসংসার ॥ সবে বলে গেল২ যাগ যোগ আদি ।
কেমনে এমনে মনে করিব সমাধি ॥ গেল২ বেদ
বিদ্যা বিনয়িতা সব । বণিতা বিনোদ বিনা সকলি
কৈতব ॥ হায়২ হলোনাক ভজন সাধন । ধৈর্য্য
ধর্ম্ম আদি সব ধংশিল মদন ॥ রমণী কি মণি হেন
লাগিল মানসে । লভয়ে নির্বাণ সুখ বাহার পরশে ॥

কেহ বলে ভ্রমজালে গেল চিরদিন । যুবতীযৌবন
 জলে না হইয়া মীন ॥ নারী কি অমূল্য ধন নারি
 চিনিবারে । বেদবাদ বিপিনেতে ঘুরি বারে ॥
 আনন্দ চিন্ময় রস ব্রহ্ম বেদে কয় । কামিনীর কলে-
 বরে সে করে উদয় ॥ শিবশাস্ত্রে শুনেছি সে সাধন
 বিশেষ । তবে কেন কুরস সেবনে পাই ক্লেশ ॥
 অন্যে কয় পাপালয় হয় যদি নারী । তথাপি তা-
 হারে কভু তেজিতে না পারি ॥ সুখ দুঃখ ভিন্ন
 আর কোন বস্তু আছে । আগে সুখ করি নহে দুঃখ
 হবে পাছে ॥ পরলোকে হৈলে দুঃখ কে দেখিবে
 পরে । এখনতো করি মজা ঘরে কিয়া পরে ॥ আর
 জন কহে এত কেন ভাব ভাই । রমণীসঙ্কমে পাপ
 তাপ কিছু নাই ॥ তা হইলে ইন্দ্র কেন হরে অহ-
 ল্যারে । তারা বা ভজিল শশধরে কি প্রকারে ॥
 ব্রহ্মা হয়ে কেন বা ছুঁহিতা কাছে যায় । সদাশিব
 কেন সদা কুচিনী পাড়ায় ॥ বৃন্দাবনে বিষ্ণু দেখে ব্রজ
 নারী লয়ে । তা হৈলে রুনিবে কেন লোকনাথ হয়ে ॥
 অতএব মিছা কেন আতঙ্কেতে মরি । সুখেতে গো-
 ঙ্গাই কাল নারী হৃদে ধরি ॥ কামিনী কাম কাননে
 করিয়া শয়ন । মদন রস অলসে মুদিয়া নয়ন ॥
 আর না হেরিব বেদরূপা বিষ লতা । শ্রবণেতে না
 শুনিব শাস্ত্রের খলতা ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুলা হয়
 মহাতপ । নাহি দেখি তাসবার সমান পাষণ্ড ॥

শুনি পাপ করি পাপী পরে দণ্ড পায় । জীবিত
 শরীরে দণ্ড তণ্ডুর হেথায় ॥ শীত বর্ষা নাই প্রাতে
 স্নান করি মরে । একাহারে আলো ভাতে কচু সিদ্ধ
 করে ॥ তৈল দিনা অঙ্গে গড়ি উড়ে সবাকার ।
 শরীরের গন্ধে কাছে থাকে সাধা কার ॥ পান বিনা
 মুখে মাছি উড়ে চির দিন । উপোসে হয় তনু
 অতি ক্ষীণ ॥ পঞ্চ পক্ষে পরশ না করে নিজজায়া ।
 হাস কেন সেসবে বঞ্চিল মহামায়া ॥ অপনাদিগের
 নিতা দুর্দশা যেমন । অন্য জিজ্ঞাসিলে আপনার
 মত কন ॥ পরে সুখ হবে বলি এবে পায় দুখ ।
 পরলোকবাদি অধমের পোড়া মুখ ॥ সুখহেতু
 ইন্দ্রিয় দিলেন ভগবান্ ; তারে কষ্ট দেয় যত বন্ধন
 প্রধান ॥ পণ্ডিতের ভণ্ডতার আর না ভুলিব । নিজ
 অভিপ্রায় অন্য কেন বা বলিব ॥ গোটে হেল করি
 যত আপদ বালাই । হোটোলে করিব বাস ভাবি-
 রাছি তাই ॥ আরমাণী বিহনে কি মিটে আরমান ।
 আর মানি কেন লোকে হারাই কল্যাণ ॥ যে জন
 না দেখিয়াছে বেলাতী বোড়শী । সেই বলে সুল-
 লনা স্বর্গের উর্বশী ॥ এইরূপে যুবাগণ ভেজিল
 বিবেক । গুণনিধি কহে ইহা নহে অতিরেক ॥

অথ আদিসুর রাজার বেশে কলির
তনুহিষীতে উপগতি ।

স্বয়ং হ্রিপদী ।

এখানেতে কলি, হয়ে কুতূহলী, চলিল সে বঙ্গ
দেশে । বিক্রমনগরে, নৃপতির ঘরে, সুখতরে সু-
প্রবেশে ॥ আদিসুর নাম, নানা গুণধাম, মহারাজ
গৌড়মণি । কণ জিনি শশী, বয়সে ষোড়শী, রাজার
নিজঘরনী ॥ কিবা মুগশোভা, মুনিমনোলোভা,
পকু বিশ্বকলাধর । নয়নসঙ্কান, কানের কামান,
দ্বন্দ্বনু সুন্দরতর ॥ সুকুণ্ডিত বেশ, সে মোহন
বেশ, হেরি ভুলে রতিপতি । নিতম্ব বিশাল, তাহে
কাপোজাল, স্তনশোভিত হয় অতি ॥ মধ্য অতিক্রীণ,
চুচযুগ গীন, ভুজ কণ্ঠতাপ্রায় । লাবণ্যের সার,
তেন নাহি আর, তুলনা তুলিতে তার ॥ মুখে মৃদু
হাঁসি, কত সুধারাশি, বরিষে বচনছলে । নানা
অভরণে, অঙ্গের কিরণে, বিশাল তিমির দলে ॥
তাহার নিকটে, মনের কপটে, আদিসুর রাজবেশে ।
করিয়া সূসাজ, কলিযুগরাজ, উপনীত কামাবেশে ॥
রাজআগমন, করিয়া মনন, আদরে নৃপরমণী ।
করিয়া সম্মান, আসন প্রদান, করিল মুগনয়নী ॥
মৃদু হাঁসি, বর্ষি সুধারাশি, রাজার মহিণী কর ।

একি ভাগ্যোদয়, মম আজি হয়, সুপ্রসন্ন দৈবচয় ।
 যে কারণবলে, অতিপুণ্যকলে, পাই তব দরশন ।
 জেনেছি সম্পতি, অধিনীর প্রতি, আছে রূপাদৃষ্টি
 কণ ॥ নূপবেশ কলি, মহিণীঅঞ্জলি, ধরিয়া কহেন
 বাণী । আছে তব প্রতি, মম যেন মতি, তুমি তাকা
 জানো রাণি ॥ বিশেষ এখন, আসি দ্বিজগণ, করি
 লেন শাস্ত্রগণি । দেখ এসময়, স্তম্ভভোদয়, হই-
 যাছে গৌড়মণি ॥ যদি এইক্ষণে, মহিমীতবনে,
 গিয়া ঋতুরক্ষা কর । তবে অশংসর, হইবে তনয়,
 তব কুলশশধর ॥ অতএব রাণি, শুন মম বাণী,
 বিলম্ব উচিত নয় । চল ঘরে, মদন দক্ষরে, গোড়া-
 ইব এসময় ॥ এতেক বচন, করিয়া তখন, ধরিয়া
 রাণীর করে । গৃহমাঝে গিয়া, বসিল হাঁসিয়া, মদন
 পালঙ্কোপরে ॥ করিয়া যতন, দৃঢ় আলিঙ্গন, মহিষা-
 রে ঘন করে । তাহে মনমথ, হইল উন্নত, প্রেমেতে
 তনু শিহরে ॥ কটির বসন, করিল মোচন, অধর
 চুম্বিয়া ঘন । মদন উল্লাসে, রতি মহারাসে, ভুজনে
 হৈল মগন ॥ কলিতনু সঙ্গ, পাইয়া অনঙ্গ, পাথর
 বহিয়া যায় । রাজার ঘরণী, নবীন তরণী, তরঙ্গে
 ভাষয়ে তায় ॥ ঘন শীতকার, পুলক বিস্তার, অবশ
 করিল দেহ । রতির অলসে, অধর সুরসে, ঘন করে
 অবলেহ ॥ অঙ্গে স্বেদ জল, ব্যাপিল সকল, মদন
 অনল তায় । হয়ে অতিশয়, দ্বিগুণ জ্বলয়, কি অদ্ভুত

দেখি হায় ॥ একপে ছুজন, রস আলাপন, করিতে-
ছে রতিঘরে ! কহে গুণনিধি, অবাধিত বিধি, এজ্ঞতে
কি পারে নরে ॥

অথ কলিঅংশে বল্লাল সেনের জন্ম

এবং কুলমর্যাদা সংস্থাপন ।

পয়ার ।

এইরূপে রতিরঙ্গ করয়ে ছুজনে ! হেনকালে
নরপতি প্রবেশে ভবনে ॥ বাহিরে থাকিয়া শুনি
রতিকোলাহল । ক্রোধেতে হইল রাজা অধিক
বিহ্বল ॥ জানিল রাণীর হইয়াছে দুর্ঘটিত ! কহি-
ছে ছল্লার করি করাল চেষ্টিত ॥ অরে দ্বিচারিণী
কুলকলঙ্ককারিণী । হেন দুর্ঘটচার তোর কেন লো-
পাপিনী ॥ চিকুরে ধরেছে বুঝি তোমার শমন ।
নতুবা একপ কেন হইবে করণ ॥ দ্বার অবরোধ
মুক্ত করি পার্শ্বায়নী । দেখহ কেমন আমি আনি-
য়াছি অসি ॥ নৃপবাক্য শুনি রাণী ভাবে একেমন ।
বাহিরে আবার মোরে করে কে তর্জন ॥ নৃপতি
সঙ্কেতে আমি করি এবিহার । বাহিরে তাদৃশ
কেবা গজ্জের বারং ॥ এত চিন্তি নৃপবরে কহিছেন

রাণী শক তুনি বাহিরে এত কহ কুরবাণী ॥ কার
 দ্বারে বসিয়াছে এতক সাহস । মরিতে কি তোর
 এত ~~হয়েছে~~ মনস ॥ গৃহেতে আছেন রাজা গৌড়
 দেশমণি । তাঁহারে উদ্ভ্যক্ত কর। ভাল নাহি গণি ॥
 পলায়ন কর যদি চাহ নিজহিত । নতুবা এখনি শাস্তি
 পাইবা উচিত ॥ মহিবীর মুখে শুনি একপ বচন ।
 ভাবিছেন মহারাজ এ আর কেমন ॥ মত্ত হইয়াছে
 বুদ্ধি করি মধুপান । সেই কহিতেছে হেন বাক্য
 অপ্রমাণ ॥ অথবা থাকিবে ইথে অপর কারণ । নতুবা
 কি ঘটে মোরে এমন কখন ॥ ইহা ভাবি পুনঃ
 কোপে কন নৃপবর । কবাট মোচন কর পাপিনি
 সত্তর ॥ কোন্ রাজা আছে ঘরে দেখিব কেমন ।
 মদিরা মত্ততা তোর করিব নাশন ॥ রাণী বলে
 মরিতে ধরেছে তোর দিন । নতুবা কহিবি কেন
 বচন কঠিন ॥ এত বলি উঠি দ্বার মোচন করিয়া ।
 দেখিল বাহিরে রাজা আছে দাঁড়াইয়া ॥ রাণী
 ভাবে একি দায় হইল ঘটন । নৃপতির মত কেন
 দেখি আর জন ॥ দ্বার মুক্ত পেয়ে রাজা প্রবেশিল
 ঘরে । হেরিল কলিরে গিয়া পালঙ্ক উপরে ॥ নিজ
 সনকপ বেশ আচার তাহার । হেরিয়া নৃপতিমনে
 লাগে চমৎকার ॥ মনে ভাবে কে বটে এ বুদ্ধিতে
 না পারি । কপট বেশেতে কে হরিল মম নারী ॥
 পূর্বে যেন ইন্দ্র ধরি গৌতমের বেশ । অহল্যা নি-

কটে করেছিল সুপ্রবেশ ॥ সেইরূপ এই রূপ কোন
 দেব হবে। অসুর কিম্বার কেবা আসিবে হৃদয়ে ॥
 নতুবা হইবে ভূতযোনি এই জন। - জানি ইহারে
 করা না হয় শাসন ॥ আগেতে দ্বিজ্ঞাসা করি কেবা
 এই হয়। পশ্চাতে করিব যাহা বুঝিব নিশ্চয় ॥ এত
 চিন্তি জিজ্ঞাসা করেন নৃপবর। কে তুমি আমার
 বেশে পালঙ্ক উপর ॥ দেব উপদেব কিম্বা গন্ধর্ব
 দানব। রাক্ষস পিশাচ যক্ষ অথবা মানব ॥ কপটে
 মহাবীপুরে করি প্রবেশন। কিহেতু করিলে তার
 ধর্ম বিনাশন ॥ শুনিয়া ভাবিছে কলি মানিয়া শং-
 সয়। নিজপরিচয় দেওয়া এবে যোগ্য নয় ॥ তাহে
 যদি ভয় পেয়ে বিনাশে সন্তান। তবে না হইবে
 নম কার্য্য সমাধান ॥ অতএব অন্যরূপে দিব পরি-
 চয়। যাহাতে রাজার মন ক্লক নাহি হয় ॥ এত
 চিন্তি কহে কলি শুনহ রাজন। ব্রহ্মপুত্র নদ আমি
 নহি অন্য জন ॥ তব মহাবীর রূপ জাবণ্য হেরিয়া।
 আসিয়াছি আমি তব স্বরূপ ধরিয়া ॥ ক্রোধ তেজ
 মহারাজ নহ কুমাশয়। ইহার গর্ভেতে তব হইবে
 তনয় ॥ রূপে গুণে পরিপূর্ণ পরম সুধীর। তাহার
 উদয়ে সুখ হবে পৃথিবীর ॥ যুধিবে শূজের যশঃ তব
 ত্রিলোকিতে। দুঃখ নাহি তাব রাজা কিছুমাত্র
 চিতে ॥ ইহা বলি কলি তথা হৈল অন্তর্ধান। শূশ্রুতি
 করিল ক্রোধতাব সমাধান ॥ ক্রমশঃ হইল পূর্ণ সে

গর্ভে^{২০} হার । হইল তাহাতে কলি অংশ অবতার ॥
 দাখিল শাল নাম তাহার ভূপতি । নানা গুণগণে
 হৈল সে ভূহিত অতি ॥ কিছুকাল পরে পুত্রে দিয়া
 রাজ্য ভার । পরলোকে অবস্থিত হইল রাজার ॥
 বল্লাল হইল রাজা বিক্রম নগরে । শীলতাতে সন্তুষ্ট
 করিল সব নরে ॥ পরে বঙ্গদেশ নানা অংশেতে
 বিভাগ । করিয়া শোধিল জাতিমালা মহাভাগ ॥ ব্রা-
 হ্মণপ্রভৃতি যত ছিল বর্ণগণ । তাৎকালিক সে সবার
 হেরি আচরণ ॥ শ্রেণীমত কুলধর্ম নিবদ্ধ করিল ।
 যেসবার বংশে এবে ভুবন ভরিল ॥ বিদ্যা বুদ্ধি
 বিনয়িতা আদি সেসবার । যেমন হউক কিন্তু
 কুলে মহাসার ॥ এলীনারায়ণ নিজে সর্বদানন্দী হয় ।
 তথাপি দিতেছে কিছু কুলপরিচয় ॥

অথ কুলীনের পরিচয় ।

অন্যায়মক ।

কলি অনুকূল হয়ে করিল কুলীন । সংসারে
 যেমন কোথা আছেয়ে কুলীন ॥ জাতির যেমন
 হোক কুলে বড় আঁটি । শসাহীম আত্মাতক বেন
 সার আঁটি ॥ কুলঅতিমানে পদ না পরে ধরাতে ।

সজ্জন সজ্জায় কিন্তু না পড়ে ধরাতে ॥ তে
বলদ বিদ্যাভ্যাসে সিদ্ধি ফলা ॥ অলম্ব্য তে কে
দেখেছে সিদ্ধিফলা ॥ শ্রীবিষ্ণু বলিত কষ্ট তুচ্ছ
ভোজ তাতে ॥ করেন বার্তাকুদ্দেশ্য নিত্য পর-
ভাতে ॥ খাইতে উৎসুক বড় ভাষ্য উপার্জন ॥ নি-
লজ্জ নির্ধননারী তেজরে দুর্জন ॥ রাজকরহেতু যদি
ধরে জমিদারে ॥ দার লাগি তখনি জন্মেন দ্বারে ॥
বিবাহসম্বন্ধে হয় আনন্দ বিশেষ ॥ চুহিতা জন্মিলে
পরে দুঃখ বহু শেষ ॥ অধিক সৌভাগ্য এই উল্লাস-
জনক ॥ বিনা শ্রমে হোতে হয় পুত্রের জনক ॥ অকু-
লীন দ্বিজজন্মে আছয়ে বিচার ॥ দোষ নহে কিন্তু
নারী কৈলে ব্যভিচার ॥ অশিষ্ট অপর কেবা তামবা-
সমান ॥ বিশিষ্টসন্তান বলি তথাপি সমান ॥ পিতা
পুত্রে অনেকের নাহি পরিচয় ॥ কুলীনের ছেলে
বলি তবু গর্বচয় ॥ বিবাহেরকালে গোত্র স্মৃধায়ে
না পাই ॥ বিশিষ্ট বরেতে নাই শিষ্ট এক পাই ॥
পূর্বে শুনি বণ্ডামর্ক ছিল দুই জন ॥ কুলীনের কুলে
তাহা হেরি জনে জন ॥ অকালকুণ্ডাণ্ড বলি ছিল
এক রব ॥ কুলীনে হেরিয়া তাহা হয়েছে নীরব ॥
এইরূপ আর যত আছে ব্যৱহার ॥ কি কহিব কিন্তু
তবু সে গলার হার ॥ এ শ্রীনারায়ণ কহে শুন বন্ধু-
গণ ॥ ভাবিলে কুলীনকৃত্য নিরখি গগন ॥

অথ কুলীন কন্যাগণের দুর্গতি ।

ত্রিপদী ।

বল্লাল কামিনী কুল, বঙ্গদেশ ছলশূল, কুলে বড়
বাড়য়ে সম্মান । নৈকোষ যেজন থাকে, নিজকুল মান
রাখে, কুলভঞ্জে ক্রমে অসম্মান ॥ ঘরে কন্যা আই-
বড়, ক্রমে যত হয় বড়, জড় সড় লোকলাজ ভয়ে ।
ভেবে মার অস্থি চর্মা, বলে কিসে রবে ধর্ম্ম, স্ত্রীধর্মে-
তে ধর্ম্ম যায় বয়ে ॥ মেল মত হবে ঘর, মনোমত
পাবে বর, তবে কন্যা করিবে পাত্রস্থ । খুজিতে
দেশ, দেখিতে শুনিতে শেষ, কন্যাকাল হয়ে যায়
অন্ত ॥ এইমত কত শত, নাহি পেয়ে মনোমত, কুল-
দ্বায়ে কন্যা রাখে ঘরে । পতি বিনা পায় ছুঃখ,
অহরে সন্মরে বুক, অরত মগ্নথের শরে ॥ বলে হারত
বিধি, বিদরিয়া যায় জুদি, জুদীশ্বর করিয়াছ কারে ।
কুলীনেতে জন্মদিয়া, পাসরিয়া গেলে বিয়া, যায় প্রাণ
যৌবনের ভারে ॥ এই যে বসন্তকাল, বিরহি জনার
কাল, ডালে কোকিল কুহরে । পুষ্পময় কুঞ্জে,
অলিকুল পুঞ্জে, গুঞ্জে মধুপান করে ॥ মন্দং গন্ধ-
বহে, মন্দং গন্ধ বহে, সুমান্দ্য মলয়াযুত হয়ে ।
বিরহিরে বাজে শূল, কি করে এ ছার কুল, জনক
থাকুন কুল লয়ে ॥ অপ্পেয়ে বল্লাল পোড়া, এছুঃখ
দিবার গোড়া, নিজে জাতি সঙ্কর আছিল । জগতে

আপনমত, করিবারে শতং, সঙ্করের বীজ আরো
 পিল । প্রাণসম প্রিয় নাই, তারে আগের ৭ চাই,
 তার পর ধন মান কুল । হবে যা কপ ৭ আছে,
 মনোমত কারুকাছে, এইবার খসে ৭ কুল ॥ মনে
 এই দিয়া পাড়া, কুল কন্যা পাড়া, পাড়া করে মাড়া
 নাহি মানে । অধিক কি কব বাড়া, নাহি যায় দিলে
 তাড়া, ঠাট করে যেবা যত জানে ॥ সবে করে সয-
 তন, কিসে পুরুষের মনঃ, মজে ভজে বিনা উপাসনা ।
 নবং রসরঞ্জে, করে কত ভঙ্গী অঞ্জে, শশিমুখে হাঁসে
 কত জনা ॥ অন্তর দহিছে তাপে, কেহ মোহে রসা-
 লাপে, কোকিল জিনিয়া প্রিয়রবে । কেহ মলধনি
 করে, পুরুষের প্রাণ হরে, বঙ্গসম সেরব কে সবে ॥
 স্বর্ণলতা সম দেখ, সুরু বস্ত্র পরি কেহ, জলক্রীড়া করি
 খায় ঘরে । বসনে বর্ণের ছটা, দেখি লোক বাঁচে
 কটা, দৃষ্টিমাত্রে মনঃ প্রাণ হরে ॥ হিরা কাটা স্বর্ণ
 বালা, যত্রে পরে কোন বালা, রসভরা রসকলি
 নাকে । নিতয়েতে চন্দ্রহার, যেন শোভে চন্দ্রহার,
 সে শোভায় কেবা সভা থাকে ॥ মনঃ ভুলাবার মূল,
 খোঁপায় চাঁপার ফুল, উদাস করয়ে যার বাস । তা-
 মূল চর্চন করা, ওকোথরে রাগধরা, দে মুখের হাঁসি
 সর্বনাশ ॥ ধরিতে পুরুষচাঁদ, এইমত কত ফাঁদ,
 ফাঁদে যত কুলের কামিনী । নাহি জানে দিবা
 রাত্তি, মদনমদেতে মাতি, পোহাইছে জাগিয়া

বামিনী ॥ বুদ্ধিমান জ্ঞানী যারা, ধর্মভয় করে
 তারা, পরদারা স্পর্শ নাহি করে । কলিকে না করে
 ভয়, রণে করে পাপজয়, শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাত্ম করে ॥
 হাড়ি ভোম চণ্ডালাদি, নবে কেন প্রতিবাদী, যারা
 নাহি জানে নীতিকণা । দেখে মনোমতাদার, পশ্চাৎ
 না ভাবে আর, কাঁদে পড়ে সেই সব জনা ॥ অঁ-
 দাড়ে পঁদাড়ে ঝাড়ে, সদা ঝোড়ে আড়ে পাড়ে,
 নড়ে চড়ে আঁচড়ে সর্ব্বাঙ্গ । প্রাণ করে ছট্‌ফট্‌,
 হৃদ পাঁজি নট্‌খট্‌, চট্‌পট্‌ হৈলে হয় মাজ ॥ একপ
 নাগরীচয়, কোনমতে কাঁষ লয়, শেষে হয় লোক
 লাজভয় । ক্রমে গৃহে গুরুজন, জ্ঞাত হয়ে বিবরণ,
 ওমা সেকি কানাকানি কয় ॥ হয়েছে গিয়েছে
 মারা, তার আর কিবা চারা, হারা ধনে ভেবে কিবা
 করে । রাখিবারে কুলমান, সম্রমেতে করে দান,
 বহু কন্যা একত বরে ॥ বেজন সক্রত ভঙ্গ, ভূমিতে
 না পড়ে অঙ্গ, শতেক দুশত যার নারী । যেখানে
 সেখানে যায়, জামাই আদরে খায়, মুদ্রা লইবারে
 বাড়ে জারি ॥ নারীর শয্যায় বসে, আগে তারে
 ধরে কসে, দেহ কিবা রাখিয়াছ মান । টাকা
 পেলে হন খুশি, নতুবা মারেন ঘুশি, তৎক্ষণাৎ উঠি
 চলি যান ॥ নারী বলে একি ভাব, আমার অবস্থা
 ভাব, কোথা পাব তুমি নাহি দিলে । স্বামী কহে
 থাকত, সাত পাঁচ ভুলে রাখ, সোজা বল মিলে কি না

মিলে ॥ যেতে হবে বহু ঠাই, চালে মম খড় নাই,
 টাকার হয়েছে প্রয়োজন । নতুবা এদূরদেশে, কোন
 জন বল এসে, ঘরে নাহি হৈলে অনাটন ॥ ছুচারি
 বৎসরপরে, যদি পতি পায় ঘরে, তাহে হয় একপ
 ষটন । টাকা দেহ এই বুলি, প্রায় হয় চুলাচুলি,
 হ্রদে হয় রজনী বঞ্চন ॥ ইথে কি সতীত্ব থাকে,
 জাতিকুল কেবা রাখে, বিবাহ সে সংস্কার মাত্র ।
 যার যাতে মনঃ মজে, সে জন তাহারে ভুজে, ছোট
 বড় নাহি পাত্রাপাত্র ॥ স্বভাবের গুণ বাহা, অরণ্যে
 জন্মায় তাহা, কেহ রাখে কেহ করে পাত । জাতি
 পাছে হয় বাঁকা, কোনমতে দেয় ঢাকা, ফেলে সারে
 জামাইর পাত ॥ এইরূপে ধরাতলে, বর্ণসঙ্করের
 দলে, ক্রমে অনেক ব্যাপিল । যজ্ঞসূত্র গলে ধরি,
 বেদ উচ্চারণ করি, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইল ॥ তারা
 করে যোগযাগ, ধর্মের বাড়রে রাগ, কলির উৎসাহ
 জন্মে মনে । এইরূপ দিনর, ধর্ম কৰ্ম হয় ক্ষীণ, ডাক
 প্রাণকৃষ্ণ নারায়ণে ॥

অথ অকুলীন ব্রাহ্মণদিগের বিড়ম্বনা ।

পর্যায় ।

বল্লাল না করিয়াছে যাহাদের কুল । বিবাহ কা-
রণে তারা ভাবিয়া আকুল ॥ অর্থ সার্থ যোগাযোগ
ষাদিগের রয় । যোগে যাগে তাদিগের হয় পরিণয় ॥
নতুবা কিরূপে পিতৃবংশ রক্ষাপাবে । তাহা ভাবি
কাল যায় একভাবে ॥ জন্মাবধি কেহ করি উপা-
র্জ্জন । করিতে না পারে বিবাহের আয়োজন ॥
তথাপি মনের আশা ক্ষান্ত নাহি হয় । সদা ভাবে
বিধাতা কি হবে না সদয় ॥ কানা খোঁড়া কুজা যদি
এক নারী পাই । তবুতো আমারে কেহ বলয়ে জা-
মাই ॥ পাড়ার জামাই যত আইসে লোকের ।
তাহারা বাড়ায় সিন্ধু আমার শোকের ॥ ছায় বিধি
কেন মোরে নিদারুণ হলি । কান্তালাগি কত না
বেড়াব গলি ॥ ঘরকন্না বেচে যদি দিতে পারি পণ ।
তবু বিয়া নাহি হয় বিনা অভরণ ॥ নিশ্চয় বিবাহ
হবে যদি যায় জানা । সর্বস্ব শুচায়ে নৈলে করি
শ্বেতখানা ॥ এবাজারে একটি নন্দিনী আছে যার ।
গর্বেতে তাহার পদ ভূমে পড়া ভার ॥ কত জন
আসে কন্যা বিবাহের খোজে । গরজে অগ্রিম পণ
কত জন গোঁজে ॥ সন্দেশ মিষ্টান্ন সেই নাহি

খায় যার । জগতের মধ্যে ছার কপাল তাহার ॥ ধন
 থাকে পণ পায় পাত্র ভাল হয় । তবেই বিবাহ
 দিবে নতুবা তো নয় ॥ কিন্তু কিছু পাত্রের যদ্যপি
 দোষ থাকে । বাড়ায় পণের টাকা তবে থাকে ॥
 তাহাতেও পরিপূর্ণ নহে অভিলাষ । বলে ভাল-
 কপে দিতে হবে অধিবাস ॥ তাহা হৈলে কহে পুনঃ
 বিবাহের দিনে । বিবাহ হবে না মাতৃপুরস্কার বিনে ॥
 কন্যার মাতুলে দিতে হবে ব্যবহার । ইহা ভিন্ন
 কন্যা দিতে আমি অস্বীকার ॥ ছাঁড়লা তলার বরে
 বিবাহেরকালে ! কহিয়া নূতন কথা কেলায় জঞ্জা-
 লে ॥ এসেছে কন্যার মাসী বিদেশহইতে । তা-
 হারে বিশেষ মান হইবে করিতে ॥ বহু যত্নে কন্যারে
 সে করেছে পালন । তারে ক্ষুন্ন রাখি করা অযোগ্য
 করণ ॥ অধিকন্তু সে যদি না কন্যা দেয় দিতে । তবে
 না পারিব আমি কিছুই করিতে ॥ এইরূপে পাত্র বত
 তত দেয় গোঁজা । তবু কন্যা-কর্তার না হয় মনঃ
 সোজা ॥ বিবাহের এত কোটি করিয়া উদ্ধার ।
 অনায়াসে বিবাহ করিবে সাধ্য কার ॥ কারু বাড়-
 ইতে বিবাহের পণ । কন্যার হইয়া যায় গলিত
 ঘৌবন ॥ বিয়া পাশা পুরুষের এই বড় সুখ ।
 বিবাহ হইলে অঙ্গে দেখে পুত্রমুখ ॥ কেহ শেব
 অবস্থায় বিয়া করি । ছারেতে বসিয়া রয় হাতে
 লাঠি ধরি ॥ ভাগ্যবশে আয়ু তার হৈলে সমাধান ।

পৃথিবীতে করা হয় জলছত্র দান ॥ কেহ বা বিবাহ
লাগি হইয়া পাগল । বুদ্ধি শুদ্ধি ছাড়া হয় যেমন
ছাগল ॥ বিবাহের কথা সেই যদি কভু শুনে ।
আহ্লাদেতে নাচে গিয়া অন্ধকার কোণে ॥ বিয়া
দিব বলি কেহ মোট দিলে ঘাড়ে । অনায়াসে বয়ে
যায় মাথা নাহি নাড়ে ॥ কেহ যদি আসে তমরে
পাত্র দেখা বলি । তার আগে যান নাকে কেটে রস
কলি ॥ চুল পাকা দেখি যদি কেহ বুড়া কয় । তাহে
বলে আমার বয়স এত নয় ॥ ক্রোধে পাকিয়াছে
মম মস্তকের কেশ । বুড়ার বলি কেন বাড়াইছ
দেখ ॥ তবে বে দেখিছ মম ভেঙ্গেছে দশন । বয়ো-
দোষে নহে কিন্তু পীড়ার কারণ ॥ মারকুনি খাই-
য়াছি দুই তিনবার । সেইহেতু মুখ হইয়াছে মাড়ি
সার ॥ এইরূপে শ্রোত্রিয় বিপ্রেয় বিড়ম্বনা । যত
আছে তাহা করা যায় কি বর্ণনা ॥ দ্বিজ কহে বল্লভ
ইহার মূল হয় । কলাকুল বন্ধ যেই করে সমুদয় ॥

অথ কলির স্ত্রীপুরুষপ্রভৃতির ব্যবহার ।

পয়ার ।

ধন্য২ ধন্য কলি করি নমস্কার । যত কিছু বিষটন
সকলি তোমার ॥ তোমার প্রতাপে এইসব প্রজা-

গণ । করিতেছে সবে বহুবিধ অকরণ ॥ পতি
 জায়াপ্রভৃতির ঘেন ব্যবহার । তব রাজ্যে হইছে তা
 কি বর্ণিব আর ॥ বিধিমত বিয়া করি যারে ঘরে
 আনে । অমূল্যে বিক্রীত লোক হয় তার স্থানে ॥
 শাস্ত্রে শাস্ত্রে যেজন জিনেছে সবদেশ । রমণীকৃতক্ষে
 তঙ্গ সেও সবিশেষ ॥ শাস্ত্রে বলে রমণীর গুরু হয়
 পতি । মিথ্যা তাহা কিন্তু নারী পুরুষের গতি ॥ তত
 দিন মান্য পিতামাতা গুরুজন । যত দিন নহে শয্যা
 গুরুসম্ভাষণ ॥ মহাক্ষে শ্রেষ্ঠ দেহ পুষ্ট করে যারা ।
 ভার্য্যার তাঁড়ামি স্নেহে পর হয় তারা ॥ স্বগর্ভ সম্বন্ধে
 প্রীতি যেসবার সনে । ভিন্ন হয় তাহারা স্বভার্য্যার
 কারণে ॥ বরঞ্চ গুরুর বাক্য করয়ে হেলন । সাধ্য কি
 জায়ার কথা করিতে লজ্জন ॥ অতান্ত প্রগলভা নারী
 কলির প্রভাবে ! পুরুষে পাগল করে কত কুটভাবে ॥
 পতিকোলে থাকি যারা বাঞ্ছে পর পতি । দ্বিকং কলি-
 যুগে তারা হয় সতী ॥ কুকর্ম্ম করিতে যদি কেহ দেখে
 তারে । পতির নিকটে তাহা ছলে বলে সারে ॥ কন্দ-
 লের ভয়ে স্তব্ধ শাশুড়ী ননদ । এমনি কি গুণ ধরে
 ত্র্যমূল সনদ ॥ পতি যদি কভু কিছু করে তিরস্কার ।
 শুনাইয়া দেয় শতং গুণ তার ॥ ভার্য্যা পরিতোষ
 মাত্র করি আকুঞ্চন । বেদ ছাড়ি মৈচ্ছশাস্ত্র পড়ে
 দ্বিজগণ ॥ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ।
 রমণীর অতিমুখে রহে কৃতাজলি ॥ নারীমত ভিন্ন

কেহ না হয় স্বতন্ত্র। ধন্য রমণীর উপদেশ মন্ত্র ॥
মহাকণ্ঠে প্রাণ মান করি পরিক্ষয়। ধন অভরণ
আদি দিলে তুষ্ট হয় ॥ নহে বলে নীমুখার কপালে
পড়িয়া। চিরকাল গেল মোর কান্দিয়া ॥ পাড়ার
বহুড়ি স্মৃথে পরে অভরণ। আমার নহিল কভু সে
আশা পূরণ ॥ সধবার হৈল যদি বিধবার মাজ।
পোড়ামুখ পতি বেঁচে থাকা কোন কায ॥ হোক
মেনে যদ্যপি বৈধব্য দশা পাই। পরপতি ধরি মনো-
বাসনা পূরাই ॥ কবি কহে ধনা কলি তোর বলি
হারি। পুরুষে করিল ভেড়া যতকুল নারী ॥

অথ পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যাবতারের বিবরণ।

জিপদী

এইরূপে ধরাতল, ব্যাপ্ত হৈলে অবিকল, বেদ পথ
হেরি লুপ্ত প্রায়। শ্রীনারদ তপোধন, পৃথিবী করি
ভ্রমণ, দেখিলেন তাহা সমুদায় ॥ একি ঘোর কলি-
কাল, পাতিয়াছে মোহজাল, বিনাশিতে বিবেক হরিণ।
ভারত মরুকানন, দিয়া পাপ ছতাশন, সেই দন্ধ
করে প্রতিদিন ॥ একপ স্মবিশঙ্কট, জীবের ঘোর
শঙ্কট, কিরূপে হইবে নিবারণ। বিনা বিষ্ণুঅবতার,

উপায় না দেখি আর, কেমনে তা হইবে ঘটন ॥ দেখেছি পুরাণ চাই, কলিতে কৃষ্ণের নাই, প্রত্যক্ষ রূপেতে অবতার। যদি ভক্তবেশ ধরি, অবতীর্ণ হন হরি, তবে হয় লোকের নিস্তার ॥ এত চিন্তা করি মনে, উপনীত হৃন্দাবনে, নারদকুণ্ডের উপকূলে। শিরে পূর্টাঞ্জলি ধরি, ভক্তিভাবে নমস্করি, কৃষ্ণে স্তুতি করে নীপমূলে ॥ তাহে তুষ্ট ভগবান, নারদে অভয় দান, করি কহিলেন তাঁর প্রতি। তব তেজ মুনিবর, কলির কলুষভর, আমি বিনাশিব এসংপ্রতি ॥ গোড় দেশে আছে ধাম, শ্রীল নবদ্বীপ নাম, সুরধুনী তীরে চমৎকার। তাহে বিপ্র অগ্রগণ্য, জগন্নাথ মিশ্র ধনা, হব আমি তাঁহার কুমার ॥ শচীনামে তাঁর নারী, ভক্তিবশ হয়ে তাঁরি, জনম লইয়া সে জঠরে। ধরিয়া সন্ন্যাসিবেশ, নিস্তারিব সব দেশ, নিজভক্তি উপদেশ ভরে ॥ নারদে এতেক বলি, নিরস্ত করিতে কলি, জন্মিলেন আসি নদীয়ায়। হরিনাম সঙ্কীর্্তন, করি-বারে প্রকটন, ভক্তগণ সঙ্গে সমুদায় ॥ কৃষ্ণভজ কৃষ্ণগাও, কুপথে কেহ না যাও, কৃষ্ণনাম জপ অনি-বার। বিনা কৃষ্ণ-রব, কলির কলুষ সব, নিস্তারিতে গতি নাহি আর ॥ যোগযাগ ক্রিয়া বত, কলিতে হয়েছে হত, লুপ্ত হইয়াছে বেদপথ। যদি হবে তবে পার, হরিনাম কর সার, ইহা বিনা সকলি বিতথ ॥ এইরূপ উপদেশ, দিয়া জাখি নানা দেশ, কৃষ্ণভক্তি

করেন প্রচার । হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন, শব্দে অতিভীত-
মনঃ, কলিরাজ করে হাহাকার ॥ বলে একি দায়,
দেখি একি অনুপায়, ঘটিল আমার অধিকারে । শুনে
মাত্র হরিনাম, ভাবিতেছি পরিণাম, পড়ি বুঝি
বিপদ পাথারে ॥ এত ভাবি কলিরাজ, ব্যথিত হৃদয়
মাঝে, মস্তিষ্কবরে, ডাকিয়া তখন । নিজমনে পেয়ে
ভয়, কাতরেতে স্ববিষয়, রক্ষাহেতু করয়ে মন্ত্রন ॥

অথ কলির তৃতীয় মন্ত্রনা ।

পয়ার ।

কলি কহে মস্তিষ্কবর একি সর্বনাশ । কেন প্রতি-
কূল মম প্রতি শ্রীনিবাস ॥ কত যত্নে এইরাজ্য করেছি
শাসন । তাহে একি অমঙ্গল ঘটিল ভীষণ ॥ একি
হরিনাম মহিমা অপার । ক্রতমাত্র পাপপুঞ্জ করে
হারস্ফার ॥ মদ্য মাংস স্পৃহা দেখ সকলে তেজিছে ।
সকলেই ক্লকপদ সরোজ ভজিছে ॥ আর দেখ যে
জন্যেতে কুলীনের কুল । নিবন্ধ হইল তাহে নাহি
দেখি কুল ॥ এক পুরুষেতে যত নারী বিয়া করে ।
সে মরিলে তার সঙ্গে সবে পুড়ে মরে ॥ ইহাতে কি
কপে অধিকার রক্ষা হবে । কহ মস্তি কি উপায়

করি আমি তবে ॥ মন্ত্রী কহে মহারাজ না কর চিন্তন । আছে সহুপায় এক অতিশুলক্ষণ ॥ এভারত-বর্ষে আছে যতেক মানব । অদ্যাপি সে সবে নাহি হয়েছে বৈষ্ণব ॥ আছে শাক্ত শৈব গাণ-পতা বহু লোক । উপায়ে নাশহ মহারাজ নিজ শোক ॥ ক্রোধ সেনাপতিপ্রতি কর আজ্ঞাপন । দ্বেষ দন্তু সহ সেহ মাজুক এখন ॥ বঙ্গরাজ্যে আছে যত ধার্মিক সকল । আক্রম করুক তাসবারে করি বল ॥ লোভ তাহে রাগ আদি সহচর সনে । গমন করুক তার পশ্চাতে যতনে ॥ মায়া আর মোহ নামে তব সেনাপতি । মুচ্ছদেশে যারা বাস করিছে সম্প্রতি ॥ বিবেকের ভয়ে তারা ভারত তবনে । প্রবেশিতে নাহি পারি রহে দুঃখিমনে ॥ মুচ্ছমাঝে মহানন্দ মোজেস্ আখ্যান । মায়ামোহ দুইজনে আছে বিদ্যমান ॥ আজ্ঞা কর তাদিগে আসিতে এই দেশে । দেখিবে তাদের শক্তি প্রকাশিবে শেষে ॥ যার ভয়ে তারা হেথা না করে আগতি । সে বিবেক এখন হয়েছে হীন অতি ॥ গিয়াছে যৌবন-তার হয়েছে প্রাচীন । মদনের ভয়ে ভীত তাহে প্রতিনি-দিন ॥ অতএব মায়ামোহ তেজি তার ভয় । এখন আসিয়া হেথা লভুক বিজয় ॥ শুনিয়াছি ভাগবতে অন্য বিবরণ । কোকবেঙ্গ দেশে পূর্বে ছিল ঘেরা-জন ॥ অর্হৎ তাহার নাম খ্যাত চরাচরে । সে

আসি জন্মিবে এবে ভারত ভিতরে ॥ পূর্বে শ্রীধামত-
দেব ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে । আচরিল। সেই কৰ্ম অব-
নীতে রয়ে ॥ তদাতাস শিক্ষা করি সেই এ কলিতে ।
অবতীর্ণ হবে আসি ভয় কি বলিতে ॥ তার উপদেশে
ক্রমে এই বঙ্গদেশ । তোমার আনন্দকর হইবে
বিশেষ ॥ নবাগণ তার উপদেশ অনুসারে । শৌচ
আদি ত্যাগ করিবেক একবারে ॥ দেব দ্বিজ বেদ
পথ করিবে দূষিত । হইবে ভারত রাজ্য পাষণ্ডে
ভূষিত ॥ অধিকন্তু বিধবা বিবাহ আয়োজন । তাহা
হইতেই বহু হইবে ঘটন ॥ কালেতে ঈশ্বর ইচ্ছা-
বশতঃ সে কাষ । অনায়াসে প্রবেশিবে ভারত সমাজ ॥
সেই দ্বারে ভূমিতল তেজিয়া শ্রীহরি । অন্য দেব
মূর্তিসহ করিবে শ্রীহরি ॥ সতীহতা নিবারণ করি-
বেক সেই । তব অধিকার বৃদ্ধিহেতু আছে এই ॥
ভূমিতাহে আনুকূল্য করিবা বিশেষ । গাহে স্বেচ্ছা
চারী হয় ভারত প্রদেশ ॥ তব প্রতি শিবআজ্ঞা
আছে পূৰ্ব্বাপর । গৌড় দেশে নিজ নামে করিতে
নগর ॥ তাহাতে বিলম্ব আর উপযুক্ত নয় । করহ
প্রযত্ন যাতে শীঘ্র সিদ্ধ হয় ॥ তাহে মায়ামনোহ
দলে করিলে স্থাপন । অনায়াসে সৰ্ব্বদেশ হইবে
শাসন ॥ আর এক পরামর্শ আছে মহারাজ । বিষ্ণু
ভক্তি যাহাতে তেজিবে এসমাজ ॥ প্রথমে কর্তব্য
হয় সেই অনুষ্ঠান । তাহাতে পাইবে ভূমি অশেষ

কল্যাণ ॥ রমণীয় আছে এক তাহার উপায় । কুল
ধর্ম যদি বিষ্ণুভক্তি পথে যায় ॥ তবেই উভয় ধর্ম
ভ্রষ্ট হয়ে সবে । বথেষ্টাচরণ তারা করিবে এভাবে ॥
ইহাতে প্রযত্ন যাহা করিবারে হয় । মহারাজ বিবে-
চিয়া কর সমুদায় ॥ মন্ত্রিবাক্য শুনি কলি হয়ে হ্রষ্ট
মন । ক্রোধপ্রতি দিগ্বিজয়ে করে আজ্ঞাপন ॥

অথ ক্রোধের দিগ্বিজয়ার্থ দ্বেষদন্তকে প্রেরণ ।

লঘু ত্রিপদী ।

কলিআজ্ঞাপন, পাইয়া তখন, ক্রোধ কহে দন্ত
দেবে । ওহে বীরদ্বয়, দৌহে এসময়, যাত্রা কর
গৌড়দেশে ॥ করি রণসজ্জা, নিবারহ লজ্জা, জয়
কর শক্রনলে । যেন ধর্মসৈন্য, সবে পেয়ে দৈন্য,
নাহি রহে ভূমিতলে ॥ শুনি দ্বেষদন্ত, সঙ্কে মান
সুত্ত, অবিলম্বে করি সাজ । আসি গৌড়দেশে, অমনি
প্রবেশে, নদীয়া সমাজ মাঝ ॥ পণ্ডিত নিকরে, আগে
আসি ধরে, তাহে তদধীন হয়ে । যত ধীরগণ, দস্ত্রে
নিমগন, দ্বেষ করে ধর্ম লয়ে ॥ বলে একি দায়, দেখি
নদীয়ায়, যত বেটা অধঃপেতে । তেজি ধর্ম কর্ম,
লজ্জা ভয় শর্ম, রহে হরি নামে মেতে ॥ নাহি বুঝা

সুজা, তেজে সন্ধ্যা পূজা, খড়ি মাটি মাথে গায় ।
 এত বড় জ্বালা, বোঝা মালা, গলে পরে একি দায় ॥
 তেজে তুর্গা কালী, হাতে কুঁড়ো জালি, টেনে সদা
 মরে । কলকলা তপ্ত, দবাছ উদ্গত, করি সদা নৃত্য
 করে ॥ কৃষ্ণনাম শুনে, বান্দে কি কারণে, কিছুই
 বুঝিতে নারি । মৃত স্মৃতদারা, মনে হলে পারা, বঞ্চে
 ছনয়নে বারি ॥ দৈব ঠৈত্র ক্রিয়া, সব বিসর্জিয়া,
 কেবল কান্দিয়া সারে । শচীপিশীর্ বেটা, সেইত
 এলেঠা, বাপায়েছে এসংসারে ॥ নানা জাতি মেলি,
 করে সদা কেলি, গলাগলি কোলাকুলি । নাহি যাগ
 যোগ, পিতৃশ্রাদ্ধে ভোগ, দিয়া করে ছলাছলি ॥ মত
 পিণ্ডীস্বর, যেমত অস্বর, ভ্রমে সদা দেশে । দেখি
 সেসকলে, ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে, মনঃ পুড়ে যায় ছেনে ॥
 একপে সে সবে, অসুরা আসবে, মত্ত করি অতিশয় ।
 চলে দ্বৈষদম্ব, সঙ্গে মানস্তু, যেখানে বৈষ্ণবচয় ॥
 দ্বৈষের বৈভবে, যতেক বৈষ্ণবে, হয়ে শান্তিজ্ঞান
 হত । শাক্ত শৈবগণে, নানা কুবচনে, নিন্দা করে
 অবিরত ॥ বলে একি পাপ, একি পরিতাপ, এখন
 কি ধরাতলে । আছে দৈত্যকুল, না হয়ে নিষ্ঠুর,
 দ্বিজরূপে দলে ॥ অতিদয়াহীন, হৃদয় কঠিন,
 প্রতিদিন হিংসে ছাগ । কপালে ত্রিপুণ্ড, যতেক পা-
 বণ্ড, দেখিলে বাড়য়ে রাগ ॥ দ্বিজ অভিমান, সদা
 দীপ্যমান, আছে সকলের মনে । হাড়ি ডোম প্রায়,

মদ্যমাংস খায়, তথাপিও জনেৎ ॥ বলি নীচ ক্ষুদ্র,
নাহি ছোন শূদ্র, শুঁড়ি বুঝি শূদ্র নয় । সেই সে
সবার, প্রবেশি আগার, সুখে মদ্যপান হয় ॥ অধির-
উৎপাত, তে ফেরেঙ্গা পাত, দিয়া স্নান পূজা করে ।
দেখি সে আচার, মনে নাহি কার, অনিবার রাগ
ধরে ॥ মত্ত হইবে মদে, নিজ জায়াপদে, পুষ্প দেয়
ইচ্ছজ্ঞানে । যাতে করে রতি, তাতে মূঢ়মতি, মাতৃ-
তুল্য মনে মানে ॥ নিজে পশু যেই, পশুবধে সেই,
দ্বিধা পশু না রাখিতে । সাধু শাস্ত্রগণে, পশু বলি
গণে, তাই ঘেঁষ করি চিতে ॥ একপে সকলে, নানা
দলেৎ, নিন্দা করে পরস্পর । দ্বিজ কবিকহে, দেবতা
কলহে, মত্ত হৈল চরাচর ॥

অথ শাস্ত্র বৈষ্ণবের কলহ ।

গদা ।

কোন সময়ে এক ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকালে গা-
ত্রোপান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাধানপূর্ব্বক ললা-
টোপরি পরিস্কৃত গঙ্গামৃত্তিকানির্ম্মিত বিস্তৃত ত্রিগুধারণ
এবং হস্তে আরক্ত জবা কুমুম ও বিল্বপাত্রাদি দ্বারা
অর্কপূর্ণ পুষ্পভাজন গ্রহণপুরঃসর মুখে “কালী

ব্রহ্ম", এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক এক রম্যোচ্চারণে
 পুষ্পাহরণার্থ গমন করিয়াছিলেন, দৈবাৎ এক জন
 বৈষ্ণব তথায় ভগবৎপূজার্থ তুলসী পুষ্পাদি চর্চন
 করিতে আসিয়া ক্রমে বিরবে আগত ভট্টাচার্য্যকৃত
 "কালী ব্রহ্ম" এই ধ্বনি শ্রবণমাত্র চমকিত হইয়া আঃ
 পাপ ! কে এপ্রাতঃসময়ে কুৎসিত শব্দ করিতেছে !
 ইহা ভাবিয়া চতুঃপার্শ্ব অবলোকনকরত সম্মুখে
 করণ্ডহস্ত ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া কহিলেন, ওহো
 দ্বিজহুড়িপ ! তা নৈলে একপ "রাম খোদাই" শব্দ
 কে আর প্রত্যুষঃকালে উচ্চারণ করে। ভট্টাচার্য্য
 তাহার এই বাক্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে
 চৈতন্যের খাঁড় ! দ্বিজহুড়িপ কি ? বৈষ্ণব কহিলেন,
 তাহা জানিলে কি একপ দশা হয় ? না, এই প্রকার
 "রাম খোদাই" শব্দ উচ্চারণ করিস্। আমরা সক-
 লেই জ্ঞাত আছি যে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া
 থাকেন ও হুড়িপেরা হা-করা দেবতার উপাসনা
 করে। তাহাতে যখন তুই ব্রাহ্মণ হইয়া ঐ হা-করা
 দেবতার নামের সহিত ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণ করিলি
 তখন তোকে দ্বিজহুড়িপ না বলিয়া আর কি
 বলিব ?

শান্ত ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ওরে জাতিনাশা পশু !
 তোর একপ বুদ্ধি না হইলে তুই "গোরাং" করিয়া
 মরিবি কেন, তুই তো কখন তন্ত্র শুনিস্ নাই, ওকখন

পণ্ডিতসমাজেও বসিস্ নাই তবে তোর ব্রহ্মপদার্থ কি প্রকারে জ্ঞান হইবে? তন্নে যে কালীকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন তোর সে জ্ঞান থাকিলে কি তাঁহাকে হা-করা দেবতা বলিস্?

বৈষ্ণব । হাঁ আমি তত্র শুনিয়াছি ও পণ্ডিতসমাজেও বাস করিয়াছি কিন্তু “মাদারচোতে” তন্ত্র কখন শ্রুতি নাই এবং মাদারচোত পণ্ডিতের সহিত কখন সহবাস করি নাই বটে বোধ করি সেই তন্ত্রেই হা-করা দেবতাকে ব্রহ্ম বলে এবং সেই পণ্ডিতেরাই উক্ত দেবতার আরাধনা করে, কিন্তু আমরা তাহাকে ব্রহ্ম বলি না ও তাহার উপাসনার কথা দূরে থাকুক ভুলেও কখন তাহার নাম করি না, ইহাতেই কি আমরা জাতিনাশা পশু হইলাম?

শাক্ত । বড় যে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলি! তোরা কি জাতিনাশা পশু নহিস্,? বল্ পশুর আচরণে ও তোদিগের আচরণে প্রভেদ কি? দেখ্ পশুরা যে প্রকার একত্র মিলিয়া আহার বিহার করে তোরাও সেই প্রকার ছত্রিশ জাতি একত্র মেলিয়া পঙ্কতে আহার ও যত বেটি উচ্চারণী বৈষ্ণবীদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকিস্, ইহাতে তোদিগকে পশু না বলিয়া কি মানুষ বলিতে হইবে?

বৈষ্ণব । ও রাম! ইহাকেই কি ভুই গালাগালি বোধ করিলি? দোহাই তোদিগকে তোদের হাতি-

শুঁড়োর মার, তোরা সত্য বল দেখি, তোদিগের মানিত তত্ত্ব কি, “মাদারচোতে” তত্ত্ব নয় ? ও সেই তত্ত্ব শানিয়া চলিলে কি “মাদারচোত” হয় না ? দেখ্ তোদিগের এ তত্ত্বে বাবাকে মাতৃভাবে চিন্তা করিতে কহিয়াছে তাহাকেই আশার রমণ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছে যথা:—“অানীয় সংস্কৃতাং শক্তিং সুন্দরীং যৌবনান্বিতাং । বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা মাতৃবুধ্যাচ পূজয়েৎ ।” মাতৃমুখে পিতৃমুখং সংযোজ্য ত্রিদশেশ্বরী । তাড়য়ন্ ভক্তিভাবেন সহস্রং প্রজপেদনুং । যোনিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গশ্চ জনকঃ পিতা । মাতৃভাবং পিতৃভাবং তয়োস্তু পরিচিন্তনং ।” হারে ও যগুমৰ্ক ! তবে যে আবার এই কথাকে গালাগালি বিবেচনা করিতেছিন্স্ ! আর তুই বল দেখি, তোদিগের কি নিজের জাতি আছে ?

শাক্ত । আমরাদিগের কেন জাতি না থাকিবে, আমরা কি তোদিগের মত যার তার বাড়িতে বাই ? না, যার তার সঙ্গে একত্রে ভোজন করি ?

বৈষ্ণব । হারে ও মোনাকাটা বামনা ! তোরা যার তার বাড়িতে খাইন্স্ না বলিতেছিন্স্, আর যখন শুঁড়ি বাড়িতে চক্র করিয়া ছাড়ি-ডোম-চণ্ডাল একত্রে সুরাপান করিস্ তখন তোদেরবেলায় বুঝি সে “প্রবৃন্তে তৈরবীচক্রে সর্ষে বর্ণাধ্বিজোত্তমাঃ । নিবৃন্তে তৈরবীচক্রে সর্ষে বর্ণাঃ পৃথক্২৷” এই তত্ত্ববচন বেদের

বচন বলিয়া জ্ঞান হয়, আর আমরা যে শ্রীমহাপ্রসাদ বৈষ্ণব সকলের সহিত একত্র ভোজ করিয়া থাকি তাহাতেই কি আমরা জাতিনাশা হইব ?

শাক্ত । মর বেটা হতভাগ্য ! কোথা বাজা ভোজ, আর কোথা গজারাম তেলি, কোথা আমাদিগের ভৈরবীচক্র, কোথা বেটাদিগের পঙ্কত, কোথা আমাদিগের কালী কুইন বিক্টোরিয়া, কোথা তোদিগের কৃষ্ণ সড়াচাপরাসী, আমরা ! একথা বলিতে কি লজ্জা পায় না ?

বৈষ্ণব । আঃ কি বিবেচনা ! কি বুদ্ধির তাৎপর্য ! না হবে কেন ! রতনেই রতন চেনে ! তুই কি এই কথা সহজশরীরে বলিতেছিস্ ? না, কিছু খেয়ে টেয়ে এসেছিস্ ” বোধ করি কিছু খেয়েই আসিয়া থাকিব, নতুবা একথা বলিতে তোদের কি শরমও হয় না ? কেননা তুই ত্রৈলোক্যনাথ কৃষ্ণকে সড়াচাপরাসী বলিয়া কোথাকার জলাপেতনীকে কুইন বিক্টোরিয়া বলিতেছিস্ । কি হতভাগ্য ! হারে কৃষ্ণ যদি সড়া চাপরাসী হয় তবে তোদের দাঁতকারা কুইন কেন তার দ্বারপালিকা হইবে ?

শাক্ত । আমাদিগের ত্রিলোকেশ্বরী কোথায় তোদিগের কৃষ্ণের দ্বারপালিকা হইয়াছেন ?

বৈষ্ণব । কেন তা কি শুনিব নাই ? হা কপাল ! তা শুনিলে এমন কহিব কেন । এখন যাহারা

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র গিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে বিমলা সেখানে কি করে ?

শান্ত । তাহা শুনিব না কেন ! তুই যেমন হাবা শুনিতে বাবা শুনিব তাহাই শুনি নাই। বিমলা যে শ্রীক্ষেত্রের পীঠেশ্বরী সেটা জানিস্ ? না, মুখে যাচ্। আইসে তাহাই বলিস্ ? বরঞ্চ তোদের জগন্নাথই তাহার দ্বারপাল, যেহেতু তন্নে জগন্নাথকে বিমলার ভৈরব বলিয়া উক্ত করেন !

বৈষ্ণব ! হারে বামুনের ঘরের গরু ! তোর ইচ্ছা বিবেচনা হইল না যে, যে স্বয়ং প্রভু হয় সে কি দ্বারপালের প্রসাদ খাইবার নিমিত্ত হা করিয়া গড়িয়া থাকে ? তুই ভাল-লোককে জিজ্ঞাসা করিস্, তোদের বিমলা আমাদিগের শ্রীজগন্নাথের চতুর্দারের হাড়ী কি না ? অর্থাৎ হাড়ীজাতি যেমন কাহারো বাটীতে ভোজ্য কাষ হইলে তাহাদিগের উচ্ছ্রিষ্টশেষ গ্রহণহেতু দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে, সেই প্রকার তোদিগের বিমলা তথায় আছে কি না ?

শান্ত । হারে বেটা পাষাণ ! তুই যে বড় শক্তন বলিতে লাগিলি ! তুই কি তোদিগের কৃষ্ণের দুর্গতিটা দেখিস্ নাই ? সে যে আমাদিগের রাজরাজেশ্বরীর সুখাসন বহনহেতু বেহাঙ্গাগিরি কার্যে নিযুক্ত আছে, তাকি জানিস না ?

বৈষ্ণব । হাঁ আমি তাহা জানি, কিন্তু যিনি

মস্তকে করিয়া নানাবিধ প্রাণির আসনস্বরূপ এই ভূমণ্ডল বহন করেন তিনি যে তোদিগের দেবতার আসন বহিবেন ইহা বিচিত্র কি? কেননা তিনি যাহাকে না বহন করেন সে কি লবনিমেষকাল স্থিতি করিতে পারে? ইহাতেই বুঝিবি যে আমাদিগের প্রভু বতঙ্গণ তোদিগের দেবতাকে ধারণ করিয়া আছেন ততঙ্গণই সে আছে, নতুবা তিনি ছেড়েদিলে সে এতদিন কোথায় রসাতলে যাইত তাহা কি তোরা দেখিতে পাইতিস? না, তাহার দোহাই দিয়া এইভাবে মদ খাইয়া বেড়াইতে পারিতিস? বিশেষতঃ লোকে বলে জাতির মরা জাতিতেই বহে অতএব দেবতার মরা দেবতাভিন্ন আর কে বহিবে!

এইরূপ শাক্ত ভট্টাচার্য্য ও বৈষ্ণব উভয়ে কিয়ৎকাল বাদানুবাদকরত পরস্পর রাগান্বিত হইয়া দুই জনে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল ও ঐ প্রকার নানা উপাসকেরা পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। বস্তুতঃ কি কালের মহিমা! যদ্বারা মুক্ত হইয়া উপাসনা ভেদে নানা মূর্ত্তিধারি এক পরমেশ্বরের পরস্পর দ্বেষ আরম্ভ করিয়া পাপপঙ্কে সংসার নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইল।

অথ কলিকর্তৃক নূতন রাজধানী নির্মাণ ।

ত্রিপদী ।

এইরূপে কলিরাজ, দ্বেষে মগ্ন এসমাজ, দেখি
অতি আনন্দিত চিতে । কোথা রাজধানী করি, এই
ভারত তিতরি, মনোমাবে লাগিল চিন্তিতে ॥ নিবে-
ধিল পশুপতি, আর্য্যাবর্ত্তে নিবসতি, করিতে আ-
মারে কিছুকাল । তাঁর আজ্ঞা উলঙ্ঘিলে, স্ত্রবিপদ
তিমিঞ্জিলে, গ্রাসে পাছে হইয়া করাল ॥ অত-
এব গৌড়দেশে, গিয়া এবে স্ত্রবিশেষে, নিজ নামে
স্থাপিব নগর । মায়ামোহ অনুচরে, রাজা দিয়া
তার করে, মন আশা পূর্য্যবিস্তর ॥ এত ভাবি সেই
কলি, নিজ কার্য্যে সুকৌশলী, ক্লাইব সাহেব বেশ-
ধরি । বাণিজ্য করা কপটে, সুরধুনীপূর্কতটে, বির-
চিল অপূর্ক নগরী ॥ কি কব তাহার শোভা, ত্রিভুবন
মনোলোভা, সুলভা অমরাপুরী প্রায় । সুরনর
মনোরম্য, শোভে শতং হস্ত্য, হেরি পাপ তাপ দূরে
যায় ॥ কিবা ধবলিম কান্তি, হেরে মনে হয় ভ্রান্তি,
কলিপ্রতি রূপা করি হর । আপন নিবাসপ্রায়,
শতং গিরি তায়, দিয়াছেন করিতে নগর ॥ ধকুং
তকুং, কিচটকু ঝকুং, লকুং করিছে সকল । প্রাক্কণ
প্রাচীর দ্বার, কব তার কি বাহার, পরিষ্কার তাবতীয়

স্থল ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র, বৈশ্য আদি ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র,
 ভদ্রাভদ্র নানা জাতিগণ । ইউরোপ বর্ণা চীন, জর্মানী
 গি যাবা কোচিন, গ্রীসিয়ান প্রভৃতি যবন ॥ সকলে
 আলয় করি, ভূষিত করে নগরী, বলিহারি কি কহিব
 তার । দেবালয় গির্জা ঘর, আছে উচ্চ উচ্চতর, মনো-
 হর কত চমৎকার ॥ দোকানী পশারি যারা, শারিঃ
 শোভে তারা, মণিহারি মহাজন যত । ফিরিস্তী
 করাসি আর, সেবাইন দিনামার, সদাগরি করে
 অবিরত ॥ স্থানেঃ বিদ্যালয়, তাহাতে বালকচয়
 নিরবধি করে অধ্যয়ন । যতেক চিকিৎসাগার, প্র-
 শংসা কে কবে তার, সুস্থ হয় তাহে রোগিগণ ॥
 বার নারী দিয়া বার, রহে তারা অনিবার, একবার যে
 নাকি তা হেরে । ভেজি লজ্জা ধর্মভয়, সে করে সে
 পদাশ্রয়, অশংসয় পড়ে যায় ফেরে ॥ পরিসর রাজ-
 পথ, তাহে করে গতাগত, অবিরত শতঃ জন । কি
 মধুর সুঘর্ষর, রবেতে চলে শগড়, দড় বড় ধায় অশ্ব-
 গণ ॥ কোর্ট উইলম নাম, দুর্গ অতি অভিরাম, সংস্থা-
 পিত হয়েছে তথায় । কি কব অধিক আর, দিকঃ
 দিক তার, নয়নে যে না দেখেছে তায় ॥ অনুপম সেই
 কেল্লা, অতুল তাহার জেল্লা, ত্রিভুবনে না দেখি তেমন ।
 কালান্তক কালসম, যুদ্ধে অতি সুবিষম, কত শত
 আছে বীরগণ ॥ ছুড়ঃ ছুড়ঃ, নিনাদেতে তিনপুর,
 কম্পিত করিয়া ক্ষণেঃ । হয় কত তোপধনি, সে ধনি

শুনি অশনি, লজ্জা পেয়ে না রয় ভুবনে ॥ পশ্চিমদি-
গেতে গজ্জা, বিপুলতর তরঙ্গা, কল কল রবে খাবমানা ।
বোট বজ্রা ইন্টিমর, রয়েছে তার উপর, পিনাস
জাহাজ আদি নানা ॥ এইরূপ মনোহর, নির্মাণ করি
নগর, কলিকর্তা বলি রাখে নাম । গুণনিধি কহে
সার, কলি তব এইদার, পরিপূর্ণ হবে মনস্কাম ॥

অথ মায়ামোহ চরের প্রতি রাজ্যভারাপণ

পয়ার ।

এইরূপে কলিরাজ স্থাপিয়া নগর । মায়া মোহচরে
রাজ্য দিল তার পর ॥ বিষকুন্ত পয়োমুখ সেই সভ্য-
জাতি । প্রকারে প্রজার দ্রোহ করে নানাজাতি ॥
লইতে প্রজার ধন নাহি করে বল । অথচ সর্বস্ব
লয় করিয়া কৌশল ॥ যে দেশে যতক হয় লোভের
সঞ্চার । সে দেশে ততই ছুঃখ বাড়য়ে সবার ॥ তার
মূল হয় কুট বাণিজ্য করণ । রাজার উচিত বাহা
করা নিবারণ ॥ তাহা দূর পরাহত করি নিজে ভূপ ।
কুট ব্যবসায় সদা করে নানারূপ ॥ কাষ্ঠ লোষ্ট্র কুস্
কাস্ দিয়া নানামত । বদল করিয়া ধন লয় কতশত ॥

বিলাতী দ্রব্যের চাকচৈক্যে অনিবার । লইতে
 বাসনা তাহা নাহি হয় কার ॥ বে দ্রব্যতে যত লুক
 হয় যার মন । সে দ্রব্য লইতে তার তত আকুলন ॥
 অথচ না থাকে ধন যদ্যপি তাহার । তবে সেহ করে
 নানামত কদাচার ॥ চৌর্য্য হিংসা প্রবঞ্চনা শিখে
 সেই দ্বারে । কূট বাণিজ্যের কল এইত সংসারে ॥
 মদ্য পান প্রজাদের হানিকর হয় । লজ্জা ধর্ম্ম ধন
 মান যাতে পায় ক্ষয় ॥ নির্ধন হইয়া যেই মদ্যপান
 করে । পূর্ব্ববৎ অপকর্ম্ম শিখে সেই নরে ॥ হেন মদ্য
 রাজা নিজে করিতে বিক্রয় । স্থানেই করেছেন মদি-
 রা আলয় ॥ বেশ্যাসঙ্গ হয় নানা কুকর্ম্মের মূল । সেই
 বেশ্যারুদ্ধিপ্রতি রাজা অনুকূল ॥ নারী যদি কুপ-
 থেতে করয়ে গমন । রাজার উচিত তারে করিতে
 শাসন ॥ তাহা কোথা বরঞ্চ রমণী যদি কয় । পতি-
 গৃহে থাকিতে আমার মন নয় ॥ তবে তারে আজ্ঞা-
 দেন করিতে কসব । এরাজর সুবিচার এইরূপ সব ॥
 যেদেশে বেশ্যার যত যত বৃদ্ধি বটে । সেই দেশে তত
 তত অমঙ্গল ঘটে ॥ বেশ্যার সম্ভোষহেতু বেশ্যাপ্রি-
 যজন । বিবিধ কুকর্ম্ম করে ধন উপার্জন ॥ চৌর্য্য
 দস্যবৃত্তি প্রবঞ্চনা মিথ্যাবাদ । বেশ্যা সেবাহেতু ঘটে
 এসব প্রমাদ ॥ এদিগেতে শান্তিরক্ষাহেতু আঁটো-
 আঁটি । নারিকেলত্বকু খাওয়া যেন ফেলে আঁটি ॥
 “সাপ হয়ে খায় নিজে রোকা হয়ে বাড়ে । হাকিম

হয়ে ছকুম্ দেয় প্যাদা হয়ে মারে ॥ আপনিই পাতড়া
পাতড়ী আপনি পূজ্য শিলা । ত্রিতঙ্ক হয়ে মুরুলী
বাজায় কে বুকে তার লীলা ॥” কলি যারে রাজ্য
দিল সে কলুষকলি । পুরিবে মনের সাধ ইহাতে
সকলি ॥ ভারত সাম্রাজ্য পেয়ে মায়ামোহচর ।
ভাবে কিসে হবে ধর্ম্মভ্রষ্ট সব নর ॥ আনিতে
উচিত হেথা মিসনরীগণে । কিন্তু পাছে প্রজাসব
বিপক্ষতা গণে ॥ অতএব লাঠী দিয়া খেলাইয়া সাপ ।
নিবাইব মনের উদ্বেগ কুসন্তাপ ॥ এইহেতু দেশে
যবে আসে মিসনরী । আজ্ঞা দেন তাসবারে ভাসা-
ইতে তরী ॥ মিসনরীগণ অতি সুচতুর হয় । নৃপ-
তির ভাব তারা বুকে সমুদয় ॥ এই লাগি জানি
তারা ভিন্ন অধিকার । শ্রীরামপুরেতে বাস করিল
প্রচার ॥ সেকালেতে সেই পুরে দিনামারগণ ।
কেল্লা করি করে প্রজাগণের শাসন ॥ তাহাদের
সমাপ্রায় লয়ে মিসনরী । আরন্তিল ধর্ম্মরুদ্ধি মার্সমেন
কেরী ॥ হাটে মাঠে যিশুবীজ করিতে বপন । নিযুক্ত
হইল যত প্রভুদূতগণ ॥ মালা মাজী হাড়ী ডোম
আদি জাতিগণে । মজাইল লোভ ক্ষোভ দেখায়ে
ঘতনে ॥ তদ্রূপ লোকসহ ধর্ম্মের বিচার । করিয়া
না পায় তাহাইহেতে সুনিস্তার ॥ নীচজাতি তুল্য
তারা মুর্থ নাহি ছিল । এহেতু ভদ্রের কিছু করিতে
নাশিল ॥ তথাপিও নাহি ছাড়ে কাছিম কাশড় ।

যায় তার সঙ্গে করে কলহ বিস্তর ॥ কবি কহে অব-
ধান কর বজ্রগণ । ভায়াদের ধর্মমুদ্র করিব বর্ণন ॥

অথ মোহচর মিসনরীদিগের ধর্মমুদ্র ।

গদ্য ।

কোন এক বৎসর মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে
বহুতর লোকের সমারোহ হইলে জুচুকে মিসনরী
ভায়ারা বোঝাং ধর্মপুস্তক ঘাড়ে করিয়া তথায় উপ-
নীত হইলেন, এবং কি বুদ্ধ কি যুবা যাহাকে সম্মুখে
দেখেন তাহাকেই উপদেশ দিতে আরম্ভ করি-
লেন । যথা, হে ভায়াগণ, টোমরা একানে কি ডে-
কিতে আসিয়াছ ? ডেক টোমরা যাহাকে আপনি
গড়াইয়াছ তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রণাম করিটেছ,
টোমাডিগের জগন্নাথ যদি ঈশ্বর হইবে তবে তাহাটে
যুগ ঢরিবে কেন ? টোমরা গঙ্গান্নান করিয়া যে পাপ-
মুকুট হইতে বাঞ্ছা করিটেছ তাহা টোমাডিগের আক্টি,
কেননা জলে ডুব ডিলে কি ককন পাপ ঢোয়া যায় ?
ষেডিন মহাবিচারের সময় আসিবে সে ডিন টোমরা
কি গঙ্গান্নান করিয়াছি বলিলে পরিট্রাণ পাইবা ?
এইরূপে মিসনরীভায়ারা যারে দেখেন তারেই

বিলাতী গৌরাজের প্রেম বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলে দৈবাৎ এক জন শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত তাহাদিগের সেই গোলযোগ শুনিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখানে কিম্বের সোরসার হই-তেছে । মিসনরীগণ কহিলেন যে আমরা টোমাডিগের উদ্ধারার্থ উপদেশ ডিটে আসিয়াছি ।

পণ্ডিত । আমাদিগের বিপদ কি ? যে তছুদ্ধারার্থ আমাদিগকে মছুপদেশ দিবা । তবে বুঝা কেন তোমরা আমাদিগের বিপদ মুক্ত করিতে আসিয়া স্বয়ং বিপদগ্রস্ত হও ।

মিসনরী । টোমরা মহাবিপদে পড়িয়াচ, যেহেতু টোমাডিগের জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ না ঠাকাপ্রযুক্ত টোমরা খোরটর অন্তকারে বাস করিতেচ ।

পণ্ডিত । কই আমরা অন্ধকারে বাস করিতেছি ? আমাদিগের চক্ষুঃ তো উজ্জ্বল কিরণ দেখিতেছে, ইহাতেও যদিপি তোমরা দিবাক্ষ পেচকের ন্যায় সূর্য্যকে অন্ধকার বল, তবে কিছুই করিতে পারি না ।

মিসনরী । টোমাডিগের শাস্ট্রে যে সকলই অন্তকার, ডেক টোমাডিগের শাস্ট্রে যাহাকে ঈশ্বর বলে সেই কৃষ্ণ নিজে কটো কুর্কর্ম করিয়াচে, সে চুরি করিয়াচে, সে পরনারী হরণ করিয়াচে, সে নরহত্যা করিয়াচে, অটএব টোমরা তাহাকেই ঈশ্বর বলিলে কি পরিটাণ পাইবা ? একারণ টোমাডিগকে বলি, টোমরা আপন

কুমট পরিচ্যাগ করিয়া সেই পরম ডয়ালু প্রভু বীজস্ ক্রাইস্টকে উপাসনা কর যে প্রভু তোমাভিগের পরিচ্যাগ নিমিত্ত আপন শরীরচ্যাগরূপ প্রারম্ভিউ করিয়াছেন ।

পণ্ডিত । আঃ পাপিষ্ঠ ! আমাদিগের পরমেশ্বর কৃষ্ণ যে কুকৰ্ম করিয়াছেন কি সুকৰ্ম করিয়াছেন তাহা তোমরা কিপ্রকারে জ্ঞাত হইবা ? ভাল ! কৃষ্ণের ঐ সকল কৰ্ম যদি কুকৰ্ম হয় তবে তোমাদিগের ক্রাইস্টকে কেন কুকৰ্মশালী না বলা যায় ? দেখ, তোমাদিগের ক্রাইস্ট একদা ক্ষুদ্রাধিত হইয়া শিষ্যাগণের সহিত কৃষিক্ষেত্রে গোধূম চুরি করিয়া খাইয়াছে ও কেবল তাহার বেশ্যা বাড়িতেই বাসা ছিল ইহাতে কি তাহাকে দুষ্কৰ্মাধিত বলা যায় না ?

মিসনরী । তুমি নাটকি আচ, তোমাকে বলিলে টো টুমি মানা করিবা না ! ডেক যে ব্যক্তি মহাপাপী হয় সেই ব্যক্তিকেই অগ্রে উদ্ধার করা পরম ডয়ালুর কৰ্ম, এইহেতু প্রভু বীজ বেষ্যাগণকে মহাপাপীয়সী ডেকিয়া উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহাভিগের বাগীটে বাসা করিয়াছিলেন ।

পণ্ডিত । তোমাদিগের বীজ বেষ্যাগণকে মহাপাপশালিনী দেখিয়া বহিষ্কিকিৎসার তাহাদিগের পাপমোচন হওয়া অসাধ্যজ্ঞানে বুঝি বত্পপূৰ্ব্বক অস্থচিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাতেই কি তিনি

দুষ্কর্মান্বিত হইলেন না? কি হতভাগ্য! কেবল আমাদিগের কৃষ্ণই পরদারা হরণ করিয়াছেন বলিয়া দুষ্কর্মশালী হইলেন? দুষ্কর্ম সুকর্ম কাহাকে বলি, তুমি তাহা জ্ঞাত আছ কি না?

মিসনরী। হাঁ টাহা আমি অবশ্যই জ্ঞাত আছি নতুবা টোমার সহিট কেন বিচার করিতে আসিয়াছি।

পণ্ডিত। তুমি কাহাকে দুষ্কর্ম সুকর্ম বলিয়া থাক তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

মিসনরী। পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করা দুষ্কর্ম ও টাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা সুকর্ম।

পণ্ডিত। পরমেশ্বর কাহার প্রতি আজ্ঞা করেন মনুষ্যের প্রতি কি আপনার প্রতি? তাহাতে যদি টাহার আজ্ঞা মনুষ্যের প্রতি করা হয় এমত বল, তবে সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের অবশ্যই পাপ হইতে পারে, নতুবা তল্লঙ্ঘনে পরমেশ্বরের নি জের পাপ হইতে পারে না।

মিসনরী। পরমেশ্বর যাহা অপবিটু জানিয়া স্বয়ং আচরণ করেন না টাহাই মনুষ্যকে আচরণ করিতে নিষেচ করেন একারণ টিনি যদি সেই অপবিটু কর্ম করেন টবে অবশ্যই অপবিটু হইবেন।

পণ্ডিত। পরমেশ্বর যাহা মনুষ্যকে আচরণ করিতে নিষেধ করেন তাহা যদিও তিনি স্বয়ং আচরণ না করিতেন তবে তোমাদিগের মেরিনন্দ-

নের কিপ্রকারে জন্ম হইত? কারণ তোমাদিগের ক্রাইস্টের মাত! যে কোমারকালে গর্ভধারণ করিয়া-ছিল, যদি সেই গর্ভ পরমেশ্বরকর্তৃক হওয়া সত্য হয় তবে পরমেশ্বর তাহাতে উপগত না হইলে কিরূপে তাহার তাহা সম্ভাবিত হইল? এতাবত পরমেশ্বর যাহা না করেন তাহাই যে মনুষ্যের প্রতি নিষেধ করেন এমনত কখনই নহে !

মিস্নরী। টুমি পাগল মনুষ্য তোমার কোন জ্ঞান নাই কেননা যিনি আপন ইচ্ছায় এই সংসার রচনা করিতে পারেন তাহার ইচ্ছায় কি মেরির আপনি গর্ভ হওয়া সম্ভব হয় না ?

পণ্ডিত ! যদ্যপি পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্র স্ত্রীলোকের গর্ভ হওয়া সম্ভব হইত, তবে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ ব্যতিরেকে অবশ্যই কোন স্থানে উক্তরূপ গর্ভ হওয়া দৃষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু তাহা যখন দৃষ্ট হয় না তখন তোমার ঐকপ যুক্তি কোনপ্রকারেই কেহ মান্য করিবে না। এতাবত এবিষয়ে বিজ্ঞদিগের ঐকপ বলা কর্তব্য যে পরমেশ্বর জিতেন্দ্রিয়প্রযুক্ত স্বাধীন ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন কর্ম করেন তাহাতে তাঁহার কদাচই পাপ হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়পরাধীনতাই মনুষ্যের অসন্তোষরূপ অনিষ্টকারকহেতু পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব মনুষ্যগণ ইন্দ্রিয়পরাধীন হইয়া যে সকল কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় সেই সকল

কর্ম তাহাদিগের উত্তরোত্তর অজিতেন্দ্রিয়তা বৃদ্ধি করত পুনঃপুনঃ অসন্তোষের কারণ হয়, এই নিমিত্ত মনুষ্যকে তাদৃশ কর্ম করণ নিষেধরূপে যে আজ্ঞা করেন সেই আজ্ঞা উলঙ্ঘনকে পাপ কাহি উক্ত পাপ পরমেশ্বরের হওয়া বদ্যাপি সম্ভাবিত নহে।

মিস্নরী। টুমি কি নিটান্ট মূর্ক আচ! ডেক যে ব্যক্তি জিটেণ্ডিয় হয় সেও কি ককন পরনারী গমন করিটে পারে? টোমার কি ইহা বিবেচনা হয়?

পাণ্ডিত। যদ্যপি শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়হীনকে জিতেন্দ্রিয় বলিতেন তবে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কখন কোন ইন্দ্রিয়-কার্য্য করিতে না পারা সম্ভব হইত। কিন্তু যখন তাহা না বলিয়া যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত সেই ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন তখন কি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কিছুই ইন্দ্রিয়কার্য্য করিতে পারে না এমত বুঝায়? বরঞ্চ তোমার এমত বলা সম্ভব যে জিতেন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগে প্রয়োজন কি? উত্তর, তাঁহার বিষয় ভোগে নিজের প্রয়োজন নাই বটে কিন্তু তিনি পরপ্রয়োজনার্থ পরদারা গমনাদি বিষয়ভোগও করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাকে যে ব্যক্তি যেকপে চিন্তা করে তিনি তাহাকে সেইরূপে রূপা করেন ইহা তাঁহার নিয়ম হইয়াছে, অতএব তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করেন না এবিধায় তোমরা কৃষ্ণের প্রতি যে দোষ দিঃ-ক্ষেপ করিতেছ তাহা অত্যন্ত অন্যায়।

মিস্নরী। টোমরা যে গঙ্গার জলকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া ঠাক সেইজলে আর পুষ্করিণীর জলে প্রভেদ কি?

পণ্ডিত। তোমাদিগের জর্দননদীর জলে ও অন্যান্য জলে যেকপ প্রভেদ আমাদিগের গঙ্গাজলে ও অন্যান্য জলেও সেইরূপ প্রভেদ?

মিস্নরী। টোমরা মাটি ও পাঠর ডিয়া যাহাকে গড়াও টাহাকে ঈশ্বর ভাবিলে কি টোমাডের পরিচ্যাণ হইবে?

পণ্ডিত। হাঁ! যদি রুটি এবং মদিরাকে ঈশ্বরের মাংস ও শোণিত জ্ঞানে ভোজন পান করিলে তোমাদিগের পরিচ্যাণ হয় তবে মাটির ঈশ্বর গড়াইয়া পূজা করিলে অবশ্যই আমাদিগের পরিচ্যাণ হইবে?

মিস্নরী। টুমি বড় পার্পী আচ, টোমার সঙ্গে বিচার করিতে চাহি না কিন্তু টোমাকে বণ্টভাবে উপদেশ কহি টুমি সেই ডয়ালু প্রভুর উপাসনা কর যে প্রভু টোমাডিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিটে আপন প্রাণ পরিচ্যাণ করিয়াচেন?

পণ্ডিত। যদি তোমাদিগের প্রভু পরবক্ষক না হইত তবে আমি তোমাদিগের প্রভুর উপাসনা করিতাম?

মিস্নরী। আমাডিগের প্রভু পরবক্ষক কিসে?

পণ্ডিত। আমরা শুনিয়াছি তোমাদিগের ধর্মপুস্ত-

কে লেখে যে, যেব্যক্তি পাপ করে সে চিরদণ্ডের যোগ্য হয়, কিন্তু যদি সেই দণ্ড স্বয়ং স্বীকার করিয়া পাপিদিগের পরিত্রাণহেতু তোমাদিগের কুইন্ট আসিয়া থাকে তবে তাহাকে চিরদণ্ড স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা না করিয়া যখন সে তদ্ব্যতনা সহ্য করিতে অপারকহেতু মরিয়াছিল কিম্বা নরণাত্তর পুনর্বার উঠিয়া পলাইয়াছিল তাহাকে বঞ্চক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

(এইরূপ মিস্নরীগণ পণ্ডিতের কথায় পরাভূত হইয়া ভগ্নমনে আপন২ বাসে আসিয়া সকলে কমিটিপূর্ব্বক স্থির করিল যে এদেশীয় প্রবীণলোকেরা আমাদিগের উপদেশে ভুলিবে না, এতন্নিমিত্ত ইংরাজি ভাষা অধ্যাপনচ্ছলে বালকদিগকে প্রথমাবধি উপদেশ দিলে কালে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে, এই বিবেচনায় ছেলেধরা ফান্দের মত স্থানে২ ইচ্ছুল স্থাপন করিবার অধুনা অনেক মবীন পুরুষেরা কলির আনন্দবর্জক হইতেছেন)

অথ লোভের দিগ্বিজয় ।

ত্রিপদী ।

এইরূপে মোহচর, যত শুভ্রবর্ণ নর, ভারত ফে-

ত্রেতে জনে২ । আরন্তিয়া ধর্ম্মকৃষি, নবদ্বৈপায়ন
 ঋষি, প্রায়সবে যীশুবীজ বনে ॥ কলির বাড়ায় রাজ্য,
 কেবা মানে কার্য্যাকার্য্য, আর্য়ানার্য্য কে করে
 গণন । অধর্ম্মের বাড়ে জোর, ধর্ম্মের বিপদ ঘোর.
 এক পদে কাঁপে সর্ব্বক্ষণ ॥ যার বাহা মনে ধরে,
 সেই জন তাহা করে, নিবারণ করিতে কে পারে ।
 এমন সময়ে কলি, হয়ে অতি কুতূহলী, লোভপ্রতি
 কহে বারে২ ॥ শুন২ ওহে লোভ, কেন আর রাখ
 ক্ষোভ, রাগ রুচি সঙ্গে সজ্জা করি । যাও২ বজ্র
 ভূমে, প্রবেশি আপনজন্মে, শাসন করণে রাজ্যভরি ॥
 আগে গিয়া দ্বিগুণে, অধীন কর বতনে, যেন তারা
 বেদধর্ম্ম ছাড়ি । ভুঞ্জে ভোগ অবিরত, নদ্যমাৎসে
 হয়ে রত, সকলেতে হয় স্বেচ্ছাচারী ॥ তা হইলে
 অন্যসবে, ধর্ম্মশীল কেবা রবে, সকলে পড়িবে দেখা
 দেখি । মোহের হইবে জ্বর, বিবেক পাইধে ক্ষয়, ধর্ম্মের
 পড়িবে ঠেকা ঠেকি ॥ এইকপ আজ্ঞা পেয়ে, লোভ
 তবে চলে ধৈয়ে, প্রথমতঃ কলেজ ইক্ষু লে । যত ছিল
 ছাত্রগণ, সকলে করি যতন, জলাঞ্জলি দেওয়াইল কুলে ॥
 সবে বলে ছট্২, বিনা ত্রাণ্ডি বিস্কুট্, ঝুট্ঝুট্ কেন
 খেয়ে মরি । বেদের বাধিত হয়ে, নিছা দিন যায়
 বয়ে, জাতি লয়ে থাকিয়া কি করি ॥ সেম২ একি
 নাট, বতেক মূর্খের হাট, স্থানে২ যুটেছে সকল ।
 অবিবেক মদে মাতি, রচিয়াছে নানাজাতি, শুনে

মানেন সকলি পাগল ॥ এক মূলহৈতে যাহা, জন্মে
কভু হয় কি তাহা, আম যাম কুমুড়া কাঁঠাল । যত
বেটা হস্তিমূৰ্খ, নিজদোষে পায় দুঃখ, জ্ঞাতি মানি
বাড়ায় জঞ্জাল ॥ কার্য মেনে কৰ্ম পায়, নষ্ট তাহে
সমুদায়, সুখভোগ জগত সংসারে । চিহ্ন যে উত্তম
চিহ্ন, তার নাহি জানে বীজ, তজ্জবিজ্ করিতে না
পারে ॥ কেহই আছে বীর, সেও নাহি খায় বির,
ধীরশূন্য হয়েছে এদেশ । উইল্‌সনের মিষ্টখানা,
খায় না কি কারখানা, খানাপ্রতি করে সদা দ্বেষ ॥
পাতরেতে ভাত খেয়ে, কেন মর কষ্ট পেয়ে, ডিস্
পূর্ণ কিম্ব কেলি দূরে । জীবন সকল কর, বটল
হস্তেতে ধর, সেরির্ সাধ লহ সাধপূরে ॥ মিসে যদি
মিস্তে চাও, বারেক হোটেলে যাও, দেখে এসো
তাহার বাহার । আহা মরি রোজই, সে বদনে কত
রোজ, ফুটিয়া রয়েছে অনিবার ॥ কিসে আর পাবে
সুখ, কিসেতে যদি বিসুখ, হও সেই সুচারুবদনে ।
যদি সুখসিদ্ধিপারে, বাঞ্ছা থাকে যাইবারে, তবে তজ্জ
নববিবিগণে ॥ খোঁপাকাটা উল্কী পরা, ডার্ট মিসি
দন্তেভরা, আমাদের যত সব মেম । বেলাক্ নেটিব
লেডি, কেস্ কভু নহে রেডি, সাড়ী পরা সেমই সেম ॥
গো টু হেল হিন্দুয়ানি, ব্যাড শাস্ত্র আর কি মানি,
ম্যাড নই আমরা সকলে । বেড়ি গুড় চল তবে, ডুবি-
য়া ডবের টবে, বেষ্ট খানা খাইব হোটেলে ॥ এই-

রূপে কত জন, ইয়ং বেঙ্গালগণ, বীণুর জামুর জামে
পড়ে । কলির বাড়য়ে রাগ, লুপ্ত হয় যোগযাগ, ম্লেক্
প্রায় হয় বহু নরে ॥

অথ কলিহিতার্থমহাস্বরাজ্যার প্রাদুর্ভাব ।

পয়ার ।

এইরূপে লোভ মোহে হয়ে অচেতন । সকলে
হইতে চাহে অধর্মভাজন ॥ হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুমত সকলি
অসার । বাইবল বিনা বল নাহি তরিবার ॥ যা কহে
সাহেবলোক তাই মহামান্য । বেদ তন্ত্র পুরাণের
কে করে প্রামাণ্য ॥ কিসে সাহেবের মত দেখাবে
গঠন । এজন্যে উপায় নানা করে বিরচন ॥ অঙ্ক-
পেণ্টলুন পরে পায়ে কালা বুট । ধুতিপরা লোক
দেখি বলে ছুট ॥ অর্থযোগ বিনা যদি ত্রাণি নাহি
পায় । পানাত মিসায়ে আলতা গ্লাসে রেখে খায় ॥
পরস্পর সকলের হৈলে দেখাদেখি । সেকেন করেন
হাতে করে ঠেকাঠেকি ॥ আর ষত হৌক নাহি
হৌক বা সত্যতা । হিন্দুধর্ম নিন্দামাত্র স্বভাব
নব্যক্তা ॥ হেন মতে যুবাবন্দ তেজি ধর্মভয় । যখন
বীণুর পাথে চলে অশংসয় ॥ তখন কলির সখা
কোক বেকতুপ । অবতীর্ণ হৈল ভূমে ধরি দ্বিজরূপ ॥

বিবিধ ভাষায় নিজের সুশিক্ষিত হয়ে । রাজপ্রিয়
হইলেন এই ভুবলয়ে ॥ আপনিও রাজখ্যাতি করি
আলম্বন । কলি অনুকূলে বহু করিল যতন ॥ কলি
প্রতি যেই স্থান দিল পরীক্ষিৎ । তার অগ্রগণ্য
হয় সকল ঘোষিৎ ॥ তাদিগের ব্যভিচার বিপুল
করিতে । কোলিন্য মর্যাদা বাহা স্থাপে পৃথিবীতে ॥
তাহে বিপরীত ফল হইল ঘটন । এক নরসঙ্গে
মরে বহু নারীগণ ॥ ইহাতেই ভয়াকুল হয়ে কলি
অতি । কোকবেঙ্গভূপতির ফিরাইল মতি ॥ অত-
এব নবীন মহাজ্ঞা নৃপবর । সতীহত্যা নিবারণে হন
যত্নপর ॥ মোহচরগণ সহ পরামর্শ করি । উঠাইল
সতীহত্যা ভারত ভিতরি ॥ বিধবার পুনশ্চ বিবাহ
যাতে হয় । একপ আকাজকা তাঁর ছিল অতিশয় ॥
কিন্তু কোনক্রমে তাহা সিদ্ধ না হইল । মনের বেদনা
তাঁর মনেতে রহিল ॥ শুধাচ তাহাতে তিনি ক্ষান্ত
না হইয়া । স্থাপিলেন সভা এক উপায় চিন্তিয়া ॥
যাহার প্রসাদে কালে সব প্রজাগণ । ক্রমেতে
হইবে কলিআজ্ঞাপরায়ণ ॥ পূর্বহেতে শিব-
আজ্ঞা আছে কলিপ্রতি । শুভ না হইবে বিষ্ণু
না তেজিলে ক্ষতি ॥ কলিতে অযুত বর্ষপর্যন্ত
শ্রীহরি । পৃথিবীতে থাকি পরে করিবা শ্রীহরি ॥
অতএব স্মৃষ্টরূপে যাতে এই কাষ । সিদ্ধ হয় সে যত্ন
করিবা কলিরাজ ॥ সেই আজ্ঞা অনুসারে কলিযুগ

পতি । মহাশয় রাজার দেহে করিল বসতি ॥ তাহাতে
 সে রাজা বচ করিয়া যতন । করিলেন দেশে ব্রহ্ম
 সমাজ স্থাপন ॥ তাহে প্রকাশিল অভিনব ব্রহ্মজ্ঞান ।
 অন্ত ব্রহ্ম হইবার এইসে নিদান ॥ এক ব্রহ্ম অদ্বি-
 তীয় কহে সব বেদ । দ্বিজ মেচ্ছ জাতি তাহে কি
 আছে প্রভেদ ॥ অস্ত্র লোকে মিথ্যা দেবপূজা করি
 মরে । ধিকঃ অজ্ঞানাত্ম যত সব নরে ॥ ব্রাহ্মণ
 পণ্ডিতগণ মহাতপ হয় । স্ত্রী শূদ্রের বেদে অধিকার
 নাহি কর ॥ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র যদি হয় বেদ ।
 তবে তাহে অবশ্য নাহিক ভেদাভেদ ॥ যেহেতু
 ঈশ্বরকাছে সকলি সমান । এজন্যেতে জাতি নহে
 তাঁহার বিধান ॥ অতএব ভক্ষ্যভক্ষ্য আদি বিধি-
 যত । ঈশ্বরের তাহা নাহি হয় অতিমত ॥ শিত্ত
 আত্মপ্রভৃতি যতেক জিন্সাচয় । মূর্খের জীবিকা ইহা
 রূহস্পতি কর ॥ এইরূপ উপদেশ দ্বারে প্রজাগণে ।
 প্রবৃত্ত করিল সবে কুপথ গমনে ॥ শেষে রাজা মুচ্ছ
 দেশে করিয়া প্রস্থান । স্বকীয় জীবন করিলেন সমা-
 ধান ॥ ব্রাহ্মধর্ম প্রকাশের আদি স্ববিবর । স্বপুণ্যে
 বিলাতপ্রাপ্ত হন অন্তঃপর ॥ তাঁহার রোপিত বীজ
 হইতে এখন । নানা কন্দশাখাচরে ব্যাপিল ভুবন
 হাঠে মাঠে ঘাঠে তার বিকসিত কল । কবি কহে
 একপ কলির কুতূহল ॥

অথ ব্রাহ্মজ্ঞানিদিগের সহিত বর্ণাশ্রমি
বিপ্রের কলহ ।

গদ্য ।

কোনসময়ে এক বিপ্র সায়ংকালে গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেছিলেন ইতিমধ্যে দুইজন ব্রাহ্ম-জ্ঞানি যুবা তথায় বায়ুসেবনার্থ উপনীত হইয়া তাহাকে সঙ্কোচাপাসনা করিতে দেখিয়া পরস্পর স্মেরানন হওত কহিতেলাগিলেন । আঃ কি ভ্রম ! কি অস-ভ্যতা ! দেখ এই বিপ্র পরিণামে কল লাভ হইবে বলিয়া মিথ্যা জলকেলি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইনি বালককালে যেপ্রকার ক্রীড়া করিতেন এক্ষণেও সেই প্রকার করিয়া থাকেন, বোধ করি পূর্বসংস্কার বিস্মৃত হইতে পারেন নাই । ব্রাহ্মণ তাহাদিগের পরস্পর কথিত এই বাক্য শুনিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক সঙ্কোচাপাসনা সমাপনের শেষে কহিতে লাগিলেন । কি হে বাপু ! তোমরা কি কহিতেছিলে ? তোমাদি-গের নিবাস কোথায় ?

ব্রাহ্ম । আমরাদিগের নিবাস যেখানে হউক কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও কি অদ্যাপি বালাচেষ্টা ত্যাগ কর নাই ?

বিপ্র । সে কেমন ! আমার বাল্য চেষ্টা তোমরা কি দেখিলে ?

ব্রাহ্ম । তোমাদিগের সকলই বাল্যচেষ্টা, দেখ বাল্যকালে যেপ্রকার পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া ও জলকেনিপ্রভৃতি করিয়াছিল। এখনও যে আবার তাহাই করিতেছ । তোমরা যাহাকে স্বয়ং নির্মাণ করিয়াছ তাহাকেই বিশ্বনির্মাতা কহিতেছ ও যাহার দ্রাণশক্তি নাই তাহাকে ধপাদির আঘ্রাণ দিতেছ, এবং যে খাইতে পারে না তাহাকে নৈবেদ্য সমর্পণ করিতেছ । ভাল, তোমাদিগের এই সকল করিতে কি সভ্য সমাজে লজ্জা হয় না ?

বিপ্র । সভ্য কে? তোমরা ? না, খ্রীষ্টীয়ানেরা ? যদি তোমরা আবহমানকালাবধি আর্থাপরম্পরাগত বর্ণা-শ্রম ধর্ম্য কর্ম ত্যাগ করত সভ্য হইয়া ভদ্রসমাজে লজ্জিত না হও তবে আমরা কি তোমাদিগকে লজ্জা করিতে পারি ? দেখ, এই পৃথিবীতে যে সকল লোক আছে তাহারমধ্যে কিকেহ কখন শৃগাল কুক্কুরপ্রভৃতি-কে লজ্জা করিয়া থাকে ? আমরা যাহাকে স্বয়ং নির্মাণ করি তাহাকে বিশ্বনির্মাতা বলি ও যাহার দ্রাণশক্তি নাই তাহাকে আঘ্রের বস্তু প্রদান করি ও যে খাইতে পারে না তাহাকে নৈবেদ্য সমর্পণ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তোমরা যে নিষ্ক্রিয় তাহাকে জগৎকর্ত্তা ও যে নিষ্ঠূর্ণ তাহাকে সর্বশক্তিমান্ এবং যাহার ইন্দ্রিয় নাই

তাহাকে প্রার্থনার ফলদাতা কোন বিবেচনায় সঙ্গত বল ? আমরা আপন বুদ্ধি দ্বারা শুভাশুভ উচ্চ নীচ উত্তমাদমপ্রভৃতি জ্ঞান করত ব্যবহার করিয়াই কি বা-
ল্যচেষ্ঠাবিশিষ্ট হইব ? না, তোমরা বালককালে যে প্রকার শুচি কি অশুচি ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য কার্য্য কি অকার্য্য হয় কি উপাদেয় ইত্যাদি বোধশূন্য ছিল। সেই প্রকার অধুনাও বোধশূন্য থাকিয়া বাল্যচেষ্ঠার বিপরীতে সভ্যচেষ্ঠাশ্রিত হইতে পারিবা ?

ব্রাহ্ম । তুমিতো কেবল নামমাত্রেই বিপ্র, নতুবা বিপ্রের কর্তব্য যে বেদাধ্যয়ন তাহাতে কর নাই । বেদে যে নিষ্ঠুর নিষ্ক্রিয় নিরাকার ব্রহ্মকেই সর্ব-
শক্তিমান সর্বকর্তা সমস্ত ফলদাতা বলিয়াছেন তাহা জ্ঞান ? না, আপন গাংলামি বুদ্ধিতে যাহা লওয়ার তাহাই বল ? আমরা আপনাদিগের পক্ষে কি শুভ কি অশুভ কি ভাল কি মন্দ কি ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য তাহা বিশেষ জানি, নতুবা তোমরা যেমন পুত্তলিকা পূজাকে শুভ ও ব্রহ্মজ্ঞানকে অশুভ এবং শরীর নির্যাতনকে ভাল ও বিষয়োপভোগকে মন্দ ও পশুর আহারীয় বনজ দ্রব্যকে ভক্ষ্য এবং উত্তম মদ্যমাং-
সাদিকে অভক্ষ্য জান সেরূপ জানি না ।

বিপ্র । আমরা তোমাদিগের নিকট নামমাত্রেই বিপ্র বটি, কেননা তোমরা যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাক সেই বিলাতীয় বেদ অধ্যয়ন করি নাই । আমা-

দিগের দেশীয় বেদেতো নিষ্ঠুরকে সর্বশক্তিমান ও নিষ্ক্রিয়কে সর্বকর্তা এবং নিরিন্দ্রিয়কে সমস্ত কল-দাতা কোন স্থানেই বলেন নাই, যেহেতু বেদবক্তা মহর্ষিগণ এমত উদ্বাদগ্রন্থ ছিলেন না যে তাঁহারা এক সময়ে ষাহাকে অন্ধ বলেন অন্য সময়ে তাহাকেই চক্ষুগ্গান বলিয়া থাকেন । তবে ষাহারা বেদের অর্থ বুঝেন না তাঁহারাই বেদবক্তাদিগকে উদ্ভ্রান্ত বলিতে বাধিত হন । অপর তোমরা যে আপনাদিগের শুভাশুভ বিলক্ষণ জান তাহা তোমার কথা-তেই পরিচয় পাওয়া গেল । আহা ! এমন জ্ঞানবান্ কি আর জন্মে ? পরমেশ্বর তোমাদিগের পশ্চাত্তাপে একটি পুচ্ছ দেন নাই কেন ? আমরা এখন তাহাই ভাবিতেছি । কারণ পুচ্ছবান্ মহাত্মারা যেপ্রকার নিঃসঙ্কোচে অভিলাষমত আহারীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে লগুড়াঘাত না মানিয়াও তদুপতোগে প্রবৃত্ত হন সেইপ্রকার তোমরাও স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাক ।

ব্রাহ্ম । পরমেশ্বর আমাদিগের পুচ্ছ দেন নাই বলিয়া তোমরা খিদ্যামান হইতে পার বটে, কেননা তাহা হইলে তোমরা আমাদিগকে স্বদলে ভুক্ত করিতে পারিতা । কিন্তু জগৎকর্তা এমত অববেচক নহেন যে তিনি মনুষ্যের পুচ্ছ দিবেন । বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি তোমরা পুচ্ছ পাইবার যোগ্য কি আমরা পুচ্ছ পাইবার যোগ্য ? পরমেশ্বর জগতী-

তলমধ্যে যেসমস্ত প্রাণিজাত সৃষ্টি করিয়াছেন তৎ-
সমুদায়মধ্যে মনুষ্যই প্রধান, যেহেতু অন্যান্য প্রাণি
অপেক্ষা মনুষ্যের শরীরে অধিক বিবেচনা শক্তি
সংস্থাপিতা হইয়াছে, এতাবত। নিজের বিবেক শক্তি
ধাকিতে যে অমুক মুনি ইহা বলিয়াছেন অমুক
মোখাদিম ইহা করিয়াছেন ইত্যাদি দৃষ্টান্তে কেন
জীবনান্ত কষ্ট পাও। পূর্ব২ লোকেরা যেপ্রকার
নির্বোধ ছিল এক্ষণে সেই প্রকার নির্বোধ নাই,
তবে তোমরা বুদ্ধি ধাকিতে কেন নির্বোধের আচরণ
করিয়া থাক?

বিপ্র। পূর্ব২ লোকাপেক্ষা তোমরা বড় বুদ্ধিমান
বট, ইহা তোমাদিগের ব্যবহারেই টের পাওয়া
গিয়াছে, সাবধান২ দেখা যেন তোমাদিগের বুদ্ধি
কোন দ্বারদিয়া পিছলিয়া পড়ে না। আমরা
তোমাদিগের বুদ্ধির খুরে দণ্ডবৎ করি, কেননা তোম-
রা যে বুদ্ধির প্রভাবে আপন২ পূর্ববর্ত্তি পিতৃপিতা-
মহিগণকে নির্বোধ বলিতেছ আমরা কোটি জন্মেও
তাদৃশ বুদ্ধিলাভ করিতে পারিব না।

ব্রাহ্ম। আমরা অবশ্যই আপন২ পূর্বপুরুষকে
নির্বোধ বলিব, কারণ বিশ্বনিষ্ঠাতা পরমপুরুষ এক
পরমেশ্বর থাকিতে তাঁহারা যখন রাম শ্যাম কালী-
প্রভৃতিকে ঈশ্বর বলিয়া তাহাদিগের উপাসনার্থ মিথ্যা
কষ্টভোগ করত প্রাণাৰশেষ করিয়াছেন তখন তাঁহা-

দিগকে নির্বোধভিন্ন কি বলা যায়? আমরাতো তাঁ-
হাদিগের মত যাকে তাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি না,
এবং তত্পলক্ষ্যে নানা ক্লেশও সহ্য করি না, কেবল
এক সর্বনয়িত্তা সর্বকর্তা নিরাকার ব্রহ্ম আছেন ইহাই
জানিয়া সময়ে২ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করি ইহাতে আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা অবশ্যই
বুদ্ধিমান্ বটি একথা বলিবার অপেক্ষা কি আছে?

বিপ্র। ও হরি! তোমরা এই বুদ্ধিতেই কি পূর্ব২
পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধিমান হইলা? না হইবা কেন? “কা-
লস্য কুটীলা গতিঃ” সে যাহা হউক, তোমাদিগকে
জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বল দেখি যে বাহার কর্তৃত্ব
শক্তি আছে সেও কখন কি নিরাকার হয়? দেখ
লোকে তাহাকেই কর্তা বলে যে আপন ইচ্ছাতে
স্বীয়কর্তব্য কর্ম করিতে পারে, এইহেতু মৃত্তিকাদি
জড়পদার্থকে কর্তা না বলিয়া সকলে ইচ্ছাদি শক্তি-
মানকেই কর্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু যাহার ইচ্ছা
আছে তাহার অবশ্যই মনঃ আছে, এবং যাহার মনঃ
আছে তাহার অবশ্যই শরীর আছে ইহা কোন
বিজ্ঞব্যক্তি স্বীকার না করিবেন? এতাবত। যিনি
জগৎকর্তা তিনি কখনই নিরাকার হইতে পারেন না।

ব্রাহ্ম। তোমরা যদি পরমেশ্বরকে সাকার বল
তবে তিনি সর্বব্যাপী কিরূপে হইবেন? এবং কেনই
বা তাঁহার বিনাশ না হইবে? দেখ সংসারে যেসকল

বস্তু সাকার দেখা যায় অবশ্যই সেইসকলের বিনাশ আছে, অতএব আমরা তোমাদিগের যুগথেগো যুক্তি মানিয়া পরমেশ্বরকে কখনই সাকার বলিতে পারি না ।

বিপ্র । তোমাদিগের মতে সৰ্বব্যাপী শব্দের অর্থ কি সৰ্বনিয়ন্তা ? না, সৰ্বত্র তাঁহার অবস্থিতি থাকা ? যদি তাহার অর্থ সৰ্বনিয়ন্তা হয় তবে সাকার বস্তুর সৰ্বনিয়ন্তৃত্ব থাকিবার অসম্ভব কি ? আর যদি তাহার অর্থ সৰ্বত্রস্থিত বস্তুক বুঝায় তথাচ তাহার সৰ্বত্র থাকা অসম্ভব নহে, দেখ যেমন দীপজ্যোতিঃ সাকার-প্রযুক্ত গৃহের একদেশে থাকিয়াও আপন কিরণ দ্বারা সমস্ত গৃহ ব্যাপিতে পারে তদ্রূপ পরমেশ্বর সাকার হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ সৰ্বত্রই থাকিতে পারেন । যদি বল পরমেশ্বর সাকার হইয়াও সৰ্বত্র অবস্থিতি করিলে কাহারও উপলব্ধি হয় না কেন ? উত্তর, সকলেরই উপলব্ধি হয়, তাহা না হইলে সকল পদার্থই থাকে না, কারণ সকল বস্তুর সম্ভাব্যপে তিনি অবস্থান করিতেছেন, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি আলোকমাত্র দেখিয়া ইহা কিসের আলোক এইরূপ অনুসন্ধান করে সে অবশ্যই তদবয়বিদীপকেও দেখিতে পার ও যে তাহা অনুসন্ধান না করে সে দেখিতে পার না, ইহাতে বিশেষ এই যে যদ্রূপ দীপাদি পদার্থ সামান্য চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ পরমেশ্বরকে জ্ঞানচক্ষুঃ তিন সামান্য চক্ষুতে

দেখিতে পাওয়া যায় না । অপর ভূমি সাকার বস্তু-
মাত্রের বিনাশ আছে বলিয়া যে পরমেশ্বরকে নিরাকার
বলিতেছ তাহাতেই বা কিসে তিনি অবিনাশী হই-
বেন? কেননা আমরা নিরাকার বায়ুপ্রভৃতিরও বিনাশ
দেখিতেছি । বস্তুতঃ যে বস্তু বিক্রিয় তাহা সাকার
বা নিরাকার হউক অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু যাহা
অবিক্রিয় তাহার কখনই বিনাশ সম্ভবে না । বেদে
পরমেশ্বরকে অবিক্রিয় বলিয়াছেন এইহেতু তাঁহার
বিনাশ নাই, ইহাতেই শাস্ত্রে যে যে স্থলে তাঁহাকে
নিরাকার বলেন সেই স্থলে তাঁহার সবিক্রিয় আকার
নাথাকা অর্থ ভিন্ন বুঝায় না ।

ব্রাহ্ম । আমরা পরমেশ্বরের বিদ্যমানতা বিষয়ে
ও তাঁহার উপাসনা বিষয়ে বেদাদি কোন শাস্ত্রের সা-
হায্য গ্রহণ করি না যেহেতু ঐসকল শাস্ত্র মনুষ্যের বু-
দ্ধির দ্বারা নির্মিত তজ্জন্যই নানা দেশে নানা জাতীয়
ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভিন্ন নানা প্রকার শাস্ত্র দৃষ্ট হয় ।
আমরা কোন শাস্ত্রকেই পরমেশ্বর প্রণীত না বলিয়া
জগৎকেই তাঁহার প্রণীত শাস্ত্ররূপে স্বীকার করি,
কারণ, এইজগতীয় প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্টে পরমেশ্বরের
অস্তিত্ব ও তাঁহার উপাসনার বিষয় নিশ্চয় করিতে
পারি, এবিধায় যাহা যুক্তিযুক্ত তাহাই গ্রাহ্য যাহাতে
কোন যুক্তি নাই তাহা আমরা দিগের গ্রহণীয় নহে ।

বিপ্র । আ মরি । কি বিবেচনা । কি বুদ্ধির কো-

শল? এই কি তোমাদিগের আন্তিকতা? না, দেশবন্ধু-
কতা? অথবা বর্ধরতা? ইহা বিচার করিয়া স্থির পাই
না। কারণ, যদি তোমরা মর্ত্যই আন্তিক হও তবে
শাস্ত্রভিন্ন কেবল যুক্তি দ্বারা কি প্রকারে ঈশ্বর থাকা
নিশ্চয় করিবা? আমরা তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

ব্রাহ্ম। কেন মহাশয়! যুক্তি দ্বারা কি ঈশ্বরের
অস্তিতা নিশ্চয় করা যায় না? দেখ আমরা কেবল
যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বর নিকপণ করিতে পারি কি না?
আমরা তো তোমাদিগের মতন ছুই একটা “ভবতি
পচতি” পড়িয়া নিজে পণ্ডিত বলাই না যে যুক্তি দিতে
অক্ষম হইব, আমরা পেলিসাহেব প্রভৃতি ঘোরতর
আন্তিক পণ্ডিতের পুস্তক পড়িয়াছি তাহাতেই অনা-
য়াসে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর নিকপণ করিব তোমার খণ্ডন
করিতে সমর্থ থাকে কর।

বিপ্র। পরমেশ্বর থাকার যুক্তি কি?

ব্রাহ্ম। পরমেশ্বর থাকার যুক্তি এই যে এতজ্জ-
গতীতল মধ্যে লৌকিক যে সমস্ত কার্য্য দেখিতেছি
তাহা যেমন কোন সচেতন কর্ত্তা দ্বারা নির্মিত হই-
য়াছে ইহা বিবেচনা করা যায় সেইরূপ জগতীয় কার্য্য-
সমূহ দেখিয়া অবশ্যই তাহার কোন সচেতন কর্ত্তা
আছে এমত নিশ্চয় করা বাইতে পারে!

বিপ্র। কর্ত্তাভিন্ন কার্য্য হয় না একথা তোমাকে
কোন বর্ধর কহিয়াছে? দেখ পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা

পতিত হইয়া যে সকল চিত্রবিচিত্র কার্য্য জন্মে ও বায়ুলোল কাষ্ঠাদি দ্বারা ভূমিতে যে অঙ্করাকার রেখা হয় তাহার কর্ত্তা কি কেহ আছে এমত বলিতে পার ? তুমিও অচেতন জলবায়ুপ্রভৃতিকে তো কর্ত্তা বলিতে পারিবা না, কেননা যে ক্রিয়ার আয়োজন করিতে সমর্থ তদ্ভিন্ন অপরকে কেহ কর্ত্তা বলে না, তবে যদি তুমি অচেতনকে কর্ত্তা বলিয়া ইশ্বরকেও অচেতন বলিতে বাধিত হও তবে তাহাতে তোমার আন্তিক-তা সিদ্ধ হয় না, কারণ অচেতন কর্ত্তা থাকা না থাকা তুল্য হয় ।

ব্রাহ্ম । আমরা সচেতন কর্ত্তাভিন্ন কার্য্য হয় না এমত বলি না, কিন্তু তদ্ভিন্ন কার্য্যের নিয়ম বদ্ধ হয় না ইহাই বলি ! অতএব জগতীয় অদ্ভুত নিয়ম সকল দেখিয়া বিবেচনা হয় যে অবশ্যই ইহার নিয়ামক কেহ আছে ।

বিপ্র । তোমরা যদি জগতের অদ্ভুত নিয়ম সকল দেখিয়া তাহার নিয়ামক কেহ আছে এমত কল্পনা কর তবে আমি এমত জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে তোমার মানিত পরমেশ্বরের যে সমস্ত শক্তি আছে তাহা নিয়মবদ্ধ কি না ? যদি তাহা নিয়মবদ্ধ না হয় তবে তাঁহার সৃষ্টি শক্তি উদয়কালীন বিনাশ শক্তি উদয় হইয়া সমস্ত বিশৃঙ্খল কেন না হয় ? যদি বল সে তাঁহার ইচ্ছা, উত্তর তাঁহার ইচ্ছাও যদি নিয়ম-

বন্ধ না হয় তবে এক ইচ্ছা উদয়কালে অন্য ইচ্ছা উদয় হইয়া উক্তরূপ বিশৃঙ্খল হইবার অসম্ভব কি ? বিশেষতঃ ইচ্ছাপ্রভৃতি মনের ধর্ম, সেই মনঃ নিয়মবদ্ধ না হইলে তাহার কার্য্যও নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না, অতএব যদি পরমেশ্বরের শক্তি সকল নিয়মবদ্ধ হয় তবে জিজ্ঞাসা করি সেই নিয়মবদ্ধ কে করিয়াছে ? যদি তাহা আপনি হইয়াছে এমত স্বীকার কর তবে জগৎ-
 তীয় নিয়মসকলের আপনি না হইবার বাধা কি ? এতাবত শাস্ত্র না মানিলে পরমেশ্বর মানা ছুট স্মৃতরাং শাস্ত্র মানিতেই হইবে ।

ব্রাহ্ম । যদি শাস্ত্র মানিতে হয় তবে কোন শাস্ত্র মান্য করিব ও কোন শাস্ত্রই বা অমান্য করিব, কেননা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টীয়ানপ্রভৃতির ভিন্ন২ শাস্ত্র সকল আছে । তাহাতে যদি সকলই মান্য করি তবে কিছুই মাণ্য করা হয় না । কারণ এক শাস্ত্রে যাহা কর্তব্য বলিয়াছেন অন্যশাস্ত্রে তাহাকে অকর্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব কি কর্তব্য কি অকর্তব্য এমত সন্দেহ হইলে সমস্তই অকর্তব্য হইয়া উঠে স্মৃতরাং শাস্ত্র মানিলে নিস্তার কই ।

বিপ্র । হিন্দু মুসলমানপ্রভৃতির শাস্ত্র সকল ভিন্ন২ হইলেও কিছুই অমান্য নহে, কিন্তু যাহার যে শাস্ত্রে অধিকার তাহাকে সেই শাস্ত্র মানিতে হয় । কারণ যেপ্রকার রাজনিয়মসকল দেশভেদে জাতিভেদে

আচারভেদে ভিন্ন হইলেও যে তাহা রাজনিয়ম নহে
এমত বলা যায় না এবং তত্ত্বনিয়ম তত্ত্বদেশাদি
ভেদে না মানিলে অবশ্যই দণ্ডার্থ হইতে হয় তক্রপ
যাহাদিগের প্রতি যে ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে
তাহারা তাহা মান্য না করিলে অবশ্যই দণ্ডার্থ হইতে
পারে ।

ব্রাহ্ম । হিন্দুশাস্ত্রে যে পরমেশ্বরকে সাকার বলে
সেই আকার কি ? এইরূপ প্রশ্নে কেহ বলেন দ্বিভুজ
মুরুলীধর, কেহ বলেন ত্রিশূল ডম্বুরকর, কেহ বলেন
চতুর্ভুজ গজবক্ত, কেহ বলেন অরুণ বর্ণ ত্রিনয়ন, কেহ
বলেন চতুর্ভুজা শ্যামবর্ণা, ইহা হইলে কোন আকার
সত্য কোন আকার অসত্য তাহা কিপ্রকারে নিশ্চয়
হইবে ?

বিপ্র । পরমেশ্বরের আকার জ্ঞানচক্র, গোচর
এইহেতু যাহার যাদৃশ জ্ঞান সে তাদৃশ আকার দর্শন
করিবে সুতরাং তাহার কোন আকারই মিথ্যা নহে ।
দেখ যেমন বহুরূপনামক জন্তুবিশেষকে সময়ানুসারে
অনেকে অনেক বর্ণে ভূষিত দেখে অথচ তাহার প্রকৃত
বর্ণ কি কেহ নির্ণয় করিতে না পারিলেও এমত বলা
যায় যে সেই জন্তু সাকার বটে, এইপ্রকার পরমে-
শ্বরকে আপন হস্তানুসারে সকলেই দৃষ্ট করিয়া
থাকেন কিন্তু তিনি যথার্থ কোনরূপধারী ইহা কেহ নি-

শয় করিতে পারে না, এবিধায় তাঁহার সকলরূপকেই সত্য বলিতে হয় ।

ব্রাহ্ম । শাস্ত্রে যাহাকে একস্থলে পরমেশ্বর বলিয়াছেন অন্যস্থলে তাহাকেই অনীশ্বর বলিয়া অন্যকে ঈশ্বর বলিয়াছেন ইহাতে শাস্ত্রের কথায় কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি ? আমরা অপক্ষপাতি বিবেচনায় অনুগম করিয়াছি যে এসকল দেবতারাই কেহই ঈশ্বর নহে যেহেতু ঈশ্বরীয় গুণ কাহাতেও দৃষ্ট হয় না ।

বিপ্র । দেবতাবিশেষে ঈশ্বরীয় গুণ দৃষ্ট না হউক তাহাতে ক্ষতি কি ? ঈশ্বরেতো ঈশ্বরীয় গুণ দৃষ্ট হয়, এইহেতু যাঁহারা যে দেবতার মূর্তি উপাসনা করেন তাঁহারা সেই দেবতাকে দেবতা বলেন না, কিন্তু তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা করিয়া থাকেন, এতাবত তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি বল দেখি ঈশ্বর কি তত্ত্বদেবতাক্রমে সাধকের কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন না ? না, ঈশ্বরের তাদৃশ রূপ নাই ? দেখ এই সংসার-বর্ত্তিলোকের ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজন কেবল সংসারমুক্তি, তাহা কোন বাহ্যিক দ্রব্যাদি দ্বারা হইতে পারে না, যেহেতু তাহার সহিত বাহ্য বস্তুর কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল তাহাতে আন্তরিক সংস্কার অপেক্ষা করে, কেননা মনের স্বভাবতঃ নানাবিধ বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়াপ্রযুক্ত কামক্রোধাদি বিবিধ বিকারজন্য যে মোহাদি জন্মে তাহাকেই বন্ধ ও

তাহার নিরুত্তিকে মোক্ষ বলে, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির
মনের বিষয় প্রবণতা নিবারণার্থে বেদোক্ত নিকাম
কর্ম ও ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। মনুষ্য সঙ্ক-
লের মনে যাহা চিন্তার গাঢ়তা জন্মে তাহারা তাদৃশ
সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা তদনুরূপে ফল লাভ
করিতে পারে, ইহাতে অবান্তর প্রমাণ এই যে যে
ব্যক্তির বাল্যকালাবধি মনোমধ্যে ভূত আছে এইরূপ
সংস্কার থাকে, সেই ব্যক্তি সময়বিশেষে স্মৃতিকাষ্ঠের
স্বত্তে আপন মনঃস্থিত ভূত কল্পনা করিয়া কল্পিত
ভূতের কার্যাদি প্রত্যক্ষ করত ভয়ে প্রাণত্যাগও
করিতে পারে। এস্থলে যদিও কাষ্ঠস্তম্ভ যথার্থ ভূত
না হউক তথাচ তাহার মনের ভাব স্বার্থ বটে এই-
হেতু তাহার ভরে ভীকুব্যক্তির যেকপ মৃত্যুলাভ হই-
বার সম্ভব সেইরূপ কোন দেবতাকে যদি স্বার্থ ঈশ্ব-
রও না বল তথাচ তাহার প্রতি ঈশ্বর ভাবনা কবিলে
অবশ্যই চিন্তাবৃত্তি শোধিত হইয়া সংসারমোক্ষ হইবে,
ইহা সন্দেহ প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ দেবতা সকলও
ঈশ্বরহইতে ভিন্ন নহেন, যেহেতু বেদেতে সমস্ত বস্তু-
কেই ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলেন, অতএব প্রতিমা
পূজা করিলেও আমাদিগের মোক্ষ হইবার ব্যাঘাত
নাই। আমরা তোমাদিগকে বিনয়পূর্বক কহি তো-
মরা অসৎপথ পরিত্যাগপূর্বক পিতা পিতামহ যে
পথে প্রস্থিত হইয়াছেন সেই পথে গমন কর।

ব্রাহ্ম । আমরা তোমাদিগের ভোগলাসি শূন্যিয়া পৌত্তলিক ধর্ম অনুষ্ঠান করত মহেবমগুলীর নিকট উপহাসাম্পদ হইতে পারি না ও তোমাদিগের মত আলুতাতে ভাত খাইয়া সকল সুখতোগে বঞ্চিত হইতে পারি না, আমাদিগের যাহা মনে আইসে তাহাই করিব তোমরা কি আমাদিগকে শাসন করিয়া তাহাহইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবা ? (ইহা বলিয়া ব্রাহ্মদ্বয়, তথাহইতে প্রস্থান করিলে বিপ্র ও আপন আবাসে প্রস্থিত হইলেন)

অথ বিধবাবিবাহের আয়োজন ।

ত্রিপদী ।

এইরূপে ব্রাহ্মজ্ঞান, আনন্দে নিমজ্যমান, যতেক নবীম যুবাগণ । নিজে বড় বিজ্ঞান, সকলের এই ভ্রম, হৃদে সদা করে জাগরণ ॥ কিন্তু তা সবার প্রায়, যাত্মক দেখা দায়, হাঁসিপায় দেখিলে চরিত । যত তার। বুদ্ধিমান, পুস্তকে আছে প্রমাণ, যাহা সব তাদের রচিত ॥ পেয়ে ইকুলেতে শিক্ষা, দধিকে বলে আমিক্ষা, বদরীকে বলে ইহা কহু । কুয়াণ্ডকে বলে মান, সবার একপ জ্ঞান, যেহা আছে রাম শ্যাম

যহু ॥ বাল্যকালাবধি যারা, কুসংসর্গে যার আরা,
 মারার কখন চারা নাই । অতএব সবে তারা,
 তোজে হরি কালী তারা, বাইবেলে বাড়ায়েছে
 বাই ॥ কেহ বলে সব মিছা, কেন জুজু সাপ বিছা,
 ভেবেই আতঙ্কেতে মরি । কারু শাস্ত্র কিছু নয়,
 কেবল তাঁড়ামিময়, দেখিয়াছি সুবিচার করি ॥ যা-
 হাতে বিনাশে ক্লেশ, সেই মাত্র উপদেশ, গ্রহণ করিব
 সর্বস্থানে । প্রাকৃতিক সুনিয়ম, করিব না অতিক্রম,
 বৈধাবৈধ বলি কেবা মানে ॥ যে কেহ ঈশ্বর আছে,
 কৃতজ্ঞতা তার কাছে, স্বীকার করিব কালেই । দেখি-
 তেছি ইহা বই, আর কিছু সত্য কই, বদ্ধ হই কেন
 ভ্রমজালে ॥ এইরূপ কত জনা, করি মনে বিবেচনা,
 সর্বধর্মে দিয়া জলাঞ্জলি । বাথানিয়া গাবীপ্রান্ন
 যাহা পায় তাই খায়, ধন্যই ধন্য ঘোর কলি ॥
 কোক বেঙ্গ ভূপতির, সতাক্রপ বিটপির, স্কন্দ শাখা
 হয় এসকল । এলাগি তাঁহার চিতে, বিধবাবিবাহ-
 দিতে, যে বাসনা আছিল প্রবল ॥ তাহা করিতে
 সাধন, ঈশ্বরের আকুঞ্জন, হইয়া উঠিল নিজমনে ।
 যা হবার তাই হোক, যে যা কবে সে তা কোক, বি-
 ধবারা বাঁচুক জীবনে ॥ আহা মরি কি কারুণ্য, কিবা
 নিষ্ঠুরতা শূন্য, ঈশ্বরের অগাধ আশয় । নতুবা কি
 এসময়ে, পরহুঃখে ছুঃখি হয়ে, কেহ কভু সমুদ্যুক্ত
 হয় ॥ পুরাণে করি অবগণ, পূর্বে স্মরাস্মরণগণ, স্মরণ

করিয়। সাগর। পেয়েছিল নানা রত্ন, বিকল কি
 হয় যত্ন, ঈশ্বরেচ্ছা নহে বিনশ্বর ॥ শুনি অবো-
 ধের ঠাই, কলিতে ঈশ্বর নাই, হরি হরি একি সর্ব-
 নাশ। যার আছে এসন্দেহ, এখন দেখিলে সেহ, প্রত্য-
 ক্ষেতে পাইবে বিশ্বাস ॥ আবাল বিধবা খারা, মরিং
 কত তারা, ক্লেশ সহে পতির বিরহে। সদা ভাবে
 হু ঈশ্বর, এবস্ত্রণা ঘোরতর, ঘুচাও নতুবা প্রাণ দহে ॥
 যদি প্রভু রোতে খাতে, প্রাণ বাঁচে যাতে তাতে,
 তবুতো না হয় বাঞ্ছাপূর্ণ। দৈবে হৈলে তাতে ফল,
 সেকলে না ফলে ফল, অবিকল কর আসি তূর্ণ ॥ বুঝি
 এই অনুরোধে, করুণা কর্তব্যবোধে, তাসবার স্ব-
 পক্ষে ঈশ্বর। বিবাহ দিতে আবার, করেছেন অঙ্গী-
 কার, অনুভবে জেনেছি অন্তর ॥ সেইতো ব্যবস্থা
 পত্র, দেখিতেছি যত্র তত্র, পাত্রাপাত্র সকলের স্থানে।
 যেন নবগোরাগণ, যীশুপ্রেম বিতরণ, কালে যোগ্যা-
 যোগ্য নাহি মানে ॥ যারে দেখে নিজকাছে, ধর বলি
 প্রেম যাচে, অদভুতগৌরাঙ্গ চরিত। তেন বিধবা
 বিবাহ, করিবারে সুনির্ঝাহ, তরঙ্গ উঠেছে আচরিত ॥
 হাটে ঘাটে যথা তথা, শুনি মাত্র সেই কথা, নব্যানবা
 পতিহীনাগণ। আহ্লাদে উন্নতপ্রায়, যারে অগ্রে
 দেখা পায়, তারে গিয়া করে জিজ্ঞাসন ॥

অর্থ বিধবাগণের উল্লাস ।

পয়ার ।

হিরা বলে ধীরা প্রতি আরু শুমেছ দিদি । বিধবারে
অনুকূল হল্য বাকি বিধি ॥ হাটে ঘাটে মাঠে এবে
যেখানেতে বাই । বিধবার বিয়া হবে ইহা শুনে
পাই ॥ সত্য বিশ্বাস বাহা হোক কথা ভাল বটে ।
সবে কর লোকে বাহা রটে তাহা ঘটে ॥ দেব যদি
ঈশ্বর সদয় হয়ে থাকে । তবে হবে বাঞ্ছাসিদ্ধি
আর ভয় কাকে ॥ বাল্যকালাবধি ঘোরা হয়ে পতি-
হীন । দুঃখেতে কাটাই কাল কেন্দে নিশি দিন ॥
একে একাহারে সদা কলেবর দহে । তাহে সর্বনাশ
যদি একাদশী কহে ॥ পান বিনা প্রাণ যায় সুখের
অনুখে । সখবার সুখ দেখি সেল কোটে বুকে ॥
পতিকোলে গুরে সুখে নিদ্রা যায় তারা । অভাগি-
নীগণ তারা গুণে হয় সারা ॥ ইচ্ছামত বাসভূবা
সখবারা পরে । বিধবার বেশ দেখে ছেব করি মরে ॥
যৌবন জ্বালায় সদা তনু জ্বর ॥ যতনে জীবন রাখা
অধিক দুষ্কর ॥ আপনার বুক দেখে দুঃখে কাটে
বুক । কিসে সুখ হবে বলি করি বুক ॥ তাবি লুকি
চুরি করি জুড়াই জীবন । কায়ে বাজ পড়ে যদি

জানে কোন জন ॥ জঠর কঠোর শক্রপনা করে
 পাছে ! অধিকন্তু মনেই এই ভয় আছে ॥ বিধি
 বিধবার দেখি এসব দুর্গতি । বুঝি বিবাহের বিধি
 গড়েছে সম্প্রতি ॥ দেখ বাকি ফুটিয়াছে পরিণয়
 ফুল । নহিলে ঈশ্বর কেন হবে অনুকূল ॥ ধীরা
 বলে ওলো হিরা কি ভেবেছ চিন্তে । হবে না বিবাহ
 দেশে পণ্ডিত থাকিতে ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগুলা হয়েছে
 বালাই । তারা বলে বিধবার বিয়া শাস্ত্রে নাই ॥
 হয় নয় কেবা জানে লোকমুখে শুনি । বিধবার বিয়া
 লেখে পরাশর মুনি ॥ সে মুনির মনঃ ভাল জানি
 রীতি তার । কৈবর্ত-কন্যারে যেই করেছে উদ্ধার ॥
 বশিষ্ঠের পুত্র সেই বেশ্যা মাতা তার । সে কেন
 কবে না বিয়া দিতে বিধবার ॥ ইহার তনয় ব্যাস
 সেও ভাল হয় । আত্মবধুসঙ্গে যার আছিল প্রণয় ॥
 বিধবাবিবাহ সেকি নিষেধিতে পারে । তবে কেন
 ভণ্ডগুলা মিছা মাথা নাড়ে ॥ গুণনিধি কহে কেন
 ভাব রামাগণ । বাঙ্গাসিজি হবে কিছু কর বিলম্বন ॥

